সমাজ-সংস্করণ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

[illegible] ষ্ট্রীট ১১৫ সংখ্যক ভবনে

শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানীর

[illegible] প্রকাশিত।

[illegible]

মূল্য [illegible] এক টাকা [illegible]

বিজ্ঞাপন।

দুই বৎসর অতীত হইল, আমি গুটিকতক প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলাম। আমার কতিপয় পরম বন্ধু ঐ রচনা দেখিয়া কহিলেন, "যদিও এই সমুদায় প্রস্তাবের কোন কোন অংশ কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়া সংবাদ পত্রে অথবা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এই সমুদায় রচনাগুলি এক খানি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে" যাহা হউক নিতান্ত অনভিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তির গ্রন্থকার রূপে পরিচিত হওয়া বড় স্পর্দ্ধার কথা, সুদ্ধ ঐ কয়েক সুহৃদবরের অনুরোধে সমাজ-সংস্করণ নাম দিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে বাধ্য হইলাম। পুস্তকের উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল কুপ্রথা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ মধ্যে চলিতেছে তাহা নিবারিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ব্যবহৃত হয়। ঐ কুপ্রথা গুলি রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিলে শাস্ত্র প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হয়, কারণ বঙ্গভাষায় শাস্ত্রের মর্ম্ম গুলি সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলেও অস্মদ্দেশীয় কতক গুলি লোক বিশ্বাস করেন না, তজ্জন্য রচনায় যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ঐ যুক্তি সমুদায়ের অনুকূলপক্ষে শাস্ত্রের প্রমাণ গুলিও উদ্ধৃত করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমেও যেন কখন এমন মনে না করেন যে, আত্মসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। এই গ্রন্থখানি দোষশূন্য হইয়াছে আমি এমন মনে করি না। বিদ্বজ্জনগণ সমীপে গ্রন্থখানি অগ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে, আমার এক মাত্র ভরসা এই যে, যেমন লবণ সমুদ্রোত্থিত বাষ্প মেঘরূপে পরিণত হইয়া যে জল বর্ষণ করে, ঐ জলের লবণত্ব দূরীকৃত হইয়া অমৃত তুল্য হয়; সেইরূপ এই গ্রন্থখানি দোষ সত্ত্বেও সাধুদিগের সমীপে গুণ সম্পন্ন হইয়া গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে যাঁহার অত্যন্ত সেবা করা যায় তিনি অবশ্যই সেবকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমিও মাতৃ-ভাষার সন্তোষের জন্য যত্ন করিয়াছি

কিন্তু বলিতে পারি না তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যদি কোন প্রস্তাবের বা কোন পংক্তির অভিপ্রায় দেশ-হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমার দ্বৌবার্ষিক শ্রমের সার্থকতা সম্পাদিত হইবেক। তাঁহাদিগের নিকট আরও নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থে যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, তাহা লইয়া ভুমুল আন্দোলন না করিয়া অস্মৎ সমীপে সংবাদ করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব, এবং বারান্তরে পুস্তক খানিও নিষ্কলঙ্ক হইবে।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত সময়ে আমি পীড়িত ছিলাম। আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কণ কালে পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সাহায্য না পাইলে মুদ্রিত করা দুষ্কর হইত।

বোড়াল বঙ্গ-বিদ্যালয়।
সম্বৎ ১৯২৬।
১২ ই ভাদ্র।

শ্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূচী।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১১	শক্তির উন্নতি সমধিক প্রভাবশালী	শক্তি সমধিক প্রভাবশালী
১৭	৯	সঙ্কচিত	সঙ্কুচিত
১৮	১	পরান্ন-সেবা যন্ত্রণা অপেক্ষা	পরান্নসেবা মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা
১৯	২	স্বাতন্ত্রং	স্যাতন্ত্রং
২৩	২	ঐ প্রভাবে	ঐ প্রথার প্রভাবে
২৬	১০	কান্তস্ব	কান্তস্য
৩০	৩	পাণি গ্রাহস্ব	পানি গ্রাহস্য
ঐ	১৬	নাশস্ব	নাশস্য
৩২	১৪	কুলস্বচ	কুলস্যচ
৩৩	২	তদানুসঙ্গিক	তদানুষঙ্গিক
৩৬	৭	গৃহং	গৃহ্ন
৫৩	ঐ	যোগবাশিষ্ঠে	যোগবাশিষ্টে
৫৪	৩	পথ্যাশিলঃ	পথ্যাশিনঃ
৫৮	৯	প্লাবিত	প্লাবন
ঐ	২২	আব্রহ্মস্তত্ত্ব	আব্রহ্মস্তম্ব
৫৯	১৮	অকামতঃ	কামতঃ
৬০	১২	প্রাণ নস্তাম্ন তানপি	প্রাণিনস্তাম্ন তানপি
৭৮	৭	মহীভুজাং	মহীভুজাং
৭৯	২	তস্মাদ্দ্যতং	তস্মাদ্দ্যতং
৮৬	১২	হুত	হুত
৮৮	২	তস্যাৎ	তস্মাৎ
১০২	১৩	প্রত্যবায়	প্রত্যবাযো
১০৫	২২	নৈবেদ্যঃ	নৈবেদ্যৈঃ
১০৯	৯	পুমান্	পুমান্
১২০	১৬	যতোবাচ	যতোবাচো
১২৮	২০	স্থুল	স্থূল

সমাজ-সংস্করণ।

বিদ্যাভ্যাস-প্রণালী।

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমং।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥
হিতোপদেশ।

অস্যার্থ।

সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেহেতু বিদ্যারূপ ধনকে চৌরেরা অপহরণ করিতে পারে না, ইহা অমূল্য ও সর্ব্বকাল অক্ষয়।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং॥
হিতোপদেশ।

বিদ্যা বিনয় প্রদান করেন, বিনয়েতে যোগ্যতা পায়, যোগ্যতা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বিদ্যা ভ্রমপ্রমাদ ও সংশয়রাশি হইতে আমাদিগকে প্রমুক্ত করেন ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন। যেমন খনিজ ধাতু সমুদয় যে পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইবে, সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর তাহাদিগের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হইতে থাকিবে। মনোবৃত্তি সমুদয়ও সেইরূপ বিদ্যানুশীলন-সম্মার্জ্জনী দ্বারা যে পরিমাণে পরিষ্কার করা যাইবে সেই পরিমাণে তাহারাও দীপ্তিশালী হইতে থাকিবে। মানবগণের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি থাকায়, তাঁহারা ইতর প্রাণী সমূহ হইতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু দৈহিক পরাক্রম অপেক্ষা মানসিক শক্তির উন্নতি সমধিক প্রভাবশালী। বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত মানসিক শক্তির উন্নতি হইতে পারে না এবং বিদ্যানুশীলন ব্যতীত মনুষ্য নামেরও গৌরব রক্ষা হয় না। অতএব কি বালক কি বালিকা, কি বয়স্থ কি বয়স্থা, কি প্রাচীন কি প্রাচীনা, কি ধনী কি দরিদ্র, কি ইতর কি ভদ্র, সকলেরই বিদ্যাভ্যাস করা অত্যাবশ্যক।

শাস্ত্রকারেরা কহেন "যেমন সুদৃশ্য শাল্মলী অথবা পলাসপ্রসূন সৌরভ-হীনতা-জন্য গৌরবান্বিত হয় না; বিদ্যা-বিহীন মানবও তদ্রূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও কুত্রাপি আদৃত হয়েন না। শাস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি নানা শাখায় এই বিদ্যা বিভক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী, যেহেতু তিনি চিরকাল ফলদান করিয়া থাকেন। শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধাবস্থায় হাস্যের নিমিত্ত হয়, ও চক্ষু করাদির পীড়া জন্মিলে

শিল্প বিদ্যার কোন ফল দর্শে না।” ঐ শাস্ত্রবিদ্যা আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন, যথা পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি যে সমস্ত শাখায় সমভাবে পারদর্শিতালাভ করিবেন এমন প্রত্যাশা করা কখনই সম্ভবনীয় নহে, কারণ জগদীশ্বর প্রত্যেক্ মনুষ্যের মনের গতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিষয়ে কোন বিশেষ পারদর্শী মনুষ্য স্বীয় প্রখর বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে যদি কোন অত্যাশ্চর্য্য মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন, তবে তাঁহার সেই অসম্ভব কার্য্যটী অবলোকন করিয়া অন্যান্য লোকে সেই কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারে, সুতরাং অন্যান্য কার্য্যে তাহাদিগের নিতান্ত ঔদাস্য জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ইহাদ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনের গতি বিভিন্ন না হইলে সৃষ্টির কার্য্য সুশৃঙ্খলা রূপে সম্পাদিত হইত না। যে যে ব্যক্তির যে যে বিষয়ে অনুরাগ আছে তাহাদিগের সেই সেই বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করা উচিত। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় মনকে অভিলষিত বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক অন্য বিষয়ে নিয়োগ করিলে সে বিষয়ে কখনই সুন্দর রূপ নিপুণতা লাভ করা যায় না। এজন্য সন্তানগণের মনের গতি অগ্রে পরীক্ষা করা পিতা মাতার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার গদ্যেতে অধিক অনুরাগ আছে তাহাকে অধিক পরিমাণে গদ্য শিক্ষা দেওয়া, যাহার পদ্যেতে অধিক আসক্তি আছে, তাহাকে ঐ পরিমাণে পদ্য শিক্ষা দেওয়া, ও

যাহার গণিতে অধিক যত্ন আছে তাহাকে সেই গণিতেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য, এরূপ করিলে সন্তানগণ বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিতে পারে ও তন্নিবন্ধন উত্তরোত্তর বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইতে থাকে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক প্রদেশীয় লোকের অগ্রে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদ্দেশীয় কতক গুলি লোকের এরূপ সংস্কার আছে যে তাঁহারা কেবল অর্থের নিমিত্ত বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা অর্থস্পৃহা-বৃত্তি-তৃপ্তির কারণ স্বল্প বয়স্ক শিশু-দিগকে মাতৃ-ভাষা বিশেষ রূপে শিক্ষা না দিয়া অর্থকরী রাজ ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহারা ঐ অবিমৃষ্যকারিতা দোষের প্রতিফল ভোগ করিয়া থাকেন। কুমারগণের চিত্ত অতি সুকুমার ও উর্ব্বরা ভূমি সদৃশ, তাহাতে যেরূপ বীজ বপিত হইবে তাহা সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। ঐ কারণে যদ্রূপ বিজাতীয় ভাষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তদ্রূপ জাতি ভাষার উন্নতি হইতেছে না। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি প্রথমে বালকদিগকে জাতিভাষা অধ্য-য়নে নিযুক্ত করেন, তবে কি আর তাহারা অন্য জাতির অনুকরণে অনুরক্ত হয়? ধনী সন্তানদিগের যদি এরূপ অবগতি থাকে, যে বিদ্যা দ্বারা কলুষিত চরিত্র পবিত্রী-কৃত হয় ও তদ্দ্বারা হিতাহিত বিবেক শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে কি আর তাঁহারা আলস্য দেবীর

সেবায় নিযুক্ত হয়েন ? না ত্বরায় পৈতৃক সম্পত্তি সমুদয় অপব্যয় করতঃ নিঃস্ব হইয়া পড়েন ?

ভূমণ্ডলে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সদৃশ উৎকৃষ্টতম ভাষা দ্বিতীয় অবলোকিত হয় না. (যিনি এই ভাষার রসাস্বাদন করেন নাই তাঁহাকে এক প্রকার প্রতারিত বলিলেও বলা যায়।) আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকে এই ভাষা শিক্ষা করেন না। অস্মদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে ঐ ভাষা অধীত হইয়া থাকে, তথায় কেবল যাজক, অধ্যাপক ও মন্ত্রদাতা গুরু এই কয়েক শ্রেণীস্থ লোকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। সংপ্রতি প্রজাবৎসল ব্রিটিস্ গবর্ণমেন্ট কৃপা করিয়া বিদ্যালয় সমূহে সংস্কৃত ভাষা পাঠনার নিয়ম প্রচলিত করিয়া প্রজাগণের যার পর নাই উপকার সাধন করিয়াছেন। চতুষ্পাঠীতে যে প্রণালীতে ঐ ভাষা অধীত হইয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই উত্তম প্রণালী বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ তথাকার ছাত্রেরা স্বুদ্ধ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা করিয়া ব্যাকরণে উপনীত হয়; তাহারা গণিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। আনা, পাই, কাহন, সের, কিরূপে অঙ্কপাত করিতে হয় তাহা পর্য্যন্তও জানে না, ব্যাকরণে উপস্থিত হইয়া তাহারা দিশে হারা হয়, যে হেতু সাহিত্যে কিছু মাত্র দৃষ্টি না থাকাতে ব্যাকরণে তাহাদিগের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না। আচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই ছাত্রদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন যে ব্যাকরণ সমুদায় শাস্ত্রের চক্ষু স্বরূপ, উহা অগ্রে হস্তগত করিতে

না পারিলে অন্যান্য শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয় না; এই বলিয়া আদৌ ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে দেন, উহা আবৃত্তি করিতে অভাবতঃ দুই তিন বৎসর সময় অতিবাহিত হয়, তদনন্তর অর্থের সহিত অভ্যাস করিতেও তিন চারি বৎসর সময়ের সাপেক্ষ হইয়া উঠে, তাহাতেও সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। কিন্তু যদি ঐ ছাত্রদিগকে প্রথমে দুই এক খানি সরল সাহিত্য ও তৎ সমভিব্যাহারে কিছু কিছু গণিত অভ্যাস করাইয়া ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাকরণ আর তাহাদের পক্ষে তাদৃশ কঠিন বোধ হয় না, তখন অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা উহার ভাবার্থ হৃদ্গত করিতে সক্ষম হয়। সকল জাতীয় লোকে অগ্রে কিছু কিছু ভাষা ও তৎপরে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়েরা এই সাধারণ নিয়মের বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাহা হউক কালের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া উঠিতেছে, সুদ্ধ এক ব্যাকরণ লইয়া ৬।৭ বৎসর সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য হইতেছে না, অন্যান্য শাস্ত্র কিছু কিছু জানা আবশ্যক। অতএব সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়দিগের বর্ত্তমান রাজ-পুরুষগণের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষক ও ছাত্রেরা সচরাচর মাতৃ ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ভাষায় অবজ্ঞাও করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের বিষয় কর্ম্মে নিপুণতা শুনিলে আস্যে হাস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষয়

সংক্রান্ত একখানি পত্রিকায় চিটিতলব খাজানা পং* এইরূপ লিখাছিল। একজন সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী ঐ পত্র খানি এইরূপে পড়িলেন যে, না তাঁহার না অন্য ব্যক্তির কাহারও অর্থের অবগতি হইল না, যথা চিটিত লবখা জানাপং। অন্য এক চতুষ্পাঠীর ছাত্রের হস্তাক্ষরে দৃষ্ট হইল, তিনি দুই আনার জল খাবার কিনিয়া ছিলেন তাহার হিসাব এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, যথা অমাবস্যা সপ্তম দিবসে ক্রীত জল পানীয় সামগ্রী দুই আনার। প্রায় সর্ব্বদাই এরূপ দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভূমি সংক্রান্ত একখানি পাট্টা বা একখানি কবচ লিখাইবার জন্য বিষয়ী লোকদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে? তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ অহঙ্কার করা কি মূঢ় বুদ্ধির কর্ম্ম নহে? যুবা সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যেও অনেকেই ঐরূপ সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ীদিগের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জাতীয় সম্বর্দ্ধনা ও স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে তাহার মধ্যে অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, ঐরূপ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা তাঁহারা এক প্রকার শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বা বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করেন, এত দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের

---

* সংক্ষেপে পরগণার পরিবর্ত্তে পং লিখিবার রীতি আছে।

পাঠ অগ্রগামী হয় নাই। অনেক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় লোকে তাঁহাদিগের ঐরূপ বিমিশ্র ভাষায় কথোপকথন করিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। এরূপ উপহাসের স্থল না হইয়া বিশুদ্ধ নাই হউক, চলিত বঙ্গ ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ঐ যুবা-সম্প্রদায়ীদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় কোন পত্রাদি লিখিবার সময় আমাদিগকে সঙ্কুচিত হইতে হয়, কারণ ঐ পত্রাদি দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে অবমানিত বোধ করিয়া থাকেন। হায়! তাঁহাদিগের কি চমৎকার স্বদেশানুরাগ!

যে যে স্থানে গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠ-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৎ তৎ স্থানে মাতৃ ভাষার সুচারুরূপ আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থানে উক্ত রূপ বিদ্যালয় নাই তথায় অদ্যাপিও জঘন্য শিক্ষা প্রণালী চলিতেছে, এমন কি তথায় সাহিত্য ও নীতির কোন প্রসঙ্গই নাই। সাহিত্যের মধ্যে গুরু মহাশয়েরা গঙ্গার বন্দনা ও গুরুদক্ষিণা ছাত্রদিগকে পড়াইয়া থাকেন, নীতির মধ্যে চাণক্যের শ্লোক পড়াইবার রীতি আছে, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের জলও স্পর্শ করেন নাই, তাঁহা-দিগের নিকট হইতে যত শুদ্ধ উচ্চারণ ও সদর্থ সংগ্রহ হইতে পারে তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিতে পারেন। পূর্ব্বে গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালায় প্রয়ো-জনীয় বিষয়, চিঠা জমাবন্দী ও পত্র কৌমুদী প্রভৃতি অধীত হইত, দুর্ভাগ্য ক্রমে সংপ্রতি রহিত হইয়া আসি-য়াছে, কারণ গুরু মহাশয়দিগের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা দেখা

যাইতেছে, অনেক ভদ্রলোক, যাহারা উপার্জ্জনে নিতান্ত অক্ষম তাঁহারাই এক এক খান মুদিখানার দোকান ও এক একটী পাঠশালা খুলিয়া বসিয়া আছেন। ঐ সকল পাঠশালার ছাত্রেরা কিছু কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু গণিতাপেক্ষা সরল সাহিত্য অল্প বয়স্ক শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী সন্দেহ নাই। অতএব যথায় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় নাই তথাকার অধিবাসীদিগের, যাহাতে মাতৃ-ভাষা উন্নত পদবীতে পদার্পণ করেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষকগণের হস্তে সন্তান অর্পণ করা অত্যন্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।

বিদ্যা শিক্ষা করা সাধারণের নিতান্ত আবশ্যক হইলেও তদ্বিষয়ে কালাকাল বিচার করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত শিশুদিগকে বিদ্যানুশীলনে প্রবর্ত্তিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেরূপ অপক্ক বাঁশে ঘুণ ধরিলে সেই বাঁশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ অল্প বয়স্ক বালকগণের কোমল মনে চিন্তাঘুণ ধরিলে তাহাদিগের শরীর চিরদিনের জন্য অপটু হইয়া পড়ে। অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যা লাভ করা যায় না। মানসিক চিন্তায় ক্ষুধামান্দ্য হয়। বিদ্যার্থীগণের পেশী ও গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে, যেহেতু তাঁহারা এককালে কায়িক পরিশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া বসেন। তাঁহারা কেবল মানসিক পরিশ্রম করেন বলিয়া সর্ব্বদাই অজীর্ণ উদরাময় বাত প্রভৃতি রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। বিদ্যার্থীদিগকে জিজ্ঞাস্য এই, যে বিদ্যাভ্যাসের ফল কি জীবন

ধারণ না শরীর পতন? যদি দীর্ঘ জীবন সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পরিমিত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যো-পার্জ্জন করা, কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম ও কিয়ৎক্ষণ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও প্রাহ্নে এবং সায়াহ্নে কিছু-ক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করা তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। এরূপ করিলে সুস্থ শরীরে বহুদিন জীবিত থাকিতে পারা যায়।

শিশুগণ যত ক্রীড়া কুর্দ্দন করিবে ততই তাহারা সবল ও পুষ্টাঙ্গ হইতে থাকিবে। এইক্ষণে আর সস্মিত-মুখ শিশুদিগকে ক্রীড়া কুর্দ্দন করিতে লক্ষিত হয় না, তাহারা কেবল কতকগুলি পুস্তক লইয়া নিয়ত চিন্তার্ণবে নিমগ্ন থাকে। "অজরামরাবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" যুবাগণই এই বচনের অনুগমন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বালকগণ ঐ বচনের অনুগামী হইতেছে ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? ঐ শিশুগণের জনক জননীর চিত্তে কি অপত্য-স্নেহবৃত্তির অবস্থিতি নাই? অর্থ-লিপ্সার কি মহীয়সী মহিমা!

ইদানীন্তন যুবাদিগকে সর্ব্বদা পীড়িত, অল্পাহারী, দুর্ব্বলকায় দেখা যায়; কিন্তু প্রাচীনেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শত গুণে দৃঢ়কায়, কষ্টসহিষ্ণু ও অধিক আহারে নিপুণ। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুস্তকের সহিত প্রাচীনদিগের সন্দর্শন হয় নাই, ঐকালে তাঁহারা কেবল মনের স্ফূর্ত্তিতে ক্রীড়া কুর্দ্দন ও ব্যায়াম করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের শরীর ঐরূপ সুস্থ ও সবল আছে। নিয়মিত

শারীরিক পরিশ্রমের গুণ এই যে, তদ্দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি দ্বারা আহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আহার বৃদ্ধি দ্বারা পুষ্টাঙ্গ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। এবং সার্ব্বক্ষণিক অঙ্গচালনাদ্বারা পেশী সমুদায় দৃঢ় হইয়া শ্রমক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠে। এ স্থলে এমন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, ইদানীং লেখা পড়ার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে অধিক বয়সে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া সকল শাখায় কিরূপে পারদর্শিতা লাভ করা যায়। এ প্রশ্নকে ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, কারণ নিতান্ত অল্প বয়সে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া অল্পকাল জীবিত থাকা, আর কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে আরম্ভ করিয়া অধিক কাল জীবন ধারণ করা, শিক্ষা বিষয়ে উভয়েরই একরূপ ফল। যুবাগণ বিদ্যাভ্যাসানন্তর যখন বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তখন আর তাঁহাদিগের মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তৎকালে বিদ্যানুশীলন বিষয়ে এক প্রকার বিরত থাকেন। কিন্তু একেবারে ক্ষান্ত না হইয়া আজীবন কিছু কিছু অনুশীলনের উপায় করা কি সৎপরামর্শের কার্য্য নয়? তরুণাবস্থায় বৃথা কর্ম্মে যে সময় ব্যয়িত হয়, সেইকালে বিদ্যাবিষয়ের এক একটী করিয়া বিষয় জানিতে পারিলে ভাবীকালে বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে। (বিদ্যালয় কেবল পরীক্ষার স্থান অর্থাৎ বাটীতে কিরূপ চর্চ্চা করা হয় পাঠালয়ে তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া মাত্র। যখন বোধাধিক্য জন্মে তখন স্ব স্ব আলয়ে অনুশীলন ব্যতীত বিদ্যায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না)। অতএব বিদ্যার্থী-

গণের প্রাচীনদিগের অনুসরণ করা ও যাবজ্জীবন বিদ্যাভ্যাসে তৎপর থাকা অতীব কর্ত্তব্য।

শরীরের সহিত মনের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে যে, একের অসুখে উভয়ই অসুখী হয়। শরীরে পীড়া জন্মিলে মন সুস্থ থাকিতে পারে না এবং মনে দুর্ভাবনা উপস্থিত হইলে শরীরও স্বচ্ছন্দ থাকে না। আমাদিগের দেশে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, গ্রন্থকর্ত্তা ইত্যাদি ব্যক্তিগণ নানা রোগাক্রান্ত ও অল্পায়ু হইয়া থাকেন, এবং শারীরিক পরিশ্রমী অজ্ঞ লোকেরা স্বচ্ছন্দ শরীরে বহুদিন জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে নিষ্প্রভপ্রায় বিদ্যাজ্যোতিকে পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমরা বিশেষ সুখী হইতেছি না। রাজ-পুরুষেরা বিদ্যা শিক্ষার যে নিয়ম গুলি নিরূপিত করিয়াছেন তাহা পরিমাণের অতীত। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, কি জন্য তাঁহারা প্রকৃতি-পুঞ্জের আয়ু ও বলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বিদ্যা বিষয়ে অযথা উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। যদি তাঁহাদিগের প্রজানিচয়ের বলের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তবে অবশ্যই বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়ামের প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইত। যদি তাঁহাদিগের প্রজাগণের দীর্ঘ জীবনের বাসনা থাকিত তবে কখনই অল্প বয়স্ক বালকগণের উপর ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত সমধিক কঠিন কঠিন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইত না। দশম বা একাদশ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ

বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা তৎপরে বিংশতি বা একবিংশতি বৎসরের মধ্যে এল, এ, হইতে সিবিলিয়ান পরীক্ষা, এই সমুদায় নিয়ম গুলি হতভাগ্য বাঙ্গালীদিগের পক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গা-রোহণ সদৃশ। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত উপাধি গুলি লাভ করিতে কি ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদিগের শরীরে আর কিছু থাকে ?

সংপ্রতি আমাদিগের দেশে গ্রন্থকর্ত্তার অপ্রতুল নাই কিন্তু অদ্যাপিও বঙ্গভাষা শিক্ষা বিষয়ে অনেক গ্রন্থের অভাব দূরীকৃত হয় নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রন্থকার মহা-শয়েরা অর্থলালসাবৃত্তি তৃপ্তির মানসে দুরুহ দুরুহ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া শিশুগণের পরকাল খাইতে বসিয়াছেন। ইস্কুল সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মহাত্মা-গণের সমীপে নিবেদন এই যে, তাহাঁরা যেন, অবিবেচক অনুবাদ কর্ত্তাদিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের সকল গ্রন্থ গুলি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নিমিত্ত নিরূপিত না করেন।

কি আক্ষেপের বিষয়! যেমন কোন চির-দরিদ্র ব্যক্তির কৃত-বিদ্য সন্তান অর্থোপার্জ্জনের উপক্রমেই কোন উৎকট পীড়ায় অকর্ম্মণ্য হইলে, সেই ব্যক্তির অপ-রিসীম মনস্তাপ সমুপস্থিত হয়; যেমন কোন বণিক বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা সমধিক লাভানন্তর তত্তৎপণ্যপূর্ণ তরণি-সহ অকূল সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী অতিক্রম পূর্ব্বক সদনসমীপে সামান্য নদীতে নৌকা সহ জলমগ্ন হইলে সেই বণিকের মনোদুঃখের আর পরিসীমা থাকে

না: সেইরূপ যখন আমরা শুনিতে পাই যে কোন এক ছাত্র বহু আয়াসে ও প্রচুর যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তখন আমরা সুখ সলিলে ভাসিতে থাকি, আবার যদি কিয়দ্দিন পরে শ্রুতিগোচর হয় যে, সেই ছাত্রটী কোন নিদান পীড়ায় আক্রান্ত বা গতাসু হইয়াছে তখন আমাদিগের বর্ণনাতীত শোক আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং মনে এরূপ বিবেচনার আবির্ভাব হয় যে, সেই ছাত্রটীর নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করাই ভাল ছিল।

যাহা হউক এস্থলে বঙ্গীয় ব্যক্তিদিগকে আরও কিছু বলিয়া প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে বিরত হইলাম, এই মাত্র বক্তব্য যদি তাঁহাদিগের অভ্রান্ত অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ থাকে, তাহা হইলে স্বল্প বয়স্ক শিশুদিগকে অধ্যয়নে নিয়োগ করিবেন না, এবং তাহাদিগকে অগ্রে জাতিভাষা ও জাতীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান না করিয়া অন্য ভাষা শিক্ষা দিবেন না, এই নিয়মের অন্যথা করিলে ভবিষ্যতে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতার সুখ দুঃখ।

পৃথিবীর এক এক প্রদেশে এক এক জাতীয় লোকের বাস। প্রত্যেক প্রদেশীয় লোকের ভাষা ও আচার ব্যব-হার পৃথক্ পৃথক্। যাহাদিগের ভাষা এক ও যাহাদিগের আচার ব্যবহারও এক রূপ, তত্রত্য লোকেরা যেমন

সজাতীয় লোকের স্বভাব ও মনোগত ভাব অবগত হয়, বৈদেশিক লোকে বহু অনুসন্ধানে ও সবিশেষ যত্নে তাহাদিগের গূঢ় মনোবৃত্তি সেরূপ জানিতে সম্যক সমর্থ হইতে পারে না। এই জন্য তত্তৎ প্রদেশ সেই সেই অধিবাসীদিগের শাসনাধীন থাকা বিধেয়। যদিও স্বাধীনতা সকলেরই উদ্দেশ্য কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি সকলের সমান নহে, এই নিমিত্ত শাসনপ্রণালী মানবগণের যে অত্যাবশ্যক তাহার আর সংশয় নাই। ধরা পৃষ্ঠে যত প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রশংসনীয়। ঐ প্রণালীর সাহায্যে উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্ রাজ্যের ও ইউরোপের অন্তর্গত সুইজর্লণ্ড দেশের অধিবাসীরা সকল জাতি অপেক্ষা সমধিক সুখী। যদি সমুদায় লোকে ঐ প্রণালীর বশবর্ত্তী হয় তবে আর অবনীতে ভূরি ভূরি জীবের শোণিত নদীরূপে প্রবাহিত হয় না, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বস্বান্ত হয় না, দুর্ভিক্ষ কালীন অনাহারে মনুজ সমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, এবং রাজ্য মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ জন্য প্রজাগণের প্রতি নিদারুণ করও নিরূপিত হয় না। ধন্য দুরাকাঙ্ক্ষবৃত্তি! তোমার কি মহীয়সী মহিমা! যখন তুমি এতাদৃশ মহৎ পাপানুষ্ঠানে তৎপরা, তখন তোমার অসাধ্য আর কি আছে।

স্বাধীনতাই প্রকৃত সুখ ও অধীনতাই প্রকৃত দুঃখ। অধীন জীবের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। কোন বিহঙ্গমকে পিঞ্জরে আবদ্ধ পূর্ব্বক উত্তম উত্তম ভোজ্য প্রদান করিলে সে কি সুখী হয়? তাহার সুখানুভব হইলে কখনই সে

পলাইবার চেষ্টা করে না। কোন মানুষকে নিয়ত নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট অশন বসন প্রদান করিলেও সে আপনাকে কারারুদ্ধের ন্যায় জ্ঞান করে, কারণ তাহার স্বেচ্ছাচারে আহার বিহার ও সঙ্গ হয় না। সেইরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলাবদ্ধ-নিবন্ধন বিবিধ সুখকর বস্তু সত্ত্বেও আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না। গো, মেষ মহিষাদি পশু সকল যেমন আবহমান মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থিত, আমরাও তদ্রূপ বিদেশীয় লোকের বশীভূত। বাঙ্গালীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও হিতাহিত বিবেক *শক্তি থাকিয়াও নাই*, কারণ তাঁহারা একতা, পরিশ্রম, *অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা* গুণে বর্জ্জিত, এই সকল গুণ না থাকিলে মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা হয় না এবং ঐ সমস্ত গুণ না থাকিলে লোকে সৌভাগ্যশালীও হইতে পারে না। যেমন মহাকায় মহীরুহ সমস্ত তলস্থ মৃত্তিকার রস সম্যকাকর্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ও তন্মূলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ গুলি সম্যক রসাকর্ষণ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ রাজপুরুষগণ স্বাধীনতা জন্য উত্তরোত্তর তেজিয়ান হইতেছেন, এবং অধীনতা জন্য ক্ষুদ্র প্রজাগণ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। তন্নিমিত্ত এই বাঙ্গালীদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের দ্বেষভাব নাই, যদি থাকে তবে তাহা " আকাশ কুসুমের দুর্গন্ধ ভয়ে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রতিরোধ মাত্র।"

মহৎ অন্তঃকরণ স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়। যদিও আমরা রাজশাসনাধীন বটে, কিন্তু " আত্মার যথেচ্ছ বিনিয়োজন

বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেপ্সিত বিষয় পরিচিন্তনে মনুষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন” অতএব আত্মাবলম্বন করাই প্রকৃত মনুষ্যের কর্ম্ম, কখনই পর প্রত্যাশী হওয়া উচিত নহে। অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য সকলের কেমন নীচ প্রকৃতি প্রায় অনেকেই শ্বরৃত্তি লাভে সর্ব্বদা ব্যস্ত। শ্বরৃত্তি অত্যন্ত কষ্টদ ব্যবসায়, যেমন কোন বিজ্ঞলোক মলিন বসন পরিধান করিয়া ভদ্র সমাজে যাইতে সঙ্কুচিত হন, যেমন কোন সম্ভ্রান্ত লোক সম্মুখে উত্তমর্ণকে দেখিলে সঙ্কুচিত হন, যেমন কোন দুষ্কর্ম্মশালী ব্যক্তি সাধু সমীপে গমনে কুণ্ঠিত হয়, ভৃত্যও সেইরূপ স্বীয় প্রভুর নিকটে নিরন্তর কুণ্ঠিত থাকে। আহা! যৎকিঞ্চিৎ বেতনের জন্য অমূল্য জীবন ধনকে বিক্রয় করা কি বুদ্ধিমান জীবের কর্ম্ম? যথা সময়ে একান্ত চিত্তে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করা ভৃত্যদিগের প্রধান ধর্ম্ম, অন্যথায় প্রতারণা জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু শরীরের অবস্থা সর্ব্বদা সমান থাকে না নির্দ্দয় প্রভুরা কি তাহা বিবেচনা করেন? সেবকদিগের কার্য্যে ক্রটি দেখিলে ঐ প্রভুরা অগ্নিশর্ম্মার ন্যায় জ্বলিয়া উঠেন, ও তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা এবং প্রহারও করিয়া থাকেন, তেমন তেমন হইলে কর্ম্মচ্যুতও করিতে ছাড়েন না। তাঁহারা কহেন যখন রীতিমত বেতন দি, তখন রীতিমত কার্য্য চাই। ভৃত্যগণ সকলেরই অবজ্ঞেয়, এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা সেবকদিগের উপর তিথি নক্ষত্র ও দিক্‌শূলাদির শুভাশুভ যাত্রিক নিয়ম নিরূপিত করেন নাই। প্রভুগণের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে

হয়। এই কারণ লোকে বলে "পরান্নসেবা যন্ত্রণা অপেক্ষা সমধিক ক্লেশদায়িনী"।

বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘন্টা হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘন্টা পর্য্যন্ত চাকুরীর সময় নিরূপণ করিয়াছেন। হিন্দুদিগকে অগত্যা বেলা এক প্রহরের মধ্যে আহার করিতে হয়, যেহেতু তাঁহারা অন্য জাতির স্পৃষ্টান্ন ভোজন করেন না এজন্য কর্ম্ম স্থানে আহারের সুবিধা হয় না। ঐ সময়ের মধ্যে হিন্দুগণের নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। বেলা এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হইয়া আমাশয়াদি রোগোৎপাদন করে, যেহেতু এক প্রহর সময় ভোজনের প্রকৃত কাল নয়। কিন্তু ইংরাজ জাতিরা দিবা দুই প্রহরের পরে আহার করিয়া থাকেন। শ্ববৃত্তি অবলম্বীদিগকে কাষ্ঠাসনে বসিতে হয়, কেহ কেহ কহেন প্রতিনিয়ত কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলে অর্শ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক যাহাতে দেহের হানি ও ধর্ম্মের হানি, তাহা অস্মদাদির অবশ্য পরিত্যাজ্য। বরং স্বহস্তে হল চালনা করা ভাল, বরং স্বকরে তৌল করা ভাল, বরং মস্তকে ভার বহন করা ভাল, বরং স্বাধীনাবস্থায় সামান্য উপার্জ্জন দ্বারা শাকান্ন ভোজন করাও ভাল; কিন্তু শ্ববৃত্তিলব্ধ বহ্বর্থ দ্বারা উৎকৃষ্ট অশন বসন ভাল নহে। এই কারণ শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন। যথা,

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥

(মনুঃ)

আত্মবশ কর্ম্ম সমুদায় যত্ন পূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেক। পরবশ কর্ম্ম সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

(মনুঃ)

স্বাধীনতাই সর্ব্বসুখ এবং অধীনতাই সর্ব্ব দুঃখ। সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ॥

ঋতামৃতাভ্যাঞ্জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেনবা।
সত্যানৃতাভ্যামপিবা নশ্বৃত্ত্যা কদাচন॥

(মনুঃ)

উঞ্ছ বৃত্তির নাম ঋত, অযাচিত যে ধন তাহার নাম অমৃত, যাচিত ধনের নাম মৃত, কৃষি কর্ম্মের নাম প্রমৃত ও বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু শ্ববৃত্তি কখনই আশ্রয় করিবে না।

সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেনচৈবাপিজীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

(মনুঃ)

সত্য মিথ্যা মিলিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কিন্তু সেবা যে শ্ববৃত্তি তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

দাস্যন্ত কারয়ঁল্লোভাদ্ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

(মনুঃ)

দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় এই দ্বিজ যদি দাস্য কর্ম্মে অনিচ্ছুক হন, আর যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক দাস্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ, রাজাদিগের যে ছয় শত প্রকার দণ্ডের নিয়ম আছে, সেই দণ্ডের যোগ্য হয়েন।

মনুর নিয়ম গুলি মাননীয় সন্দেহ নাই কিন্তু যুগভেদে তৎসমুদয় বিধি আমাদিগের প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইক্ষণে বক্তব্য এই যে সকল লোকের অবস্থা সমান নহে, একারণ কাহাকে কাহাকে শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। নিরন্ন লোকে চাকুরী না করিলে তাহাদিগের কষ্টের আর সীমা থাকিত না ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের ভৃত্যাভাবে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইত। যাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় আছে তাঁহাদিগের শ্ববৃত্তি আশ্রয় করা অকর্ত্তব্য। বিবেচনা করুন্ যাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি বা ধন সম্পত্তি আছে তাঁহারা যদি শ্ববৃত্তি স্বীকার করেন, তবে দীনতা অস্মদ্দেশে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ দুঃখী লোকে শ্ববৃত্তি না পাইয়া শীর্ণ হইতে থাকে। যদি আঢ্য-

লোকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করেন তবে চাকুরীর দুষ্প্রাপ্যতা দূরীভূত হইয়া দরিদ্র লোকের অন্নাভাবের হাহাকার ধ্বনি আমাদিগের দেশ হইতে প্রস্থান করে। প্রচুর ধনশালী হওয়া সকলেরই অভিপ্রেত বটে। যাঁহাদিগের ধন আছে তাঁহারা যদি বাণিজ্য কার্য্যে ও যাহাদিগের ভূমি আছে তাঁহারা যদি কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্ববৃত্তি অপেক্ষা সমধিক লাভ হইতে পারে।

"বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্মীঃ" সেই বাণিজ্যে বাঙ্গালীরা বিমুখ। বিদেশ গমনে জাতিভ্রষ্টের বিভীষিকা দণ্ডধরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। ইতিপূর্ব্বে এই কলিকালে হিন্দুদিগের বাণিজ্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কই তখন ত তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইত না। এই বাণিজ্য প্রভাবে ইউরোপীয় জাতিরা যেরূপ বিভবশালী হইয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমান ভারতভূমির অধিস্বামী, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের অজ্ঞাত ছিল, তাঁহারা বাণিজ্য মাহাত্ম্যে সংপ্রতি সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। হিন্দুরা যে আদিম সভ্য জাতি ও বুদ্ধিমান এইক্ষণে ইঁহারা পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতেছেন, অতএব ইঁহাদিগের জীবনে ধিক্। ভাল, সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ ইহা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদিগের নিবাসস্থল যেরূপ উর্ব্বরা, পৃথ্বীতলে ইহার তুল্য স্থান কি আর আছে? এইক্ষণে ইতর লোকেরা যে প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম সমাহিত করি-

তেছে, তাহাতে কি ভারতভূমির উর্ব্বরতা গুণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? যদি আমরা বিশেষ মনোযোগী হইয়া কৃষিকর্ম্ম করি তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাদিগের সমুদায় অভাবের অপনোদন হয়। কি আশ্চর্য্য! অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন যে, কৃষি অতি অভদ্রকর্ম্ম ও শ্ববৃত্তি সেবা অতি সৎকর্ম্ম। হায় রে দেশাচার! তোর পায় কোটি কোটি নমস্কার।

কালের গতি অতি কুটিল, ঘাট অঘাট ও অঘাট ঘাট হইয়া উঠিয়াছে; হায়! কি ছিল কি হল আরও বা কি হয়। হে ভারতবর্ষবাসীগণ! তোমরা ইউরোপীয় লোক দিগের অবস্থা স্মরণ কর। মনে মনে ভাবিয়া দেখ তোমরাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতি ছিলে, কোথায় তোমাদিগের সে বিদ্যা বুদ্ধি, কোথায় তোমাদিগের সে বিভব, কোথায় তোমাদিগের একতা, কোথায় তোমাদিগের সমর নৈপুণ্য, এবং কোথায় তোমাদিগের সে যশশ্চন্দ্র, যিনি অবনীর প্রত্যেক প্রদেশে কৌমুদী বিকীর্ণ করিতেন। কি মনস্তাপ! তোমরা যাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতে, এইক্ষণে সামান্য উদরান্নের জন্য কৃতাঞ্জলীপুটে তাঁহাদিগেরই উপাসনা করিতেছ। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই তিনি সকলই করিতে পারেন।

কৌলীন্য প্রথা।

প্রায় আট শত বর্ষ অতীত হইল, বৈদ্যবংশসম্ভূত বঙ্গভূমীশ্বর বল্লালসেন কর্ত্তৃক এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং উহা অত্যন্ত আধুনিক প্রথা, কোন শাস্ত্রে উহার বিধি নাই; বল্লালসেন তৎকালে "আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং", এই নবগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন। এই নিয়মের অন্যথায় অর্থাৎ উপরোক্ত নবগুণ বিরহিত ব্যক্তি কুলীন বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু এইক্ষণে কৌলীন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমে প্রচলিত হওয়াতে বঙ্গ ভূমির দিন দিন দুরবস্থা ঘটিতেছে। ঐ প্রভাবে অস্মদাদির প্রাচীন রীতি নীতি ও সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের উত্তরোত্তর মূলোৎপাটিত হইতেছে, ঐ প্রথা কত বংশজ ব্রাহ্মণের বংশ ধ্বংসে তৎপর রহিয়াছে, এতদ্দ্বারা শত শত কুলবতী সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিতেছে, শত শত তরুণ বয়স্কা ললনা বিষম বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ও শত শত সদ্বংশে শঙ্কর বর্ণোৎপাদিত হইয়া পিতৃলোকের জলপিণ্ড রহিত করিতেছে। ফলতঃ কৌলীন্য প্রথা যে বঙ্গদেশের এক মহানর্থের নিদান তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবার বাধা নাই। কি আশ্চর্য্য! নবগুণের ত কথাই নাই কুলীন বংশজাত বৃদ্ধ ও নানা দোষাশ্রিত ব্যক্তিরও ভূরি ভূরি বিবাহের অভাব থাকে না, আর বংশজ ব্রাহ্মণ যদি বিদ্বান ও সচ্চরিত্র হন তথাপি সর্ব্বস্বান্ত করিলেও তাঁহার একটী

বিবাহ হওয়া দুষ্কর। এই কৌলীন্য প্রথা অন্যান্য জাতির তাদৃশী অপকারী নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কন্যাগত কুল হওয়াতে তাঁহারা অকূলে পতিত হইয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় বালাগণ প্রায়ই ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ঋতুমতী হইয়া থাকে, কিন্তু কুলীন মহাশয়দিগের গৃহে বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া যুবতীগণ অবিবাহিতাবস্থায় অবস্থিত থাকে, কুলীন মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এতাদৃশ বয়স্থা কন্যাগণকে অনূঢ়া রাখিয়া দেন। সন্তানোৎপাদন জন্য বিশ্ব নিয়ন্তা রমণীগণের রজস্বলার নিয়ম নিরূপিত করিয়াছেন। কুলীন মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুলরক্ষার অনুরোধে ঐশিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছেন কি না? কন্যা বিক্রেতা সকল ব্যক্তির নিন্দার ভাজন হয়, এবং শাস্ত্রেও উহার অবিধিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে কুলীনদিগের মধ্যেও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইতেছে। কায়স্থদিগের মধ্যে কুলীন কন্যার পণ, ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পাত্রের পণ গ্রহণের রীতি দৃষ্ট হয়, ইহাকে বিক্রয় ব্যতীত আর কি বলা যায়। কন্যা বিক্রেতা ও পুত্র বিক্রেতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ কিঞ্চিৎ অধিক ও কেহ কিঞ্চিৎ ন্যূন মূল্য লইয়া থাকেন।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥

মাতাচৈব পিতাচৈবজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥

(পরাশর সংহিতা)।

অস্যার্থ।

অষ্ট বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী, দশবর্ষা কন্যাকে কন্যা বলে। দশবর্ষের ঊর্দ্ধ বয়স্কাকে শাস্ত্রে রজস্বলা বলিয়া কহিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ষা কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে, যদি সেই কন্যার মাসে মাসে ঋতু হয় তাহা হইলে ঐ কন্যার পিতা ঐ শোণিত পান করেন, এবং ঐ কন্যার মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরকে বাস হয়।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতুরোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধ্বং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥

(মনুঃ)।

অষ্ট বর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী, ও দশবর্ষা কন্যাকে কন্যা কহে, দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ রজস্বলা শব্দে কথিত হইয়াছে, এই হেতু পণ্ডিতেরা দশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে যত্ন পূর্ব্বক পাত্রস্থ করিবেন, তখন আর কাল দোষ গ্রাহ্য নহে।

যাবত্তু কন্যা মৃতবঃ স্পৃশন্তি।
তুল্যৈঃ সকামামপিযাচ্যমানাং॥

তাবন্তি ভূক্তানি হতানি তাভ্যাং।
মাতা পিতৃভ্যা মিতি ধর্ম্মবাদঃ॥
(বিষ্ণু স্মৃতি)।

অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যত বার রজোযোগ হয় তাহার পিতা মাতা তত প্রাণীহত্যার পাপে পাপী হন। শাস্ত্রের এই সকল বিধি সত্ত্বে যাঁহারা আধুনিক কৌলীন্য প্রথার অনুরোধে বিংশতি ও পঞ্চ বিংশতি বর্ষীয়া কন্যাগণকে অবিবাহিতা রাখিয়া দেন, তাঁহারা কি বলিয়া যে হিন্দু সমাজ মধ্যে গণ্য হয়েন, বুঝিতে পারি না।

কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরং
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা
দরিদ্রায়চ মূর্খায় যোগিনে কুৎসিতায়চ
অত্যন্ত কোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায়চ
পাপলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায়চ
জড়ায় চৈব মূর্খায় ক্লীবতুল্যায়পাপিনে
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোপি যঃ স্বকন্যাং দদাতিচ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড)।

গুণ হীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, যোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, হীনাঙ্গ, অন্ধ, বধির, জড় ও ক্লীব তুল্য এবং পাপাত্মা ইহার যে কোন দোষাশ্রিত পাত্রকে, যে ব্যক্তি কন্যা দান করে, সে ব্রহ্ম হত্যা জনিত পাপ গ্রস্ত হয়, এজন্য কন্যাকর্ত্তা কামিনীর কান্তের গুণা-গুণ পরীক্ষা করিয়া কন্যা দান করিবেন। এই শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া কুলীন মহাশয়েরা বৃদ্ধ ও গুণহীন ব্যক্তি-

দিগকে কন্যা দান করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছেন কি না? পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

কুলীন সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন না, তাঁহারা পরিবারের সহিত প্রায়ই শ্বশুরালয়ে থাকেন, যিনি কুলীনকে কন্যা দান করেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কন্যা ও জামাতাকে প্রতিপালন করিতে হয়। সুদ্ধ কন্যা ও জামাতা নয়, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকেও ভরণ পোষণ করিতে হয়। জামাতা ও দৌহিত্রদিগকে প্রতিপালন করার দোষ এই যে, তাহারা অনায়াসে আহার ও পরিধেয় পায় বলিয়া প্রাণান্তেও পরিশ্রম করিতে চায় না, ও সাতিশয় বিলাসী হইয়া উঠে। ঐ পরোপজীবীগণের কুত্রাপি আদর নাই, কৃতি-লোক সকলেই তাহাদিগকে অপদার্থ জ্ঞান করে। যখন জগদীশ্বর সাধারণ মনুষ্যদিগকে হস্ত পদাদি ও হিতাহিত জ্ঞান শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন যে কি বলিয়া কুলীন সন্তানেরা স্বাবলম্বন না করেন বুঝিতে পারি না। অস্মদ্দেশীয় ধনবান লোকেরা যে, জামাতা ও দৌহিত্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ পার আছে, দরিদ্র লোকের দুঃখের অবধি নাই, একে তাহারা আপন আপন পুত্র ও পুত্রবধূ প্রতিপালনে অক্ষম, তাহার উপর আবার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রী লইয়া নিতান্ত বিবৃত হইয়া দুঃখার্ণবে পতিত হয়।

কুলীন সন্তানেরা মহদ্বংশে জন্মিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহা-

দিগের পিতৃপিতামহ মহৎ লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা স্ব স্ব মনের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহারা নিজে মহৎ হইতে যত্ন করেন না। সদসি মধ্যে কুলীন গোঁড়ারা যখন অনেক বিদ্বান ও বহুদর্শী বিজ্ঞ-লোক থাকিতেও মূর্খ অকৃতী ও অল্প বয়স্ক কুলীন সন্তানকে সম্মাননা দিয়া থাকে, তখন বোধ হয় তাঁহারা অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়েন। সামাজিক ভোজনের সময় কৌলীন্য মর্য্যাদা মীনতুণ্ডের উপর নির্ভর করে। তথায় অনেকানেক ভোক্তা সত্ত্বেও অল্পাহারী কুলীন সন্তানকে মীনতুণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে। কি চমৎকার দেশাচার!

কুলীন সন্তানেরাই বহু বিবাহ করিয়া থাকেন। কৌলীন্য প্রথা যদি উঠিয়া যায় তাহার সঙ্গে বহু বিবাহও রহিত হইয়া আইসে। তখন লোকে বংশজদিগকে কন্যা দান করিতে থাকে। এক পুরুষের বহু পত্নী যদি যুক্তি সিদ্ধ হয়, তবে এক স্ত্রীর বহু পতি বিচার সঙ্গত কেন না হয়? বহু বিবাহকারীর কি সকল পরিণেতার সহিত প্রণয় হওয়া সম্ভব? কখনই না, তাঁহারা অনেক পতিব্রতা কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক প্রণয়িনীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া শ্বশুর সদনে সময়াতিপাত করেন। যখন অর্থের একান্ত অনাটন উপস্থিত হয়, তখন রাজস্ব আদায়ের ন্যায় এক দিন-এ শ্বশুরালয় ও একদিন ও শ্বশুরালয় গমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। তখন কে করে তাঁহাদিগের মাতৃ সেবা, কে করে তাঁহাদের পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন, কেই বা করে অন্যান্য পত্নীর ধর্ম্ম রক্ষা। বামাগণ স্বাভাবিক অল্পমতি, তাহাতে পিতৃ

মন্দিরে বসতি, বিশেষতঃ যখন তাহারা যৌবন সীমায় সমুত্তীর্ণ হইয়া দুর্জ্জয়রিপু বিশেষের সুশাণিত শর প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী হয়, তখন কোথায় থাকে তাহাদের কুলের ভয়, কোথায় থাকে মানের ভয়, কোথায় বা থাকে কলঙ্ক-ভয়, তখন তাহারা পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সুযোগ ক্রমে যাহাকে পায়, তাহাকেই সতীত্বরত্ন সমর্পণ করে। বহু বিবাহের কারণে বেশ্যার মাত্রা আমাদিগের দেশে উত্তরোত্তর উপচয় হইতেছে। যখন লোকে বলে অমুকের স্ত্রী কুলাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছে, তাহা শুনিয়া কি বহু বিবাহকারীদিগের মুখ উজ্জ্বল হয়। যখন উদ্বাহ সংস্কারাবধি সহযোগ-বিরহ পত্নীর পুত্র-প্রসবের সংবাদ তাঁহাদিগের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় তখন কি তাঁহারা পিতৃ ঋণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আরও জিজ্ঞাস্য এই যে ভূসম্পত্তি বাড়াইলে, কর্ম্মচারী দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে, যানাদি বাড়াইলে যান পরিচালক দ্বারা তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, উদ্যান বাড়াইলে উদ্যান-রক্ষক দ্বারা উহার সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু সহধর্ম্মিণী বাড়াইলে কাহার অধীনে তাহাদিগকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে?

অদুষ্টা পতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
(পরাশর সংহিতা)।

যে ব্যক্তি পাপ রহিত পত্নীকে যৌবন দশায় পরি-

ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সপ্তজন্ম স্ত্রী হইয়া পুনঃ পুনঃ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম॥
(মনুঃ)।

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী-জাতির আবরক হইবেক। তাহারা কখনও স্বতন্ত্র থাকিবেক না।

পানং দুর্জ্জন সংসর্গঃ পত্যুশ্চবিরহোঽটনং।
স্বপ্নশ্চান্য গৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥
(মনুঃ)।

অপেয় পান, কুলোকের সংসর্গ, পতির বিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, স্বপ্নে নানা পুরুষের সন্দর্শন ও অন্য গৃহে বাস এই ষট্ কর্ম্ম দ্বারা স্ত্রী-জাতি দুষ্টা হয়।

স্বাতন্ত্র্যাং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎসবে সঙ্গতিঃ
গোষ্ঠী পুরুষ সন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গাঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্বৃর্ত্তের্নিজায়াক্ষতিঃ
পত্যুর্বার্দ্ধক্যমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রীয়াঃ।
(হিতোপদেশ)।

স্বাধীনতা, পিতৃভবনে বাস, যাত্রোৎসবে গমন, বহু-পুরুষের নিকটে অবস্থিতি, বিদেশে বাস পুংশ্চলীর সহবাস, বৃত্তির বার বার ক্ষয়, পতির বার্দ্ধক্য, পতির ঈর্ষ্যা এবং পতির প্রবাস, এই সকল হেতু দ্বারা স্ত্রীগণের চরিত্র দূষিত হয়। কুলীনদিগের মধ্যে এইরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে।

বহুবিবাহ অত্যন্ত অনিষ্টকরী প্রথা, এক ব্যক্তি গতাসু হইলে এককালে বহু কামিনীকে বৈধব্যাবস্থায় পতিত হইতে হয়। বিধবাগণের যে অসহনীয় যাতনা, বিশেষতঃ অবীরাগণের, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে; কিন্তু যদি বহু-বিবাহকারীদিগের অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ উদ্বোধ হয় এজন্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিধবা-গণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব-বিষয়ে কুণ্ঠিত হইয়া কষ্টে স্বষ্টে কাল-হরণ করে। একে পঞ্চশরের সুতীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাহার উপর আবার বাটীর পরিবারগণের দুর্ব্বাক্যানলে উহারা অনবরত উত্তাপিত হয়। অশনের ক্লেশ, বসনের ক্লেশ, শয়নের ক্লেশ, তাহার উপর আবার মনের ক্লেশ, ইহাতে কি আর তাহারা প্রাণধারণ করিতে পারে? তাহাদিগের দীর্ঘ-জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। হা বিধাতঃ! তুমি কি প্রস্তরাপেক্ষাও বিধবাগণের প্রাণ কঠিন-তর করিয়া দিয়াছ? আহা! কোথায় তাহাদিগের হেমময় আভরণ, কোথায় তাহাদিগের দুগ্ধফেণনিভ বিশদ শয্যা, কোথায় তাহাদিগের কুটিল কুন্তলে কবরী, কোথায়ই বা তাহাদিগের অঙ্গে সৌগন্ধিক পদার্থ? কি পরিতাপের বিষয়! নিদাঘ সময়ে যখন প্রভঞ্জন অলক্ষিত প্রায় সঞ্চরণ করেন, এবং প্রখর অংশুধর স্বীয় তীব্ররশ্মি বিকীর্ণ-পুরঃসর অবনীকে উত্তাপিত করেন, তখন জীব-গণের সার্ব্বক্ষণিক শুষ্ককণ্ঠ উপস্থিত হয়, এবং তৎকালে তাহারা সুশীতল সলিল পান করিয়া তৃষ্ণানল নির্ব্বাপিত করে, এতাদৃশ সময়ে একাদশী তিথি বিধবানিকরের পক্ষে

কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বহু-বিবাহকারী মহাশয়েরা স্মরণ করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেহর্থিনে দেয়া।

(বৌধায়ন)।

অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান, অকৃতদার ও প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক। এইক্ষণে বক্তব্য এই যে বহু-বিবাহকারীরা যথেষ্টাচারী। যাঁহারা তাঁহাদিগকে কন্যা দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি শাস্ত্রবহির্ভূত অনুষ্ঠান করিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন না, অবশ্যই হইবেন।

বহু-বিবাহকারীদিগের বংশে বর্ণ সঙ্কর জন্মিয়া থাকে, নিম্ন-লিখিত বচনটী দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়-মান হইবে যে, সঙ্কর বর্ণ-দ্বারা পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমুদয় পণ্ড হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ॥

(ভগবদ্গীতা)।

বর্ণ সঙ্করেরা কুলনাশকদিগের কুলের নরকের কারণ হয়, যেহেতু কর্ত্তার অভাবে সেই পাপিষ্ঠ বংশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি না হওয়াতে পিতৃলোকদিগের সদ্গতি হয় না।

এই প্রস্তাবের মধ্যে কন্যা বিক্রয়ের দোষ ও কিছু লেখা বিবেচনা সিদ্ধ হইতেছে; এই প্রস্তাব মধ্যেই কথিত হইয়াছে যে, কৌলীন্য প্রথা রহিত হইলে পাত্রাভাবে

বংশজদিগকে কন্যাদান করা প্রচলিত হয়, সুতরাং তদানুসঙ্গিক কন্যা বিক্রয়ও নিবারিত হইতে পারে। কন্যা বিক্রয় যে কত বড় দুষ্কর্ম্ম তাহা বাক্যে ও লিপি-দ্বারা ব্যক্ত করা অতীব সুকঠিন। বলিতে কি, যে মূঢ়েরা ধনলোভে আত্মজা বিক্রয় করে, এ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। জগদীশ্বর কি তাহাদিগকে অপত্য-স্নেহবৃত্তি প্রদান করেন নাই? তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করা কি সাধু-সম্মত কর্ম্ম? ঐ দুরাত্মারা অর্থ লোভে এমন মুগ্ধ, যে পাত্রাপাত্রবিবেকবিমূঢ় হইয়া, যে ব্যক্তি অধিক মূল্য দিতে সক্ষম তাহাকেই কন্যারত্ন সম্প্রদান করিয়া থাকে; তাহাতে কে জানে বৃদ্ধ, কে জানে মূর্খ এবং তাহার বিষয় আশয় থাকুক আর নাই থাকুক! বংশ রক্ষিত হইবে বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি বাস স্থান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য বিবাহের পর নব পরিণীত দম্পতী কোথায় অবস্থিতি করিবে ও কি খাইয়াই বা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা কি কন্যাবিক্রেতাদিগের মনোমন্দিরে একটীবারও উদয় হয় না? ভাল সে যাহা হউক বিবাহকারীরাও কি ক্ষণকালের নিমিত্ত পরিণাম বিবেচনা করেন না?

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ
আত্ম বিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষ কারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চা সপ্তমং কুলং
গমনাগমনে চৈব সর্ব্বঃ শুল্কেহভিধীয়তে॥

(উদ্বাহতত্ত্ব)।

যে ব্যক্তি লোভ ও মোহ বশতঃ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দেয়, সে ব্যক্তিকে আত্মবিক্রয়ী বলা যায়, ঐ আত্মবিক্রয়ী আসপ্তকুল নষ্ট করে ও ঘোর নরকে পতিত হয়। কন্যার গমনাগমন পক্ষে যাহা গৃহীত হয় তাহাও শুল্ক শব্দে অভিহিত।

কন্যা দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে নরঃ।
(শুদ্ধিতত্ত্ব)।

যে ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করতঃ কন্যার বিবাহ দেয়, সে প্রেত যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

যঃ কন্যাং পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি
বিপদা ধন লোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি
কন্যামূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী
কৃমিভি র্দ্দংশিতা কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
মৃতশ্চ ব্যাধ-যোনৌচ সলভেজ্জন্মনিশ্চিতং
বিক্রীণীতে মাংস ভারং বহত্যেবদিবানিশিং॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড)।

বিপদে কিম্বা ধন লোভে হউক যে ব্যক্তি পালন করিয়া কন্যা বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়, এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কাল কৃমিকর্ত্তৃক দংশিত হয় ও সেইকালে সেই কন্যার মলমুত্র ভক্ষণ করে এবং মৃত্যুর পর, ব্যাধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ মাংসভার বহন করতঃ বিক্রয় করে।

কন্যা বিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।
(পদ্ম পুরাণ)।

যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে নরক হইতে তাহার নিস্তার নাই। সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে।

যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ঃ মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ।
সগচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষ হ্রদ সঙ্কুলং॥
(ক্রিয়া যোগসার)।

যে ব্যক্তি অর্থ গৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যা বিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে, তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয়।

যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণ পুনঃ
শুভং তৎ সকলং ক্ষিপ্রং গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি॥
(ক্রিয়াযোগ সার)।

কন্যা বিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহাও তাহার বিফল হয়।

কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্নশাস্ত্রবিৎ।
পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি কুর্য্যাস্তাস্কর দর্শনং॥
(ক্রিয়াযোগ সার)।

পণ্ডিতেরা কন্যাবিক্রেতার মুখ দেখিবেন না, দেখিলে সূর্য্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

অপিচ।

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্র বিক্রয়ী।

কন্যা ও পুত্র বিক্রেতা যে স্থানে বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়।

নকুর্য্যাদর্থ সম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন।

(কুলসর্ব্বস্ব)।

কন্যা দাতা, কন্যা গৃহীতার সহিত কদাচ অর্থ সম্বন্ধ করিবেন না।

আদদীত ন শূদ্রোপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কংহি গৃহ্ন ন কুরুতে ছন্নং দুহিতৃ বিক্রয়ং॥

(মনুঃ)।

শূদ্রেরাও শুল্ক লইয়া কন্যার বিবাহ দেন না, গুপ্ত ভাবে পণ লইয়া বিবাহ দিলে সেও কন্যা বিক্রেতা হইবে।

শাস্ত্রে কন্যা বিক্রেতার দোষ উল্লেখিত হইল। এইক্ষণে যিনি ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার বিষয়ে শাস্ত্রে কিরূপ বিধি দিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক।

ক্রয় ক্রীতাতু যা নারী ন সা পত্ন্যাভিধীয়তে
নসা দৈবে নসা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ।

(দত্তক মীমাংসা)।

ক্রীত বিবাহিতা স্ত্রী দাসী তুল্যা, পত্নী নহে, সেই স্ত্রী হইতে দেবতাদিগের ও পিতৃ-লোকদিগের কোন কর্ম্ম হয় না।

ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্মাৎ যো জায়তে পুত্রো দাস পুত্রস্তু স স্মৃতঃ॥

(দত্তকমীমাংসা)।

ঐ উপরোক্ত স্ত্রীর পুত্র ও দাসপুত্র বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে।

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ
স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ।
(দত্তক মীমাংসা)।

বিক্রীত কন্যার পুত্র, সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহাকে চণ্ডাল তুল্য ও কহিয়াছেন।

ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্ স স্যাদ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ।
অধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যঃ তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
(দত্তক মীমাংসা)।

রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রীত স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তবে সে স্ত্রীর পুত্র, তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম। এই-ক্ষণে শাস্ত্র বহির্ভূত ক্রয় করিয়া বিবাহ করা কোন্ নিয়ম অনুসারে প্রচলিত হইল, তাহা বুঝিতে পারি না।

এই কৌলীন্য প্রথা নিবারিত না হইলে অস্মদ্দেশে অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বুঝিয়াছেন যে, কৌলীন্য প্রথা মহানর্থকরী, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়া তাঁহারা উহা রহিত করণে বিশেষ যত্নবান হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন, ধর্ম্ম ভয় ও লৌকিকাচার ভয়, উভয়ের মধ্যে কোন ভয় শ্রেষ্ঠতর। স্বদেশে সুরীতি সংস্থাপিত করিতে হইলে, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। অতএব বঙ্গবাসী সকলেরই উচিত

ঐকমত্য অবলম্বন পুর্ব্বক ঐ অনিষ্টকরী প্রথার মূলোৎ-পাটিত করা; কিন্তু বাঙ্গালীদিগের পরস্পর একমন হওয়া অসম্ভব। অস্মদাদির বিবেচনা সিদ্ধ হইতেছে যে, যেমন কোন উদ্যান পরিষ্কার করিতে হইলে একে-বারেই পরিষ্কৃত হয় না, এক একটী করিয়া বৃক্ষের মূলদেশ পরিষ্কার করিলে সমুদায় উদ্যান সংস্কৃত হয়; সেইরূপ সকলে স্ব স্ব অন্তঃকরণে একান্ত যত্নপর হইলে ত্বরায় কৌলীন্য প্রথা বঙ্গ হইতে স্থানান্তরিতা হইতে পারে।

কুলীন মহাত্মারা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন, বাস্তবিক আমরা তাহাদিগের বিদ্বেষ্টা নহি। যাঁহারা প্রকৃত কুলীন, অর্থাৎ নব গুণ বিশিষ্ট, তাঁহা-দিগকে আমরা মনের সহিত সমাদর ও মর্য্যাদা করিয়া থাকি, কিন্তু কুলীন সন্তান বলিয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করিতে আমাদিগের অন্তরেন্দ্রিয় অস্বীকৃত হয়, ইহাতে তাঁহারা আমাদিগকে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন।

বাল্য-বিবাহ।

বঙ্গ-দেশে যে সমুদায় কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বাল্য বিবাহ বড় সামান্য অনিষ্টকরী প্রথা নয়। কন্যা-গণের বয়ঃক্রম নবম বা দশম বৎসর, পুত্রদিগের বয়ঃক্রম বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বৎসর, এই সময়ে বিবাহ হইলে বাল্য-বিবাহ বলা যায় না, এই পরিমাণের ন্যূন হইলে বাল্য বিবাহ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয় লোকে একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষে পুত্রদিগের ও পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে কুমারীগণের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করেন যে দায় উদ্ধার হইয়া থাকেন, কিন্তু উহা দায় উদ্ধার হওয়া নয়। তাঁহারা বিপদকে আহ্বান করেন। শাস্ত্রেও এতাদৃশ অল্প বয়সে বিবাহের বিধি লিখিত হয় নাই। যথা

অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতি সেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতাবালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাম্॥

(মহানির্ব্বাণ)।

কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। এই বচন অনুসারে নিতান্ত বালিকাদিগের বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, যে হেতু পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষ সময়ের মধ্যে তাহাদিগের উক্ত বিধি গুলি জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্ট বর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরং ॥
(মনুঃ)।

যাহার বয়স ত্রিশ বৎশর, সে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে ও যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর, সে অষ্ট বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। মনুর বচনানুসারে পুরুষদিগের বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ পক্ষই বলবৎ মানিতে হইতেছে।

অল্প বয়সে বিবাহের দোষ এই যে, যখন পুরুষের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর হয়, তখন তাহার ভার্য্যাও বয়স্থা হইয়া উঠে। পুরুষদিগের বিদ্যাভ্যাসের সময় স্ত্রী সংসর্গ ঘটিলে, তাহারা বিদ্যানুশীলন বিষয়ে শিথিল প্রযত্ন হইয়া উঠে। ঐ ষোড়শ বর্ষীয় পুরুষদিগের হিতাহিত বিবেক শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহারা স্বাভাবিক অল্পমতি, সুতরাং তৎকালে নব প্রণয়িনীর নিতান্ত অধীন হইয়া পড়ে। এবং তন্নিবন্ধন হীন-বীর্য্য, অলস ও জড় বুদ্ধি প্রায় হইয়া উঠে।

যদি বীজ সুপক্ক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হয়, এবং ঐ বীজ যদি উর্ব্বরা ভূমিতে বপিত না হয়, তবে তদুৎপন্ন শস্য বা ফলেরও ব্যাঘাৎ হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃক্ষাদির ফলোৎপন্নের নিয়মের সহিত মনুষ্যদিগের সন্তানোৎপত্তির নিয়মেরও অনৈক্য নাই। মানবগণেরও ঐরূপ অপক্ক বীর্য্যে অপত্যোৎপাদিত হইলে, সেই সন্তান অল্পায়ু, হীনবল ও ক্ষীণকায় হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষদিগের পীড়িতাবস্থায় যে সন্তান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সন্তান ও মাতা-পিতার পীড়ার অধিকারী হয়। এই করণেই অনেকানেক বংশে কাস ও কুষ্ঠ রোগাদি ভোগ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে যদি কাহারও হীনাঙ্গ থাকে তবে তাঁহাদিগের সন্তানও হীন অঙ্গ হয়। কোন কোন স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে হীনাঙ্গ মাতাপিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওন কালীন সম্পূর্ণ অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিল কিন্তু তৎপরে কোন পীড়োপলক্ষে সেই সন্তানেরও অঙ্গ হীন হইয়াছে। কি দুঃখের বিষয়! যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয় তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সন্তান জন্মে, তখন তাহাদিগের ভবনের পরিজনবর্গের প্রচুর আনন্দের আর সীমা থাকে না, কতই বাদ্যোদ্যম, কতই উৎসব ও কতই সমারোহে জাত কর্ম্মাদি সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার কিয়দ্দিনানন্তর, যখন সেই শিশু সন্তান স্বীয় জননীর কোমলাঙ্কদেশ শূন্য করতঃ লোকান্তর প্রয়ান করে, তখন সেই পরিবারদিগের মধ্যে অনিবার হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, এবং ঐ হতভাগ্য অল্পবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদ্বয়ের কলেবর দুর্ব্বিষহ পুত্র-শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে। অহো কি আশ্চর্য্য! হাতে হাতেই স্বর্গ ও পরক্ষণেই নরক!

ক্রমশঃ যখন ঐ অল্পবয়স্ক পুরুষদিগের দুই একটী করিয়া পুত্র কন্যা হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহাদিগের অর্থের অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে, সুতরাং তাহাদিগকে অনন্য উপায় হইয়া অন্যায় কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জনস্পৃহা

বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে হয়, অথবা অগত্যা অল্প লাভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যাবজ্জীবন দুঃখ সলিলে ভাসমান থাকিতে হয়। অতএব হে বঙ্গবাসীগণ, আপনারা নিতান্ত অল্পবয়স্ক কুমার বা অল্পবয়স্কা কুমারীদিগের বিবাহে ক্ষান্ত হউন, মনে বিচার করুন দেখি, ঐ বাল্য পরিণীত কান্ত-কামিনীর কি ভাবী অসদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই? তাহারা কি দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অসমর্থ নয়? উত্তর কালে যাহাতে তাহারা নিতান্ত অসুখী হইবে, আপনাদিগকেও বিলক্ষণ অসুখী হইতে হইবে, সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকা অবশ্যই সৎ পরামর্শ।

স্ত্রী-শিক্ষা।

মনের প্রশস্ততাই সুখ, মনের সঙ্কীর্ণতাই অসুখ। বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত মন প্রশস্ত হয় না। যাহারা বিদ্যা-হীন তাহাদিগের অন্তঃকরণে ক্রোধ দ্বেষ ও অভিমান নিরন্তর জাগরূক থাকে, এজন্য তাহারা সামান্য বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করে ও সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। অস্মদ্দেশীয় সীমন্তিনীগণ বিদ্যাধনে বর্জ্জিতা, তন্নিবন্ধন সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হয়, এমন কি পিতা মাতা যে পরম গুরু, অনেকে ক্রূরা স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় পরম গুরুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ন্যূনতা প্রদর্শন করে। অতএব যাহাতে মহিলাগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবগত হইয়া সুচারু রূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হয়, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব অব-গত হয়, যাহাতে তাহারা অচিন্ত্য পুরুষের অসীম কার্য্যের কথঞ্চিৎ তাৎপর্য্য জানিতে সক্ষম হয়, ও যাহাতে তাহারা সন্তান সন্ততির প্রতিপালন ও শিক্ষা-প্রণালীর রীতি জানিতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অস্মদাদির নিতান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান উচিত।

বাঙ্গালীদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে, কামিনীগণ দাসীর ন্যায় অনবরত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিবে, বিদ্যাধ্যয়নে তাহাদিগের অধিকার নাই। কিন্তু কি

আশ্চর্য্য! পুরাকালে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যানুশীলনের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শাস্ত্রেও স্ত্রী-শিক্ষার বিধি দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যা অমূল্য ধন, যিনি আন্তরিক উৎসাহে ও একান্ত যত্নে এই অমূল্য রত্ন হৃদ্ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক। অভাগ্যবতী বঙ্গবালাগণ এতাদৃশ রত্নে বঞ্চিত হইয়া চিরদারিদ্র্যদশায় পতিতা রহিয়াছে, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? আহা! তাহারা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ।

যাহারা মাতা, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুজন দিগকে এক প্রকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যৌবন সকলই স্বামীকে সমর্পণ করতঃ সর্ব্বক্ষণ সেই পতির অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকে জ্ঞান রত্নের অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া কি স্বামীদিগের উচিত কর্ম্ম নয়? উদ্বাহ সংস্কারাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত যাহাদিগের সহিত সহবাস করিতে হইবে তাহারা যদি অজ্ঞানান্ধতা হেতু কোন ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তা হয়, তাহাতে কি পতিগণ পাতকী হইবেন না? সহধর্ম্মিণীদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের বেতন স্বরূপ বসন ভূষণ অর্পণ করিলেই তাহাদিগের প্রত্যুপকার করা শেষ হয় না, যাহাতে তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিকের সুখোন্নতি হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া অবশ্য বিধেয়।

বিদ্যা দ্বারা দূষিত চরিত্র সংস্কৃত ও পবিত্রীকৃত হয়, কতক গুলি অসামান্য অজ্ঞ নর এই বিদ্যার মহিমা না জানিয়া কহেন যে, বিদ্যাভ্যাসে বামাগণের ব্যভিচার

দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা স্থির মতিতে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্বান ও মূর্খ পুরুষের মধ্যে কাহার লাম্পট্য দোষ অধিক। তাঁহারা কি দেখিতে পান না যে, বিদ্যাবিহীন স্ত্রীলোক হইতে দেশে বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি হইতেছে, ও ভ্রূণহত্যা দ্বারা বঙ্গ ভূমি মহাপাপে প্রলিপ্তা হইতেছেন।

স্ত্রীলোকদিগের লেখা পড়া না শিখিবার আরও দোষ এই যে, যদি কোন শিশু সন্তানবতী রমণী বৈধব্যদশায় পতিত হন, আর তাঁহার যদি সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে অর্থাভাবে সেই অনাথ পুত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস হওয়া দুষ্কর হয়, কিন্তু যদি ঐ কামিনীর লেখা পড়া জানা থাকে তবে আর সেই পুত্রদিগকে বিদ্যা বর্জ্জিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হয় না। আরও মনে করুন যদি কোন আঢ্য ব্যক্তির বনিতা নিতান্ত শিশু সন্তান সহ পতিবিয়োজিতা হন, তবে তাঁহার সমুদায় বিভব সুরক্ষিত হওয়া অসম্ভব। অবিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের যদি লেখা পড়া জানা থাকে তবে তিনি স্বয়ং সমুদায় হিসাব পত্র বুঝিয়া লইতে পারেন, সুতরাং কর্ম্মচারীদিগের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত হইয়া উঠে, ও ভবিষ্যতে ঐ পুত্রদিগের কত সুখের উন্নতি হয়।

ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে স্ত্রীশিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু কার্য্যে তাহার কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। তাঁহাদিগের উচিত হয় যে,

স্ব স্ব ভবনে তাহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া; যেমন পুত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, কন্যাদিগকেও সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিবেন। কোন কোন স্থানে গবর্ণমেন্ট আনুকুল্যে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হইতে কোন উপকার দর্শিতেছে না। মনে মনে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করিলে গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজন রাখে না, যাহা হউক দেশীয় রীত্যনুসারে অল্পবয়সে বালিকাগণের বিবাহ হইয়া থাকে, বিবাহের পর পিতা মাতা তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা নিন্দনীয় বোধ করেন। ঐ কাল মধ্যে তাহাদিগের বর্ণপরিচয় মাত্র হইয়া থাকে, (বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পুস্তকের অভাব আছে, এবং বাঙ্গালীদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ঔদাস্যও আছে) সুতরাং বিবাহের পর বালিকাগণ অশ্লীল ও অশ্রাব্য গ্রন্থ লইয়া আমোদ করিয়া থাকে, এরূপ বিদ্যাপেক্ষা তাহাদিগকে মূর্খাবস্থায় রাখা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। পিতার প্রতি স্ত্রীশিক্ষার বিধি। যথা

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।

পিতা অতি যত্ন পুর্ব্বক বিবাহের প্রাক্কালে কন্যার প্রতিপালন ও ধর্ম্মজ্ঞান জনক শাস্ত্র এবং নীতি শিক্ষা

করাইবেন। অনন্তর ধন রত্ন সমন্বিতা করিয়া বিদ্বান বরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

স্বামীর প্রতি বিধি। যথা

ধনেন বাসসা প্রেম্না সততং তোষয়েৎ স্ত্রিয়ং।
যশঃ প্রকাশয়েত্তস্যান্নীতিং বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।

ধন, বস্ত্র ও স্নেহদ্বারা নিরন্তর ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। সেই স্ত্রীর দোষ প্রকাশ না করিয়া যশঃ প্রকাশ করিবে, যশের নিমিত্ত নীতি ও স্বধর্ম্ম-জ্ঞানের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করাইবে।

এইক্ষণে দেশীয় মহাশয়দিগের নিকট বিজ্ঞাপন করি, যুক্তিতে ও শাস্ত্রের বিধিতে স্ত্রীশিক্ষা অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তবে কোন্ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আপনারা শাস্ত্রে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। হে বঙ্গীয় মহিলাগণ! না জানি জন্মান্তরে তোমরা কতই দুষ্কৃত সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাই বিধাতা তোমাদিগকে এরূপ হীনাবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি দেবযানী ও লীলাবতীর নামও শ্রবণ কর নাই? তা ভালই হইয়াছে, যদি তাঁহাদিগের কীর্ত্তি তোমাদিগের শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে তোমাদিগের মনস্তাপের আর পরিসীমা থাকিত না।

বৈধ-ভোজন।

আহারই জীবগণের প্রধান জীবনোপায়। আহার ব্যতীত কোন মতে জীবনরক্ষা হয় না, যেমন উদ্ভিজ্জ সমুদায় মৃত্তিকার রস আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, চেতন পদার্থেরও সেইরূপ ভুক্ত বস্তুর রস দ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও তৃপ্তিবোধ হয়, তাহাকে পরিমিত আহার কহে। এই পরিমিত আহারের দ্বারা শরীর সবল ও পুষ্টি বিষয়ে আনুকূল্য হয়। যেমন তৈল দ্বারা দীপ শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, কিন্তু একবারে নিয়মাতিরিক্ত তৈল উহাতে প্রদত্ত হইলে শীঘ্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তাহার ন্যায় পরি-মিত আহারের আতিশয্যে পাকস্থলী অজীর্ণ দোষে দূষিত হয় ও তদ্দারা নানা রোগ জন্মিয়া দেহ ভঙ্গ করিয়া থাকে। যদিও এই আহার দেহের এক মাত্র আধার, কিন্তু আহার সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার করিয়া উহা সেবন করা বিধেয়। যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত গুরুপাক তাহা অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত, যে সমুদয় বস্তু দুর্গন্ধ পরি-পূরিত অথবা যে পদার্থে গুণের ভাগ স্বল্প ও দোষের ভাগ অধিক সেই সকল বস্তু ব্যবহার করা উচিত নহে, যেহেতু ঐ সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করিলে দেহের অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। পরিমিত আহারের ন্যূনতায় ধাতু রূক্ষ, বীর্য্যহীন ও দেহক্ষীণ হইয়া ত্বরায় শরীর পতনের সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

নাত্যশ্নুতস্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্ত মনশ্নতঃ
নচাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখহা॥
(ভগবদ্গীতা)

যে অত্যন্ত আহার করে কিম্বা একেবারেই আহার ত্যাগ করে, এবং অধিক নিদ্রা যায়, কিম্বা এককালে নিদ্রা ত্যাগ করে, হে অর্জ্জুন এমন ব্যক্তির যোগ হয় না। অতএব যাহার গমনাগমন চেষ্টা, নিদ্রা জাগরণ ও আহার নিয়মিত রূপ থাকে, যোগ, তাহারই দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হয়। এই বচনে নিয়মিত আহার নিরূপিত হইল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর যখন ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শস্যোৎপত্তির নিয়ম নিরূপিত করিয়াছেন, তখন, তত্তৎ প্রদেশের অধিবাসীরা সেই সেই বস্তু আহার করিলে তাহাদিগের শরীরে বলাধান হয় ও উহা সুস্থ থাকে। ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধিই আছে যে, তিথি ভেদে সমুদ্র সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং মনুষ্যের শারীরিক নিয়মেরও অন্যথা ভাব হইয়া থাকে, (অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথি যোগে মনুষ্যের বাতশিরা রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে) সেইরূপ চন্দ্র সূর্য্যের গতির সহিত উদ্ভিদ নিচয়েরও ঐরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তিথি ভেদে উহারা দূষিত হয়, ঐ অনিষ্টকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই শরীরের অপকার ঘটিয়া থাকে। এই জন্য দূরদর্শী মহাত্মাগণ পঞ্চদশ তিথিতে

পঞ্চদশ বস্তু ভোজনে নিষেধ করিয়াছেন, এবং ঐ কারণে ঋতুভেদে ভোজ্য বস্তুর নিষেধ বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদ্রূপ বিটপীর মূলাগ্রে অবিরত মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জলসেক করিলে সেই পাদপের পুষ্টিকারিতা শক্তি নষ্ট হইয়া আশু বিনষ্ট হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে জলসেক ও মৃত্তিকা প্রদানের বিরাম আবশ্যক হয়। সেইরূপ আমাদিগের নিয়ত আহারে, অগ্নিমান্দ্য হইয়া রোগোৎপাদন করে, এই নিমিত্তে পক্ষান্তরে এক দিবস করিয়া অনশনে থাকিয়া বা লঘু আহার করিয়া অগ্নির দীপ্তি করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত শাস্ত্রকর্ত্তারা একাদশীর নিয়ম নিরূপিত করিয়াছেন, ঐ একাদশীর উপবাস কি পুরুষ কি সধবা কি বিধবা সকলেরই উপর বিধি। বিধবাগণের উপর একাদশীর কিছু কঠিন নিয়ম লক্ষিত হয়, কারণান্বেষণে বোধ হয়, যে, যে কারণে তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই কারণেই একাদশীর কঠিন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় কতকগুলি লোকের এইরূপ এক সংস্কার আছে যে একাদশীর দিন বিধবাদিগকে কোন ঔষধ বা বিন্দুমাত্র জল প্রদান করিলে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, অগ্রে দেহ রক্ষা ও তৎপরে ধর্ম্ম প্রতিপালন। যদি বিধবাদিগের নিতান্ত পীড়িতাবস্থায় একাদশী আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই দিন তাহাদিগকে ঔষধ না দিলে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগের দেহ নাশ করে, অথবা অতিবেল পিপাসায় জল না দিলে মৃত্যু ঘটনা হয়, এমন অবস্থায় তাঁহারা যদি কুসংস্কার পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কি

তাঁহারা স্ত্রীহত্যা পাপে প্রলিপ্ত হইবেন না? এবং বিধবাগণও যদি উক্ত দিবসে ঔষধ সেবন না করিয়া নিদান পীড়ার হস্তে ও পান না করিয়া তৃষ্ণা রাক্ষসীর করে আত্ম সমর্পণ করেন, তাহাতে কি তাঁহারা আত্ম-ঘাতিনী হইবেন না? তাঁহাদিগের এ কেমন ধর্ম্ম বুঝিতে পারি না।

ফল মূলাদি ভোজন যদিও ধর্ম্মের সহিত বিশেষ সংশ্রব নাই, জীবের প্রবৃত্ত্যনুসারে ব্যবহার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে বস্তুতে দোষের ভাগ অধিক তাহা সেবনীয় নহে, এই কারণে পলাণ্ডু, রশুনাদি অস্মদাদির সেবনীয় নহে। উহা উষ্ণ গুণান্বিত উষ্ণ দেশীয় লোকের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়, এবং উহা ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধাতিশয় প্রযুক্ত সভ্যতার হানি হইয়া থাকে, অতএব উহা নিঃসন্দেহ পরিত্যাজ্য। যাঁহারা সেবন করিয়া থাকেন, তাঁহারা দুর্গন্ধ বোধ করেন না; সে যেমন হীনজাতীয় লোকে পচা মাংস ও শুষ্ক মৎস্যে দুর্গন্ধ বোধ করে না, শুদ্ধ তাহাদের অভ্যাস পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের পূতিগন্ধ বিবেচনা হয় না, নচেৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকলেরই আছে, সকলেরই চন্দনকে সৌগ-ন্ধিক ও পুরীষের গন্ধকে পূতিগন্ধক বোধ হয়, সেই রূপ পলাণ্ড্বাদিকে যখন কেহ কেহ দুর্গন্ধ বোধ করে তখন উহা নিঃসন্দেহ সকলেরই নিকট দুর্গন্ধনীয়। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ যথা।

পলাণ্ডুং বিড়বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম্যকুক্কুটং।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণং ভবেৎ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য)।

পলাণ্ডু, রশুন, সল্‌গাম, গাজর, গ্রাম্যশূকর ও গৃহ পালিত কুক্কুট ভোজন করিলে চন্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা শুচি হয়।

ছত্রাকং বিড়বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটং।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যাজগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥
(মনুঃ)।

ছত্রাক, বিড়বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন, পলাণ্ডু, সল্‌গম ও গাজর ভোজন করিলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত হয়েন।

ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্যা ঘ্রাতিরঘ্রেয় মদ্যয়োঃ
জৈহ্মঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতি ভ্রংশ করং স্মৃতং।
(মনুঃ)।

ব্রাহ্মণের পীড়াকারী নাশকর ক্রিয়া, পলাণ্ডু লশুন ও মদ্যের ঘ্রাণ, এবং পুরুষে মিথুনের ভাব।

এইক্ষণে যুক্তি ও শাস্ত্রে পলাণ্ড্বাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু উহা শীতল দেশীয় লোকের পক্ষে হানিকর নহে। এস্থলে এমন পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনে কোন অসুখানুভব হয় না। ইহার উত্তর এই যে বীজ বপন করিবা মাত্র ফল লাভ হয় না; সর্ব্ব-নিয়ন্তার নিয়মানুসারে ঋতু বিশেষে উহা পরিবর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও তদনন্তর ফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিয়ত নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে করিতে কালক্রমে নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহার করার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে পীড়ার প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন পরম্পরা শ্রুত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগে মনুষ্যের মৃত্যু হইত না, এইক্ষণে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে আর কাল বিলম্ব সহে না। যোগবাশিষ্ঠে এই উলাউঠা রোগকে বিসূচিকা ব্যাধি কহিয়াছেন, এই বিসূচিকা রোগ কোন্ কোন্ লোকের হয়, তাহা নিম্নস্থ বচন দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে।

দুর্ভোজনাদুরারম্ভা দুঃখা দুস্থিতয়শ্চয়ে।
দুর্দ্দেশ বাসিনো দুষ্টা স্তেষাং হিংসাং করিষ্যসি।।
(যোগবাশিষ্ঠ)।

অশুদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণশীল, দুঃখান্বিত, দুষ্কর্ম্মারম্ভকারী, দুর্দ্দেশবাসী, নষ্টমর্য্যাদ ও দুষ্ট যে লোক তাহাদিগকেই বিসূচিকা ব্যাধি হিংসা করিয়া থাকে। ব্রহ্মা সূচিনাম্নী রাক্ষসীকে এই কথা করিয়াছিলেন।

অধুনাতন নব্য সম্প্রদায় শাস্ত্র ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন পুরঃসর স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে পান ভোজন করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদিগের যুক্তি গুলি অভ্রান্ত আর শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা গুলি কেবল ভ্রমাত্মক, এরূপ বিচার কি অসঙ্গত নয়; যাহারা বহুকাল ফলমূল ভোজন নির্ম্মল নদীর জল পান করিয়া মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত বিবিধ যুক্তিপথাবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করিলে গ্রন্থকারগণের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। প্রত্যুত

আপনাদিগকেই পদে পদে বিপন্ন হইতে হইতেছে, এবং অশিষ্টাচার প্রকাশ করা হইতেছে।

পথ্যাশিলঃ সধর্ম্মা যে সচ্ছীলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
গুরুদেব দ্বিজে ভক্তা স্তেষা মেবায়ুরীরিতং॥
(তোষিণী)।

সুপথ্যাশী, সুশীল, আঢ্য, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক এবং যে ব্যক্তি দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি করে সে দীর্ঘজীবি হয়।

যে পাপালুব্ধ কৃপণা দেব ব্রাহ্মণ নিন্দকঃ
বন্ধু গুর্ব্বঙ্গনাসক্তাস্তেষাং মৃত্যুরকালজঃ॥
(তোষিণী)।

কুপথ্যাশী, লোভী, কৃপণ, দেব, দ্বিজ নিন্দক এবং যে ব্যক্তি বন্ধু ও গুরু পত্নীতে আসক্ত এমত পাপাত্মাগণ অল্পায়ুবিশিষ্ট হয়।

দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ
দুঃখভাগীচ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ।
(মনুঃ)।

দুরাচারী লোক সকল লোকের নিন্দনীয় হয়, এবং দুঃখভাগী ও সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া অল্পায়ু লাভ করে।

সর্ব্বলক্ষণ হীনোপি যঃ সদাচার বান্নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চশতং বর্ষাণি জীবতি॥
(মনুঃ)।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের সকল নিয়ম প্রতিপালনে অসমর্থ হয়, সে যদি সদাচারী শ্রদ্ধধান ও অনসূয়া হয় তবে শত-বর্ষ পরমায়ু লাভ করিতে পারে।

সমুদায় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, মানবগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিবে। আমাদিগের পিতৃ পিতামহ ও প্রপিতামহ সকলে যে, আমাদিগের অপেক্ষা বলবান দীর্ঘজীবী ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, সুদ্ধ এক মাত্র শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান তাহার নিদান। এইক্ষণে লোকের শাস্ত্রে যত অনাস্থা হইতেছে ততই বল ও আয়ুর হ্রাসতা হইতেছে। নব্য সম্প্রদায়ী-দিগের নিকট অনুরোধ এই যে শাস্ত্র প্রণেতাদিগের অখণ্ড হিতকর যুক্তি গুলির তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহাদিগের যত্নবান হওয়া অত্যাবশ্যক।

আমিষ ভক্ষণ।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইতর প্রাণীগণ যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছে, যাঁহার অনুগ্রহে তাহারা আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হইতেছে, ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগের উপর কল্যাণ-বারি বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞানে তাহারা বঞ্চিত, কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদিরই পরতন্ত্র। কিন্তু মানবগণ বিশ্বরচয়িতা প্রদত্ত হিতাহিত বিবেক শক্তি লাভ করিয়া ধরণী মণ্ডলে শ্রেষ্ঠ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদেরা অজ্ঞানান্ধতা নিবন্ধন মেষ ছাগাদি পশুদিগকে নক্রাদি যাদসগণ মৎস্যদিগকে ও পক্ষ্যাদি জন্তু সমুদায় কীট পতঙ্গদিগকে সংহার পূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি করে। মনুষ্যগণও যদি সেইরূপ জীবহিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তবে তাহাদিগের আর ইতর প্রাণী হইতে কি প্রভেদ রহিল, যে ব্যক্তি অহিংসা পরমোধর্ম্ম জানিয়া কৃষিকর্ম্মোৎপন্ন বিবিধ শস্য ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া দেহ-রক্ষা করেন তিনিই প্রকৃত মনুষ্য শব্দে বাচ্য।

মৎস্য মাংস ভোজনে অপকার ব্যতীত উপকার নাই। অস্মদাদির পূর্ব্ব পুরুষগণ নিরামিষ ভোজন করিতেন, এজন্য তাঁহারা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় ছিলেন।

বর্ত্তমানাবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে, আমাদিগের দেশীয় ভদ্র-বংশোদ্ভব বিধবাগণ সভর্তৃকাসকল হইতে সবলা, রোগ-শূন্য প্রায় এবং বহুকাল জীবিতা থাকে, এক মাত্র হবিষ্য ভোজনই তাহাদিগের সুস্থতার কারণ। এইক্ষণে অনেক ইউরোপীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কহেন যে, মৎস্য মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। শুনা গিয়াছে ইংলণ্ডের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সপরিবারে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছেন, এমন কি, তাঁহাদিগের চিকিৎসকের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। আরও নিয়ত মাংসাহার করিলে প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও উদ্ধত হয়। তৃণভোজী মেষ ছাগ হরিণ প্রভৃতি পশু অপেক্ষা মাংসাশী শৃগাল কুক্কুর অধিক উদ্ধত। বলবান অশ্ব ও বৃহৎকায় হস্তী অপেক্ষা সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণ অত্যন্ত উদ্ধত ও নির্দ্দয়, এবং এই কারণে বাঙ্গালী সকল হইতে ইউরোপীয়দিগকে উদ্ধত অবলোকিত হয়।

যদি বিশ্বনিয়ন্তা মৎস্য মাংস অস্মদাদির আহারীয় করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের দন্ত গুলিও তদুপযোগী করিয়া দিতেন। যখন মাংসাশী পশুদিগের দন্ত হইতে উদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের দন্তের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা রহিয়াছে, এবং আমাদিগের দন্তের সহিত তৃণ-ভোজী-দিগের দন্তের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন আমাদিগের ফলমূল ও শস্য নিশ্চয়ই ভোজ্য, অস্মদাদির মাংসাহার কখনই পরাৎপর পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এস্থলে এমত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মৎস্য মাংস অস্মদ্দেশে অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে না, উহা বহুকাল হইতে বঙ্গ-

ভূমিতে চলিয়া আসিতেছে। এ কথার মীমাংসা এই যে, কোন অহিতকর বা কদাচার প্রথা যদি দেশে প্রচলিত থাকে তাহা সংশোধনে সচেষ্ট না হইয়া চিরকাল কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান জীবের কর্ত্তব্য নয়। আরও দেখুন যদি মৎস্যাদি হিন্দুদিগের আহারীয় হইত তবে অবশ্যই পশ্চিমাঞ্চল-বাসী হিন্দুরা উহা সেবন করিতেন। বঙ্গভূমিতে উহা প্রচলিত হইবার হেতু, আমাদিগের বুদ্ধিতে এই উপলব্ধি হয় যে, কোন সময়ে জল প্লাবিত অথবা অন্য কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কিছুকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শস্যাদি অপ্রাপ্তি নিবন্ধন সে কালে আহারাভাবে লোক সকল, মৎস্যাদির ব্যবহার আরম্ভ করে। কিম্বা এ প্রদেশের আদিম অসভ্য লোকেরা উহা ব্যবহার করিত, অনন্তর আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশে বাস করিলে ঐ দোষাবহ ঘৃণার্হ ব্যবহার হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চার হইয়াছে।

প্রাণাযথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপিতেতথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

(হিতোপদেশ)।

যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রাণ ইষ্ট হয়, অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করিয়া থাকেন।

যখন আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত মৃত্যু ভয় সকল জীবের প্রতি

সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন পার্য্যমানে জীব হিংসায় তৎপর হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। জন্তুমাত্রেই এক বিশ্বাধিপের প্রজা; কোন প্রাণীর প্রতি অকারণ অত্যাচার বা তাহাদিগকে হিংসা করিলে নিঃসন্দেহ বিশ্ব সম্রাটের সমীপে দণ্ডার্হ হইতে হইবে। যদি বল জীব হিংসা ব্যতীত জীবগণের জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই; এমন কি, আমরা নিত্য যে জল পান করি, তাহাতে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অচিন্ত্য পুরুষের অসীম কার্য্য পর্য্যালোচনা করা জীবগণের বুদ্ধির গম্য নহে। ইহা বলিয়াই যে নিরস্ত থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। যাহার যত দূর বুদ্ধির পরিণতি তাহার ততদূর আলোচনা করা বিধেয়। সেইরূপ তাঁহার নিয়ম যতদূর পারি, আমাদিগের প্রতি-পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক জীব হিংসা করা হইল বলিয়া আর একটী জীব নাশে উদ্যত হওয়া যুক্তি বহির্ভূত কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এবং ঐরূপ জীব হিংসা করা আমাদিগের ইচ্ছায়ত্ত নহে। আমাদিগের অকামতঃ জীব হিংসা করা হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে পঞ্চসূনা পাপের জন্য মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধের অগ্রে অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের ও প্রাত্যহিক উপাসনার বিধি নিরূপিত হইয়াছে। এ স্থলে ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বলিতে হইবে। এইক্ষণে ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইল যে, অকামতঃ জীব-হিংসা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। শীতল দেশীয় লোকে জীব-হিংসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যেহেতু তথায় শস্যাদি জন্মে না। এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে প্রতীয়মান হইবে। সংপ্রতি শাস্ত্র প্রমাণ বিবৃত করা যাইতেছে।

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভুতানি।

(শ্রুতিঃ)।

কোন জীবের হিংসা করিবে না।

যো যস্য মাংস মশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ॥

(মনুঃ)।

যে ব্যক্তি, যে জীবের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে সেই জীবের মাংসাদ কহে। যে ব্যক্তি মৎস্যাহার করে সে সকল প্রাণীর মাংসাদ, শাস্ত্রকারেরা কহেন, এজন্য মৎস্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

জলস্থলচরায়ে চ প্রাণিনস্তান্ ভানপি,
নভক্ষেন মানবো জ্ঞানী হন্তাত্তেষাং ভবেন্নহি।
হন্তাহন্তাতু মৎস্যাশী সর্ব্বেষাং যোবিশেষতঃ
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যাজেৎ॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ড)।

যে ব্যক্তি জীব হিংসা করিয়া ভক্ষণ করে সে মাংসাদ হয়, এজন্য মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিবে এইটী বিশেষ বিধি। কিন্তু জ্ঞানী মনুষ্যেরা, মৃত জলচর ও স্থলচর জীব হিংসা জন্য পাপ না হইলেও ভক্ষণ করিবেন না, কেন না মানব সকল মৎস্য মাংস ভোজন না করিলে, ধীবরেরা মৎস্য ধরিত না, এবং ব্যাধেরাও বন্য পশু হনন করিত না।

মৎস্যাংস্তু কামভোজন্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক)।

স্বেচ্ছাধীন মৎস্য ভোজন করিলে, তিন দিন উপবাস প্রায়শ্চিত্ত।

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তিযোনরঃ।
মজ্জকুণ্ডে বসেৎ সোপি তদ্ভোজী লক্ষ বর্ষকং।
ততো ভবেৎ স শশকো মীনশ্চ সপ্তজন্মশঃ।
তৃণাদয়শ্চ কর্ম্মত্যস্তুতঃ শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং॥
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক)।

লোভ বশতঃ ও আপনার ভক্ষণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি জীব হিংসা করে, লক্ষ বৎসর তাহার মজ্জাকুণ্ডে বাস হয়, তৎপরে শশক ও মীন সপ্ত জন্ম হইয়া অবশেষে তৃণাদি হওনান্তর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

আমিষ ভক্ষণ যে যুক্তি ও শাস্ত্র বহির্ভূত দোষাবহ ব্যবহার, তাহার আর কোন সংশয় নাই। অতএব প্রচুর ভোজ্য সত্ত্বে মৎস্য মাংস আহারে স্পৃহা করা অসাধু বৃত্তি ব্যতীত আর কি বলা যায়।

সুরাপানের দোষ।

" মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্য মিতিস্মৃতি। "

সুরা সর্ব্ব-দোষের আকর। ক্ষয়, যক্ষ্মা, পাণ্ডু ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগের নিদান। উহা পান করিলে স্বাভাবিক জ্ঞানের অন্যথাভাব হয়, সুতরাং তখন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম, ও সৎকর্ম্মকে কুকর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। ধৃতি, ক্ষমা, ঘৃণা ও লজ্জা মদ্যপায়ীর নিকটে গমন করিতে পারে না। সুরা কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে প্রবল করিয়া তুলে, তজ্জন্য পরদারে আসক্তি হয়, এবং জীব হিংসা করিতেও প্রবৃত্তি জন্মায়। সুরা হীনাঙ্গ ও অকাল মৃত্যুর অদ্বিতীয় সহায়। মদ্যপের নিকট অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, সে যখন পান-দোষে লিপ্ত হয়, তখন তাহার মনের কবাট খুলিয়া যায়, তখন আর কোন মতে গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশিত থাকে না। তাহাদিগের মনে নিজেরও কোন দুষ্টাভিসন্ধি থাকিলে তাহাও মত্ততার সময় ব্যক্ত করে এজন্য লোকের সহিত সহসা বিবাদোপস্থিত হয়। সুরাপান করিলে স্বভাবানুসারে কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য ও অশ্লীল-ভাষা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে; কেহ কেহ হিংস্র-শ্বাপদের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে; কেহ কেহ শুষ্ক-ভাবে থাকে; কেহ বা ভাবে গদ্‌গদ্‌ হইয়া অবিরল ধারায় ক্রন্দন করিতে থাকে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পুর্ষিদা

করিবার জন্য কেহ কেহ গোপনে পান করিয়া থাকেন, কিন্তু কি দ্রব্য গুণ! পানের অব্যবহিত পরেই চক্ষু লজ্জার মাথা খাইয়া ধরাতলে কি কর্দ্দম কি ধূলা কি প্রস্রাব পুরীষময় স্থান, তত্ত্ব-জ্ঞানী ভাবে তথায় গড়াগড়ি দেন। যখন তাহারা ন্যক্কার-জনক স্থানে পতিত থাকে, তখন তাহাদিগকে কৃমি-কীট সদৃশ জ্ঞান হয় এবং অন্তঃকরণে ক্ষোভ উপস্থিত হয়। আহা! তখন কোথায় তাহাদিগের বংশ-মর্য্যাদা, কোথায় বা তাহাদিগের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য।

দীর্ঘকাল সুরা সেবন করিলে শরীরের কান্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়, মুখ পাণ্ডু বর্ণ হয়, নাসাগ্র কিঞ্চিৎ স্ফীত ও ঈষৎ লোহিতাভ হয়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণাঙ্কে অঙ্কিত হয়। মাদকসেবীদিগের অঙ্গ-ভগ্ন কিম্বা বিশেষ পীড়া সমুপস্থিত হইলে প্রায়ই অচিকিৎস্য হইয়া উঠে। সুরার আরও দোষ এই যে, পরিমাণ স্থির থাকে না, কিঞ্চিৎ পান করিতে করিতে পানাসক্তি প্রবল হইয়া আন্‌আন্‌ টান ধরায়, সুতরাং অপরিমিত পান দ্বারা অশেষ উৎপাতে পতিত হয়। শুদ্ধ সুরা বলে নয়, চরস, গাঞ্জা, অহিফেণ প্রভৃতি সকল মাদক দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে এমত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যখন ঐ সমুদায় বস্তু সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্ট, তখন উহা অবশ্য ব্যবহার যোগ্য। ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বিষ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, উহা সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে প্রাণীগণের প্রাণ হানি হইয়া থাকে, কিন্তু পীড়া বিশেষে উহা দ্বারা প্রাণ রক্ষিত হইয়া

থাকে, মাদক সমুদায়ও সেইরূপ কেবল ঔষধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে।

এইক্ষণে অস্মদ্দেশের যুবক সম্প্রদায়ের প্রায় অনেকে সুরাপান করিয়া থাকেন। দুই এক ব্যক্তি পান দোষে লিপ্ত নন বলিয়া মদ্যপদিগের নিকট তাঁহারা এই বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে “সুরায় আমার প্রেজুডিস্ অর্থাৎ কুসংস্কার নাই” কিন্তু ইহা অতি অপরূপ কথা, কারণ, সুরায় কুসংস্কার থাকা অতীব প্রশংসনীয় গুণ। যাঁহারা কহেন কুসংস্কার নাই, পরিণামে তাঁহারা এক একটী বিলক্ষণ মদ্যপ হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদিগের এমন সংস্কার আছে যে সুরা দ্বারা পরকালের হানি হয়, তাঁহারা প্রাণান্তেও সুরাস্পর্শ করেন না, যে হেতু সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মমতি অতি প্রবলা। সুরার বিশেষ দোষ জানিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা নিষেধ করিয়াছেন। যথা

অমেধ্যেবা পতেন্মত্তো বৈদিকং বা প্যুদা হরেৎ।
অকার্য্য মন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥

(মনুঃ।)

ব্রাহ্মণ, মদ্যপান জন্য মূঢ়বুদ্ধি হইয়া অশুচি স্থানে পতিত হয়েন, বা বেদ বাক্য উচ্চারণ করেন, কিম্বা ব্রহ্মহত্যাদি অকার্য্য করেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মদ্য নিষিদ্ধ।

যস্যকায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি॥
(মনুঃ।)

যে ব্রাহ্মণের শরীরে সংস্কার রূপে বেদ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার শরীরে একবার সুরা প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণ্য দূরে পলায়িত হইয়া শূদ্রত্বকে প্রাপ্ত করায়।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃ সহ॥
(মনুঃ।)

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণ-স্বামীক, অশীতিরতি-প্রমাণ সুবর্ণ হরণ ও গুরু-ভার্য্যা-গমন এই গুলি মহাপাতক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রত্যেক কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কারীদিগকে মহাপাতকী কহে। ঐ মহাপাতকীদিগের সহিত সংসর্গ করিলে নিষ্পাপী লোকও পতিত হয়েন।

ক্রিমিকীট পতঙ্গানাং বিড় ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ॥
(মনুঃ।)

সুরাপ ব্রাহ্মণ, ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভুক্ পক্ষী ও হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জাতি প্রাপ্ত হয়েন।

যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবং।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥
(মনুঃ।)

যক্ষরক্ষ ও পিশাচ সম্বন্ধীয় অন্ন এবং মদ্য চতুষ্টয় দেবতাদিগের ঘৃত ভক্ষণের যোগ্য যে ব্রাহ্মণ, তৎকর্ত্তৃক ভোক্তব্য নহে। এখানে টীকাকার লিখেন, যে ব্রাহ্মণী সুরাপান করেন তাঁহার পতিলোক প্রাপ্তি হয় না, এবং এই জগতে তিনি কুকুরী, গৃধ্রী ও শূকরী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

মোহ বশতঃ সুরাপান করিলে মৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি যথা,

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণং সুরাং পিবেৎ।
তয়াস্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ।
(মনুঃ।)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মোহ প্রযুক্ত সুরাপান করিলে সেই সুরা অগ্নির ন্যায় তপ্ত করিয়া পান করিবেন, তদ্দ্বারা শরীর দগ্ধ অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। সুরাপানের কা কথা? সুরাভাজনস্থিত অথবা মদ্যভাণ্ডস্থ জলপানও করিবেন না। যথা,

অপঃ সুরাভাজনস্থা মদ্যভাণ্ডস্থিতা স্তথ।
পঞ্চরাত্রং পিবেৎ পীত্বা শঙ্খপুষ্পীশৃতং পয়ঃ॥
(মনুঃ।)

সুরাভাজনস্থিত বা মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করিলে শঙ্খপুষ্পাখ্য ঔষধি নিক্ষেপ দ্বারা পঙ্ক-ক্ষীর পঞ্চরাত্রি পান করিবেন।

মনু প্রায় একাধ্যায়পুথি সুরাপানের দোষ লিখিয়া পূর্ণ করিয়াছেন, এখানে সে সমুদায় সংগ্রহ করিতে গেলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়, এজন্য নিরস্ত হইলাম। এস্থলে শূদ্র মহাশয়েরা এমন কহিতে পারেন যে, যুক্তিতে সুরাপান শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে, শাস্ত্রে ঐরূপ বিশেষ নিষেধ নাই। কিন্তু বায়ু-পুরাণে কহিয়াছেন "চতুর্বর্ণেরপেয়াস্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ নারদ" এই বচনে শূদ্রদিগের সুরাপান নিষিদ্ধ হইল, আরও শাস্ত্র দেখুন।

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

(ভগবদ্গীতা।)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র প্রমাণানুসারে যে সকল কর্ম্মের আচরণ করেন, সামান্য লোকেরাও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের ব্যবহারের অনুগামী হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল, তখন শূদ্রদিগেরও অপেয় পান অকর্ত্তব্য হইল।

কি আক্ষেপের বিষয়! প্রায় এমন দিনই নাই যে, যে দিন সুরাপায়ীদিগের অঙ্গ হানি ও অপমৃত্যু আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত না হয়, এবং এমন দিনই নাই যে, যে দিন ঐরূপ ঘটনা আমাদিগের কর্ণগোচর না হয়।

কত শত বিদ্বন্ লোক, যাঁহারা রাজদ্বারে ও সজাতীয় নরদিগের নিকটে সম্মান লাভ করিবেন, এবং যাঁহা-দিগের দ্বারা দেশের উপকার সাধিত হইবে বলিয়া চাতকের ন্যায় আমরা আশা-বারির প্রতীক্ষা করি, কিন্তু সুরার প্রভাবে ত্বরায় তাঁহাদিগকে উৎকট পীড়ায় প্রপী-ড়িত বা কৃতান্তালয়ে সমুপস্থিত হইতে হয়। সুরা, শীতল দেশীয় লোকে পান না করিলে তাহাদিগের দেহ রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, এজন্য তাহাদিগের পরি-মিত পান করা আবশ্যক, কিন্তু তাহারাও যদি অপরিমিত পান করে, তাহাতেও তাহাদিগের নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব শীতল দেশীয় লোকের অনুগামী হওয়া উষ্ণ দেশীয় লোকের কদাপি বিধেয় নহে। আরও বঙ্গদেশীয় লোকে বিবেচনা করুন, মদ্য পান করিয়া উপহাসাস্পদীভূত আমোদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের সন্তানেরাও তদ্দৃষ্টান্তানুসারী হইয়া মদ্যে আসক্তি করিবে। মদ্যাপেক্ষা সহস্র সহস্র সর্ব্বজন প্রশংসনীয় আমোদের বস্তু আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুরাসক্ত হওয়া অতীব মূঢ়তার কর্ম্ম। অতএব হে বঙ্গীয় ব্যক্তি গণ! যদি তোমাদিগের স্বচ্ছন্দ শরীর ও দীর্ঘজীবনের আশা থাকে, কি সজাতীয় কি বিজাতীয় মানবগণের নিকট যদি সম্মান লাভের বাসনা থাকে, যদি স্বদেশের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে মদ্যকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৯ দিবানিদ্রা।

জগদীশ্বর জীবনিচয়ের সুখের নিমিত্ত যে সমুদায় বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিদ্রা অত্যন্ত সুখকরী, নিদ্রা না থাকিলে জীববৃন্দের কষ্টের সীমা থাকিত না, এমন কি, তাহাদিগের দেহরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিত। যখন তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে; যখন তাহারা পুত্রাদি অশেষ স্নেহ ভাজন ব্যক্তির লোকান্তর প্রয়াণে অসহ্য শোকাবেগে সন্তপ্তহৃদয় হইয়া থাকে; যখন তাহারা দুর্ব্বিবহ পীড়ার যাতনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া থাকে; যখন কোন মানুষ রাজকীয় দণ্ডানুসারে কারাবাসে অথবা দ্বীপান্তরে নীত হইয়া থাকে; (আহা! তখন তাহাদিগের অবস্থা মনে করিতেও কষ্ট উপস্থিত হয়। বাসস্থান বিরহে, স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন বিচ্ছেদে দিবাভাগে সর্ব্বদাই চিন্তানলে তাহাদিগের অন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে,) কিন্তু রাত্রিকালে দয়াবতী নিদ্রাদেবী আসিয়া ঐ সকল প্রাণীগণকে কোমলাঙ্কে ধারণ করতঃ তাহাদিগের সর্ব্বথা দুর্ভাবনার অবসান করিয়া সুখ সলিল বর্ষণ করেন।

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আমাদিগকে যে সমস্ত বৃত্তি বা বস্তু প্রদান করিয়াছেন, ঐ সমুদায়ের কোন

একটীর অপরিমিত ব্যবহার করিলে সাংসারিক কার্য্য সুচারু রূপে সমাহিত হয় না। নিদ্রা যদিও অস্মদাদির হিতকারিণী, কিন্তু কালাকাল বিচার পূর্ব্বক উহার সেবা করা বিধেয়। আত্যন্তিকী সেবায় জাড্যাদি দোষ ও নানা পীড়া ঘটিয়া থাকে।

দিবা রাত্রির পরিমাণ ৬০ টী দণ্ড, এই পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বিংশতি দণ্ড কাল নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না, প্রত্যুত শরীর স্বচ্ছন্দ ও সবল থাকে। ঐ এক তৃতীয়াংশ ভাগেরও নির্দ্ধারিত সময় আছে। যখন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ দিনমানে আলোকের ও রাত্রিমানে তিমিরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানবগণ দিবা ভাগে বৈষয়িক কর্ম্ম সমাধান করিবে, এবং বিভাবরীতে বিশ্রাম করিবে। অতএব দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন পুর্ব্বক নিশিযোগে আহারের অব্যবহিত পরেই পরিষ্কৃত শয্যোপরি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে আমাদিগের নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক, এরূপ করিলে সুনিদ্রা হয়। যখন উষাদেবী প্রাচ্যদিকে আবির্ভাব পুরঃসর লোহিত আস্যে অন্ধকার গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন; পতত্রী সকল স্বীয় স্বীয় কূজন রূপ বিশ্বেশ্বরের মহিমা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কুলায় হইতে আহারান্বেষণ জন্য অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়; কুণ্ডলিনী সমুদায় খাদ্য চেষ্টায় যামিনী যোগে পরিভ্রমণ পুর্ব্বক ক্লান্তা হইয়া স্ব স্ব বিবর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, রাত্রিঞ্চর জীবগণ, অরুণ দর্শনে শঙ্কিতান্তঃকরণে আপন আপন আবাস স্থানে লুক্কায়িত

হয়। তখন আর আমাদিগের নিদ্রাভিভূত থাকা কোন ক্রমেই বিচার্য্য নহে। এই রমণীয় সময়ে শয্যোত্থিত হইয়া জগতের আনন্দদায়ক শোভা সন্দর্শন পুরঃসর ঈশ্বরের মহিমা অনুধ্যান করা অতীব কর্ত্তব্য; এবং বৈষয়িক হিতচিন্তা করাও বিধেয়।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলে শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে; মনোমধ্যে নানা বিষয়িণী ভাবের আবির্ভাব হয়; কলেবর শ্রমক্ষম হয়। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহিয়াছেন "অনধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়া অহর্ম্মুখকালে গাত্রোত্থান করিলে লোকে সুস্থকায়, ধনবান ও জ্ঞানবান হইয়া থাকে, কারণ উষাকালে উঠিলে দেহের আলস্য ও জড়তা অপনীত হইয়া বলিষ্ঠ হয়, বলিষ্ঠ হইলে শ্রমক্ষম হয় ও পরিশ্রম হইতে সৌভাগ্যশালী হয়। এবং প্রাতঃকালে বহুবিধ হিতাহিত চিন্তার উদয় হওয়াতে লোকে জ্ঞানরত্ন লাভে সমর্থ হইতে পারে।

উল্লিখিত নিদ্রার প্রকৃত সময়ের বিপরীতাচরণ করিলে অর্থাৎ দিবা ভাগে নিদ্রা গেলে ঐশিক নিয়মের বহির্ভূত অনুষ্ঠান করা হয়। দিবানিদ্রা নানা রোগের আকর ও আয়ুঃক্ষয়কর, এজন্য দিবানিদ্রা কোনরূপে মনুষ্যদিগের শুভদায়িকা নহে।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥

(হিতোপদেশ।)

কাব্য শাস্ত্রের আমোদেতে পণ্ডিতদিগের সময় যাপিত হয়। ব্যসন অর্থাৎ স্ত্রী, দ্যূত, কুৎসিৎ গান, বৃথা পর্য্যটন, মৃগয়া, দিবানিদ্রা ও কলহ ইত্যাদিতে মূর্খেরা সময় অতিপাত করে।

শ্রুতিতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ যথা; "মা দিবা শাপ্সীঃ।"

দিবাশয়ান মে পুত্রাঃ নরাত্রৌদধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণী নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাঃ॥

(মহাভারত।)

গান্ধারী বাসুদেব নিকটে কহিয়াছিলেন যে, "আমার পুত্রেরা দিবসে নিদ্রা যায় নাই, নিশিতে দধি ভোজন করে নাই, গুর্ব্বিণী স্ত্রীতে গমন করে নাই এবং ঋতুমতী স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শও করে নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কাল প্রাপ্ত হইল"। শাস্ত্রে দিবা নিদ্রা নিষেধ করিয়াছেন। আরও দেখুন হস্ত পদাদি দ্বারা যাবতীয় সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন, চক্ষুতে বিবিধ পদার্থের দর্শন, অন্তঃকরণে নানা বিষয়িণী চিন্তা করা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য জাগ্রদাবস্থায় সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। নিদ্রা মহানিদ্রার সহচর নিদ্রিতাবস্থায় জীবগণ চেতনা-শূন্য থাকে, এজন্য তৎকালে তাহারা কোন কার্য্য বা হিতাহিত চিন্তা করিতে পারে না। এইক্ষণে বিবেচনা করুন্ যে ব্যক্তির শত বর্ষ জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা আছে, সে যদি দিবাভাগে এক বেলা করিয়া নিদ্রা যায়,

তবে একশত বৎসরে যত কর্ম্ম করা যায়, তাহার অৰ্দ্ধেক কর্ম্ম করা হয় সুতরাং পঞ্চাশত বর্ষ পরমায়ুর যে ফল এক শত বৎসর আয়ুরও সেই ফল হয়। আমাদিগের নিশ্বাস পতন দ্বারা আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, নিদ্রিতাবস্থায় নিশ্বাস অধিক মাত্রায় পতিত হয়, সেই নিদ্রা যত ন্যূন হয় ততই উত্তম, একারণে দিবা নিদ্রা অস্মদাদির সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়॥

দ্যূত ক্রীড়া।

অপ্রাণিকরণক ক্রীড়াকে দ্যূত ক্রীড়া কহে। এই দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় মহাবৈরকর কর্ম্ম সংসারে দ্বিতীয় নাই। মাদক সেবীর, প্রচুর মাদক সেবনান্তর কিয়ৎকালের জন্য আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায়। লম্পটের, রতি ক্রীড়ান্তে কিছু সময়ের জন্য বিরতি জন্মে। কিন্তু পণ ক্রীড়কদিগের ক্রীড়ার বিরাম নাই। অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, দ্যূত জীবীগণ ক্রমাগত ৫।৭ দিন ক্রীড়া করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দারুণ ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইলে কে জানে ভাল, কে জানে মন্দ উপস্থিত মতে যাহা খাদ্য পায়, তাহাই জলযোগ করিয়া জীবন ধারণ করে। যে সমস্ত অসভ্য মূর্খ লোকদিগকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ হইয়া থাকে, ভদ্রবংশ সম্ভূত মহাশয়েরা ক্রীড়ার অনুরোধে সহোদর জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করতঃ আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। পণক্রীড়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ পণে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে জুয়ার কল্যাণে জুয়াচোর হইয়া উঠেন। জুয়াচোরেরা ভ্রমেও সত্য বাক্য কহে না। তস্করেরা কেবল অপরের ধনে লোলুপ হইয়া থাকে, কিন্তু দ্যূতাসক্তেরা নিজ বাটীর ভোজন পাত্র, জলপাত্র পর্য্যন্ত অপহরণ পূর্ব্বক জুয়ায় সমর্পণ করিয়া থাকে। অধিক কি, তাহাদিগের স্বীয় ভার্য্যার আভরণাদি রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। দ্যূতাসক্তেরা, সকল

ব্যক্তির অবজ্ঞেয় ও অবিশ্বসনীয়। ধনের অত্যাবশ্যক হইলে কোন স্থানে ঋণ পায় না। এমন কি তাহাদিগকে একটী পয়সা পর্য্যন্ত ঋণ দানে অনেকে অস্বীকৃত হয়। তিনি কোন বাস্তবিক বস্তু বন্ধক রাখিতে গেলে লোকে উহা কৃত্রিম বোধ করে। সংসার মধ্যে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম ত এই, অধিকন্তু অনশন রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অনিয়মাচরণে আশু অতিসারাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

দ্যূতক্রীড়ার কি চমৎকার সম্মোহিনী শক্তি! সকলেই মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, বাজী জয় করিব, কিন্তু অবশেষে প্রায়ই সর্ব্বস্বান্ত ঘটিয়া উঠে। অন্যে পরে কাকথা, পুণ্য শ্লোক ও যাবতীয় রাজগুণে অলঙ্কৃত নৈষধাধিপতি নল রাজার অবস্থা স্মৃতি পথারূঢ় হইলে বর্ণনাতীত মনস্তাপ উপস্থিত হয়, তাঁহাকে, দ্যূতের কুহকে পড়িয়া আত্মোদর পুরণার্থে নগরে ভিক্ষা না পাইয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সত্যনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের বিবরণ ও বড় অল্প কষ্টকর নহে। তিনি দুরাশার দাস হইয়া দুরোদর মুখে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান পুর্ব্বক চারুশীলা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিলে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা, লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার আর কি আছে?

কি আক্ষেপের বিষয়! পণ ক্রীড়ায় যে অর্থ বৃথা ব্যয়িত হয়, তদ্দ্বারা কতকত মহৎ ও হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। দ্যূতজীবীরা স্থির চিত্তে বিবেচনা করুন

দ্যূত ক্রীড়ায় কিছুই লাভ নাই, যদি এক দিবস কিছু অর্থ পণে জয় করেন, অপর দিন তাহার অধিক হারিয়া বসেন। এস্থলে একটী কথা মনে পড়িল। চারি জন ক্রীড়ক তাহারা প্রত্যেকে সহস্র করিয়া মুদ্রা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, প্রত্যহ ক্রীড়া ভঙ্গে স্ব স্ব জয়াজয়ের মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া মেজধারীর (যাহার আলয়ে ক্রীড়া হইয়া থাকে) নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখে, কিছু দিন এইরূপ করিয়া সকলে দেখিল যে পরস্পরের মুলধন কেবল মেজ ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয়ে সমস্তই পর্য্যবসিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হওয়াতে সকলেই ক্রীড়া হইতে বিরত হইল। এইক্ষণে আরও একটী গল্প স্মরণ পথে উদিত হইল। পাঠক মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এক জন মাদক সেবী, একজন বেশ্যাসক্ত ও একজন পণক্রীড়ক তাহারা তিন জনে আপন আপন মনোরথ পুরণার্থে একদা কোন সম্রাটের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিল। সম্রাট অনেক বিবেচনার পর প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের প্রার্থনায় প্রতিশ্রুত হইয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, "তুমি যথেচ্ছা গমন কর, তোমার লিপ্সা পুরণ করিতে আমি স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু আমার সমুদায় সাম্রাজ্য তোমার এক ইঙ্গিতে (এক পণে) বিনষ্ট হইতে পারে।"

পণক্রীড়ায় বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা এজন্য শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন। যথা

রহস্য ভেদো যাচ্ঞাচ নৈষ্ঠুর্য্য চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতাদ্যূত মেতন্মিত্রস্য দূষণং ॥
(হিতোপদেশ।)

নির্জ্জনে ভেদরূপে ব্যবহার করা, প্রার্থনা, নিষ্ঠুরতা, মনের চাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য ও দ্যূতক্রীড়া এই সকল মিত্রের দোষ।

পানং স্ত্রীমৃগয়াদ্যূতমর্থ দূষণমেবচ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ব্যসনানি মহীভুজাং ॥
(হিতোপদেশ।)

মদ্যপান, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অপহরণ, অবশ্য দেয়ের আদান নিষ্ঠুর বাক্য ও নিরপরাধীকে দণ্ড এই সকল রাজাদিগের ব্যসন।

দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃস্থনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।
পুনশ্চ যাচমানায়জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত।)

পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলি, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, স্ত্রী ও পশুবধ স্থান এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম স্থানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলি পুনরায় প্রার্থনা করিলে স্বর্ণদান স্থলে পরীক্ষিত অবস্থিতির অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। এস্থলে দ্যূতক্রীড়াকে অধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান ॥
(মনুঃ।)

পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত মহাবৈরকর দ্যূতক্রীড়া বুদ্ধিমান নরেরা কৌতুকের নিমিত্তেও করিবেন না।

পণ ক্রীড়া শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিষিদ্ধ হইতেছে। এই-ক্ষণে ক্রীড়কদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, যদি লক্ষ্মীর সহিত সন্দর্শন করিবার বাসনা থাকে, যদি স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি স্নেহ থাকে, যদি আপৎকালের নিমিত্ত কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকে, এবং যদি শরীর সুস্থ রাখিবার মানস থাকে তবে ত্বরায় দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হউন।

কতিপয় নক্ষত্রযোগাদি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগমন করিবার বিধি নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই রুচির নিয়মাবলী প্রতিপালন করিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন যাপন করা যায়। এবং ঐ নিরূপিত দিনে গমন করিলে তদ্দ্বারা যদি সন্তান জন্মে সেই সন্তানেরও কোন হানি হয় না।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, নিতান্ত কামান্ধ হইয়া কাহারও পরিবারের কোন রমণীর সতীত্ব-রত্ন হরণ করিলে, সেই সীমন্তিনীর স্বামী ও সেই পরিবারের কর্ত্তাকে কত অপমান সহ্য করিতে হয়, এবং লোকের নিকট তাঁহাদিগকে কতদূর মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। ঐ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা কত কত কামিনী ও কত কত পুরুষ ঘৃণা লজ্জা ও অপমান-তাড়নায় অপমৃত্যুর হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। সেই স্ত্রীলোকও যাবজ্জীবন দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া অপ্রসন্ন অন্তঃকরণে কালযাপন করিয়া থাকেন। পরদারাপহারীরও ইহা মনে করা উচিত যে, যদি কোন লোক কাম পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার প্রণয়িনী বা তাঁহার পরিবারের প্রতি ঐরূপ কুব্যবহার করে, তাহা হইলে কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন? তাঁহার মনে যেরূপ কষ্টোপস্থিত হইবে, অন্যের পক্ষেও সেইরূপ জানিবেন।

যে স্ত্রী বিবাহ সংস্কারের অব্যবহিত পরেই স্বীয় মাতা পিতা ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান জীবন যৌবন সমুদায়ই স্বামীকে সমর্পণ পূর্ব্বক সেই স্বামীর নিতান্ত অনুগতা ও আজ্ঞাবহা রহিয়াছে, স্বামীও কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রতিজ্ঞাত

হইয়া যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তিনি যদি সহধর্ম্মিণীকে প্রবঞ্চনা করিয়া অন্য রমণীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হন, তবে তাঁহার পত্নীও অন্য পুরুষে অভিলাষিণী হইলে তাঁহারও সেই বনিতার অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যদি স্ত্রীলোকদিগের সতীত্বই প্রধান ধর্ম্ম হয়, এবং ঐ সতীত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে তাহাদিগকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হয়, তবে পুরুষগণও দাম্পত্য ধর্ম্ম রক্ষা না করিয়া পরযোষিতে আসক্ত হইলে অবশ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন। পরদার বিরত পুরুষের পত্নী, পর-পুরুষে অনুরাগিণী হইলে তাহাকে যদি বিশ্বাসঘাতিনী হইতে হয়; তবে পতিব্রতার পতি যদি পরদারে প্রসক্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতী হইতে হইবে। সীমন্তিনীগণের স্বামী বিয়োগ হইলে আমৃত্যুকাল যদি তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পরম ধর্ম্ম হয়, তবে পুরুষদিগেরও স্ত্রী বিয়োগ হইলে আজীবন তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মচর্য্য পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করা উচিত।

কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার আছে যে, স্ত্রীবিয়োজিত বা অবিবাহিত পুরুষ যদি কাহারও নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্কারোপ না করিয়া বেশ্যালয় গমন করেন, তবে তাঁহার দোষ গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরাও এ কথা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তবে নিরপরাধা বিধবাগণের দোষ কি? তাহাদিগের বিবাহ কেন না হয়? হায়! দেশের কি বিচার! যাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী ব্যতীত বিলক্ষণ হস্ত-প্রসারণ রোগ আছে, তাঁহারাও বিধবা বিবাহের নামে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। পুরুষেরা যদি

ইন্দ্রিয় সংযত করিতে না পারেন, তবে বিধবাগণও তাঁহাদিগের ন্যায় সঘৃত শাল্যন্ন ও দধি দুগ্ধ ভোজন করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারা অস্মদ্দেশীয় কুপ্রথানুসারে বিদ্যাবিহীনা ও সাধু-সঙ্গ বর্জ্জিতা ; তাহাদিগের ইন্দ্রিয় দমন করা কি কঠিন ব্যাপার নহে? পুরুষগণ স্ত্রীবিয়োগাবস্থায় চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারিলে, তাঁহারা সকলেরই সুখ্যাতির ভাজন হন, কিন্তু অভাগ্যবতী স্ত্রীলোকেরা যদি বৈধব্যাবস্থায় স্ব স্ব স্বভাব নির্ম্মল রাখেন তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় লোকে তাহাদিগকে তাদৃশ প্রশংসা করেন না ; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারা পুরুষাপেক্ষা সহস্র গুণে সুখ্যাতির যোগ্যা সন্দেহ নাই।

দার পরিগ্রহ কেবল ইন্দ্রিয় সেবার জন্য নহে। উহার মুখ্য কারণ পুত্রোৎপাদন ও গৌণ কারণ শুশ্রূষণ। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃপিণ্ডপ্রয়োজন"। আহারার্থে বহু আয়াসের আবশ্যক হয়, এবং ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ হইতে শোণিত হয়, শোণিতের চরম পরিণতিতে শুক্র জন্মে, সেই শুক্র গৃহের অর্থ দিয়া বৃথা ব্যয় করা, ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করার তুল্য নিষ্ফল।

ইন্দ্রিয়গণকে পরিমিত বিষয়ে পর্য্যবসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। প্রবল ইন্দ্রিয়দিগকে, তাহাদিগের ভোগের বিষয় প্রদান করিলে তাহারা শমিত না হইয়া আরও অবাধ্য হইয়া উঠিবে।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(মনুঃ)

কাম্য বস্তুর ভোগে কামের নিবারণ হয় না। যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া বৃদ্ধিরই কারণ হয়।

ন বেগান্ধারয়েদ্ধীমান্ গতান্ মূত্র পুরীষয়োঃ।
নরেতসো ন বাতস্য নচ্ছর্দ্যাঃ ক্ষবথোর্নচ॥
নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া নবেগান্ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেনচ॥
(চরক।)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মুত্র, পুরীষ, রেত, বাত, বমি, হাঁচি, উদ্গার, জৃম্ভন, ক্ষুধা, পিপাসা, নেত্রজল, নিদ্রা ও শ্রম জন্য নিশ্বাস, এই সকলের বেগ স্বতঃ প্রবৃত্ত জানিয়া ধারণ করিবেন না।

নৈর্লজ্জের্ষ্যাতিরাগাণামভিধ্যায়াশ্চ বুদ্ধিমান্।
পুরুষ্যাতি মাত্রস্য সূচকস্যানৃতস্যচ॥
বাক্যস্যাকাল যুক্তস্য ধারয়েদ্বেগ মুত্থিতং।
(চরক।)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, নির্লজ্জা, ঈর্ষ্যা, রাগ, কর্কশবাক্য, অসময় কথা, পরদোষানুসন্ধান ও মিথ্যা বাক্য যত্ন পূর্ব্বক এই সকলের বেগ ধারণ করিবেন।

দেহ প্রবৃত্তির্যাকাচিৎ বর্ত্ততে পরপীড়য়া।
স্ত্রীভোগ স্তেয় হিংসাদ্যাস্তেষাং বেগান্ বিধারয়েৎ॥
(চরক।)

পর-পীড়ন করণ জন্য যে দেহ প্রবৃত্তি, স্ত্রীসম্ভোগ, অপহরণ ও হিংসা এই সকলের বেগ বুদ্ধিমান লোকেরা যত্ন পূর্ব্বক নিবারণ করিবেন।

এই সকল শাস্ত্রের বিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইক্ষণে দৃষ্টি করুন্।

পরদাররতাশ্চৈব পরদ্রব্য হরাশ্চয়ে।
অধোধো নরকে যান্তি পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ॥
(কর্ম্মলোচন।)

পরদার-রত ও পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া নরকে গমন করে।

ব্রাহ্মণ' ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ যোরতঃ পরযোষিতি।
যাতিতস্য পূজিতস্য কষ্টালক্ষ্মী গৃহাদপি॥
ইহাত্র নিন্দ্যঃ সর্ব্বত্রনাধিকারী স্বকর্ম্মণঃ।
পরত্রৈবান্ধকূপেচ যাবৎ বর্ষ শতং বসেৎ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্ত্রী রত হইলে তাহাদের পূজিত লক্ষ্মী গৃহ হইতে প্রস্থান করেন।

ইহকালে তাঁহারা সকলের নিন্দার্হ হন ও আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অধিকারী হয়েন না। পরকালে তাঁহাদিগের বহু বর্ষ অন্ধকূপে বাস হয়।" অপিচ

কিন্তস্য জাপেনতপসা মৌনেনচ ব্রতেনচ।
সুবার্চ্চনেন তীর্থেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥
সর্ব্বামায়াকরণ্ডশ্চধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং
ব্যবধানঞ্চতপসাং দোষাণামাশ্রমং পরং॥
কর্ম্মবন্ধ নিবন্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুতং।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশংযথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্যচ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

যাহাদিগের মন স্ত্রী কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহাদিগের জপ তপ মৌনব্রত, দেবার্চ্চন ও তীর্থ দর্শন প্রভৃতি সকল সদনুষ্ঠান নিষ্ফল। পরস্ত্রী সকল মায়ার আধার স্বরূপ, ধর্ম্ম-পথের অর্গল স্বরূপ, তপস্যার প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ, দোষের প্রধান আশ্রম স্বরূপ ও কর্ম্মীদিগের কঠিন শৃঙ্খল স্বরূপ এবং কীট পতঙ্গগণের প্রতি যেরূপ প্রদীপ, মীনদিগের প্রতি যেরূপ বড়িশ, পুরুষদিগের প্রতি পরনারীও ঐরূপ। পরস্ত্রী আপাততঃ দুগ্ধ মুখ মধুর স্বরূপ, তদন্তে বিষকুম্ভ স্বরূপ, পরিণামে দুঃখ বীজ স্বরূপ ও পরকালে নরকের সোপান স্বরূপ হয়।

যস্তুপাণিং গৃহীত্বাং তাং বিবাহ্য [illegible] যোষিতং ত্রজেৎ।
অগম্যাগমনং [illegible] সদ্যোনরক কারণং॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যাগযজ্ঞ ব্রতাদিকং।
ক্ষেত্রে তীর্থাটনঞ্চ তস্মিন বাসো ধর্ম্ম ক্রিয়াদিকং॥
স্বাধ্যায়াদি তপোদৈবং পিত্রং কর্ম্ম বরাননে।
যাত্যেতন্নিষ্ফলং সর্ব্বং পরস্ত্রীগমনান্নৃণাং॥
পরদারাভিগমনাৎ কোটি একাদশী ব্রতং।
অপরং কিমবক্তব্যং নিষ্ফলং নিরয়েস্থিতিঃ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ব্রবীমিতে।
পরযোনৌ পতন্ বিন্দুঃ কোটি পূজাং বিনশ্যতি॥
(পাদ্মোত্তর খণ্ড।)

স্বীয় পত্নী পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পরদার গমন করে তাহাকে সদ্যোনরক-কারণ অগম্যা-গমন তুল্য পাপ লিপ্ত হইতে হয়। শিব ভগবতীকে কহিতেছেন "হে বরাননে। পরদারাপহারী নরের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদি তীর্থাটন ও তথায় বাস ধর্ম্মাদি ক্রিয়া, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দেবতা ও পিতৃলোকদিগের কর্ম্ম এ সকলই নিষ্ফল হয়। অধিক কি পরস্ত্রী গমনে কোটী একাদশী ব্রত নিষ্ফল হইয়া নরকে স্থিত হয়। সত্য সত্য পুনঃ সত্য পরযোনিতে এক মাত্র বিন্দু পতন হইলে কোটি পূজা জনিত ফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

ত্যাজ্যং ধর্ম্মার্থিভির্নিত্যং পরদারোপসেবনং।
নয়ন্তি পরদারাহি নরকানেক বিংশতি॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামেষ ধর্ম্মো ধ্রুবোহক্ষক।
এবং পুত্রা পরপত্নে দোষবর্দ্ধিরসিতোব্যয়ঃ।

প্রাহুর্ধর্ম্ম ব্যবস্থানং খগেন্দ্রারাকুণায়হি ।
তস্মাৎ সুদূরতোবর্জ্জেৎ পরদারান্ বিচক্ষণঃ ।
নয়ন্তিনিকৃতি প্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবং ॥

(বামন পুরাণ ।)

“ পরস্ত্রী গমন করিলে এক বিংশতিরূপ নরকে বাস হয়। এই জন্য ধার্ম্মিক লোক পরদারোপসেবা নিরন্তর পরিত্যাগ করিবেন ; সকল বর্ণেরই এই ধর্ম্ম,” পুরাকালে অসিত নামে দেবর্ষি এই কথা ইন্দ্র, গরুড় ও অরুণকে কহিয়াছিলেন। পরদার গমনে বুদ্ধি মলিন হয় ও পরস্ত্রী গমনকারী ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় হয়, এজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা যত্ন পূর্ব্বক দুরে পরিত্যাগ করিবেন।

যুক্তি ও শাস্ত্রে পরস্ত্রী সেবা অত্যন্ত দুষ্য বলিয়া কথিত হইল। অতএব দোষার্হ কর্ম্মে মতি করা, অতি-পামরের কর্ম্ম সংশয়াভাব।

সংসর্গের দোষ গুণ।

আসঙ্গলিপ্সা মনের এক স্বভাব সিদ্ধ বৃত্তি। এই বৃত্তি হিতাহিত বিবেকের সহিত মিলিত হইলে শুভ ফলোৎপন্ন করে। সাধু সঙ্গ যেমন ধর্ম্মের নিদানীভূত কারণ, অসাধু সঙ্গ তেমনই অধর্ম্মের সোপান। যেরূপ জল, মৃত্তিকা, তৈল ও বস্ত্র, সৌগন্ধিক বা পূতিগন্ধিক পদার্থের সমীপস্থ থাকিলে তাহাদের গুণ গ্রহণ করে, সংসর্গও সেইরূপ সৎসঙ্গে পুণ্য ও কুসংসর্গে পাপের উদয় করে। যাহার দুই চক্ষু নাই সে অন্ধ, অন্ধ লোকেরই বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। সদসৎ বিবেক ও সাধু সঙ্গ মনুষ্যের এই দুইটী নেত্র, এই দুটী নেত্র যাহার নাই সেই অন্ধ। ধনাদি সম্পত্তি ঐহিকে কিঞ্চিৎ সুখ প্রদান করে কিন্তু সাধু-সঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি, উহা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত্রই শ্রেয়স্কর। এই সাধু সঙ্গ স্পর্শ মণির সহিত উপমা দিতে গেলেও সঙ্গত হয় না। কারণ স্পর্শমণি লৌহাদি ধাতুকে হেমময় করিয়া তুলে, কিন্তু স্পর্শমণি করিতে পারে না। সাধু-সঙ্গের এমনই অনির্ব্বচনীয় গুণ যে, তিনি কেবলই পাপাত্মাদিগকে কথঞ্চিৎ সচ্চরিত্র করিয়া তুলেন এমন নয়, তিনি অসাধুকে সাধু করিতে সমর্থ হয়েন।"

যেরূপ আলোকে ও তিমিরে, পীযূষে ও বিষে, চন্দন ও পুরীষে, বুধ ও মূর্খে, ঐশ্বর্য্যশালী ও দরিদ্রে,

উভয়েরই মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সাধু ও অসাধুতেও সেইরূপ প্রভেদ। সাধু সঙ্গে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মন্দীভূত হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, কুসংসর্গে তেমনই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি খর্ব্বীকৃত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এজন্য মহাত্মাগণ সাধু-সঙ্গ লাভে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধুর লক্ষণ। যিনি সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী তিনিই সাধু। যিনি অসূয়া পরতন্ত্র না হইয়া লোকের গুণ কীর্ত্তন করেন, তিনিই সাধু। যিনি আপন ও পর অভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনিই সাধু। যিনি শান্ত-চিত্ত ও সর্ব্ব-ভূতে সমদর্শী তিনিই সাধু। যিনি পরোপকারে আত্ম-শরীর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত তিনিই সাধু। সাত্ত্বিকী কার্য্যে যাঁহার একান্ত চিত্ত তিনিই সাধু। যিনি হৃদিপদ্মাসনে অচিন্ত্য অদ্বিতীয় পুরুষকে ধারণ করিতে পারিয়াছেন তিনিই সাধু। যিনি পরমার্থ তত্ত্ব ভিন্ন বৃথা বাক্য উচ্চারণ করেন না তিনিই সাধু। মরাল যদ্রূপ নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সাধু-লোক তদ্রূপ সদসৎ বাক্য হইতে হিতকর বাক্য গ্রহণ করেন। সাধু-লোক কাহারও বিদ্বেষ্টা নন, কাহারও অরি নহেন, এজন্য কেহ তাঁহার বিদ্বেষ করে না, কেহ তাঁহার শত্রুতাও করে না। সাধুদিগের বহুমূল্য বসনের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের যে যশঃ বিস্তার সেই উৎকৃষ্ট বসন। সাধুদিগের মূল্যবান অলঙ্কারেরও আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের যে মধুর সদালাপ সেই উৎকৃষ্ট ভূষণ, তাঁহাদিগের যে সর্ব্ব জীবে সদয় ব্যবহার সেই সুন্দর

আভরণ: তাঁহাদিগের যে পুণ্যার্থীদিগকে সদুপদেশ বিতরণ, সেই উত্তম অলঙ্কার, তাঁহাদিগের যে প্রশান্ত মূর্ত্তি, সেই অঙ্গের অনির্ব্বচনীয় শোভা।

অন্তরিন্দ্রিয়ের গতি অতি চঞ্চল সর্ব্বদা এক বিষয়ে স্থির থাকে না। কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদয় হইলে পরক্ষণেই আবার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে খর্ব্বীকৃত করে. এজন্য নিরন্তর সাধু সঙ্গ লাভে যত্নবান হওয়া অস্মদাদির নিতান্ত বিধেয়। সাধুসঙ্গের কি অনুপম গুণ! তদ্দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আবির্ভাবকে তিরোভাব হইতে দেয় না। যখন একান্তে অবস্থিত থাকিলে মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তখন আর কোন সমাজে যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা রাখে না। কিন্তু যৎকালে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তখন সত্বর সাধুগণের সমীপস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অনুকরণ মনের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; কুকর্ম্মীদিগের সংসর্গী হইলে, কুকর্ম্মে যেরূপ ঘৃণা থাকা আবশ্যক তাহার হ্রাস হইয়া উঠে, এবং কুকর্ম্মীদিগের অনুকরণে বুদ্ধি প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন উত্তরোত্তর অসৎ-সঙ্গীর মনোমন্দির পাপের প্রশস্ত আকর হইয়া উঠে। তখন তাঁহার অন্তর প্রশস্ততা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কোচতা অবলম্বন করে, প্রসন্নতা পরিত্যাগ করিয়া মলিনতায় অবস্থিত হয়, ও সদানন্দের বিনিময়ে নিরানন্দ গ্রহণ করে। এবং ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকটে থাকিলে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রজ্ঞা পরিলিপ্ত হয়, মনের আত্ম-প্রসাদ স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ও প্রাশস্ত্য জন্মে.

ও অবিরত আনন্দ বিবর্দ্ধিত হয় ; তখন তিনি জীবনের সার্থকতা সম্পাদন ও মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন ।

যেমন নদী তীরস্থ তরুর পতন হইবার সম্ভাবনা ; ধর্ম্ম পরায়ণা স্ত্রীর নিরাশ্রয়াবস্থা জন্য ধর্ম্মভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা ; অপরিমিত পরিশ্রমে দেহ ভঙ্গের সম্ভাবনা ; উপায় চতুষ্টয়ে অনাভিজ্ঞ ও প্রজাপীড়ক রাজার রাজ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা ; সেইরূপ মনুষ্য সাধু সঙ্গ বর্জ্জিত হইলে পাপ পঙ্কে পতিত হইবার সম্ভাবনা । এ পর্য্যন্ত পৃথিবী তলে যত লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, একমাত্র সাধু সঙ্গ তাহার মূলীভূত কারণ ও যত পামর লোক নিন্দার ভাজন হইয়াছে, কুসংসর্গই তাহার নিদান ।

হস্ত্যাদ্যা যোনিষু মুক্তৈঃ প্রোক্তঃ ধর্ম্মঃ ।
তস্মাৎ জিজ্ঞাসুঃ যোনি, সাধু, সমাগম ॥
(বনপর্ব্বান) ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ।

আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসঙ্গমাদিভিঃ ।
গুণৈঃ পুরুষকারেণ স্বার্থঃ সং প্রাপ্যতে যতঃ ॥
(যোগবাশিষ্ঠম) ।

বাল্যাবধি অত্যর্থশাস্ত্রাভ্যাস এবং সৎসঙ্গাদি গুণ বিশিষ্ট হইলে পুরুষকার দ্বারা স্বার্থ প্রাপ্তি হয়।

মোক্ষ দ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমোবিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধু সঙ্গমঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠম্)

মোক্ষ দ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা— প্রথম শম অর্থাৎ বিষয় শান্তি দ্বিতীয় ব্রহ্মবিচার, তৃতীয় সন্তোষ ও চতুর্থ সাধুসঙ্গ।

শাস্ত্রৈঃ সজ্জন সংসর্গ পূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।
আদৌ সংসার মুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেব বিবর্দ্ধয়েৎ॥
(যোগবাশিষ্ঠম্

সজ্জন সঙ্গ, শাস্ত্র সন্দর্শন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা সংসার মোচন বুদ্ধি, বর্দ্ধন করিবেক।

বিশেষেণ মহাবাহো সংসারোত্তরণে নৃণাং।
সর্ব্বত্রোপকরোতীহ সাধুঃ সাধু সমাগমঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠম্)।

হে মহাবাহো! বিশেষেতে মনুষ্যের সংসারোত্তরণে সাধু সঙ্গই সর্ব্বত্র উপকার করে।

শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে
আপৎ সম্পদিবা ভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে।
(যোগবাশিষ্ঠ)।

সাধু আত্মীয় সংসর্গে, সুখ শূন্য ব্যক্তির শূন্যতা সংকীর্ণ হয় এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাও উৎসবের ন্যায় বোধ হয়, আর আপৎ সকল সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়, যেহেতু সাধু সঙ্গেতে মৃত্যু হইলেও মরণান্তর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

যঃ স্নাতঃ শীত শীতলা সাধু সঙ্গতি গঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
(যোগবাশিষ্টম্)।

যে ব্যক্তি সাধু সঙ্গরূপ নির্ম্মল সুশীতল গঙ্গাতে স্নাত হয়, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা, ও যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন।

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥
(মোহমুদ্গর)

পদ্মপত্র স্থিত জল যেরূপ চঞ্চল, জীবগণের আয়ু ও তদ্রূপ অস্থির, অতএব এই সংসারে ক্ষণমাত্র যে সাধুর সংসর্গ সে সংসার সাগর পার হইবার নৌকা অর্থাৎ পরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়।

ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ সাধু সঙ্গ। অতএব মানবগণের বিষবৎ কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সুধা সদৃশ সাধুসঙ্গ লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্বধর্ম্মানুষ্ঠান।

মানবগণের যত উৎকৃষ্ট ভূষণ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। ধর্ম্মই মোক্ষ নিকেতনের সোপান ও ধর্ম্মই একমাত্র যশের প্রশস্ত আকর। এই ধর্ম্ম বাহ্যাড়ম্বর ও কপট স্থানে অবস্থিতি করেন না। নির্ম্মল সরল চিত্তে ইঁহার অবস্থিতি, এবং সর্ব্বত্রে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সংপ্রতি অস্মদ্দেশে ধর্ম্ম লইয়া বিস্তর বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে; বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, পৃথিবীর মধ্যে যত জাতি আছে, সকলেরই মূলধর্ম্ম এক! বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল। সকল শাস্ত্রেই এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বর মনুষ্যের উপাস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। দয়ারত্ন বৃহস্পতি সূত্র ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে যদিও ঈশ্বরারাধনার মতভেদ আছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রে মিথ্যা কথন, জীবহিংসা, পরস্বাপহরণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি কর্ম্মকে পাপ ও অহিংসা অস্তেয় পরোপকার প্রভৃতিকে পুণ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং কি হিন্দু কি মুসলমান, কি য়িহুদি কি খ্রীষ্টান সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে, বৌদ্ধ শাস্ত্রের ন্যায় বিধিবদ্ধ রহিয়াছে! সুতরাং সকলেরই মূলধর্ম্ম এক, স্বীকার করিতে হইতেছে। কেবল জাতীয় আচার ব্যবহার বিভিন্ন। ঐ জাতীয়

আচার ব্যবহারকে অনেকে জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগের বিবেচ্য।

জীবের উপকার করা সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য। এজন্য বিদ্যাগার ও চিকিৎসালয় সংস্থাপিত সুপন্থা বা সেতু প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সমস্ত সদনুষ্ঠান সকল জাতির সাধারণ বিধি। অধিকন্তু হিন্দুদিগের গঙ্গাস্নান, তীর্থাটন, দেবার্চ্চন ব্রাহ্মণ ভোজন, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছে। কি অন্নপ্রাশন, কি বিবাহ কি প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেক শুভকর কার্য্যে হিন্দুদিগকে দেবলোক ও পিতৃলোকের পূজা করিতে হয়। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের প্রত্যেক কার্য্য যেমন ধর্ম্মের সহিত সংমিলিত এমন আর কোন জাতির লক্ষিত হয় না। কি শয়নকালে, কি প্রাতরুত্থান সময়ে, কি বিপদ কালে, কি ভোজন কালে, কি যাত্রাকালে, প্রথমে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এমন কি কোন বিষয়কর্ম্ম ঘটিত কোন লিপি বা কাহাকে কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে ঐ লিপির ও ঐ পত্রিকার শিরোভাগে অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিতে হয়। এই হিন্দু ধর্ম্ম অতি প্রাচীন। যাঁহারা হিন্দু-সমাজ মধ্যে গণ্য হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রযত্নে ও একান্ত মনে এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অতি কর্ত্তব্য।

নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা শুদ্ধ হিন্দু বলিয়া নয়, প্রায় সকল জাতীয় লোকে করিয়া থাকে, যবন জাতিদিগকে প্রত্যহ নমাজ ও ধর্ম্ম বিধানে রোজা, খৃষ্টান-

দিগকে প্রত্যহ ভজনা তদ্ব্যতিরিক্ত প্রতি সপ্তাহে গির্জা-ঘরে সমবেত হইয়া ভজনা করিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইক্ষণকার হিন্দু কৃতবিদ্য যুবক সম্প্রদায়ী লোক কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলেন, আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহারা না ব্রাহ্ম না খ্রীষ্টান না পৌত্তলিক না মুসলমান কোন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহেন। তাঁহারা ভ্রমেও দিনান্তে একটীবারও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন না। খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। পরোপকার করা নাই, নিমন্ত্রণ গ্রহণও নাই নিমন্ত্রণ করাও নাই। ইঁহারা হিন্দুবংশজাত, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এক নূতন ধর্ম্ম বাহির করিয়া বসিয়াছেন। ন্যায়ান্যায় বিচার নাই অর্থোপার্জ্জন করাই ধর্ম্ম, আপনা-দিগের পরিপাটী পরিচ্ছদই ধর্ম্ম, অশ্ব ও শকটাদি যানই ধর্ম্ম, স্বীয় পত্নীর বিবিধ অলঙ্কারই ধর্ম্ম, সুরম্য অট্টা-লিকাই ধর্ম্ম, আত্মোদর পরিপূরণ ও স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণই প্রকৃত ধর্ম্ম, বলিয়া জানেন। ইঁহারা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রতিপালন করাকে অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন; বলিতে কি এরূপ ধর্ম্মশূন্য থাকা অপেক্ষা প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই।

চীন ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি বহুধা জাতি আছে, কোন জাতীয় লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহে, কেবল দুর্ব্বোধ হিন্দু সম্প্রদায়ী লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণে তৎপর। তথাহি যবনাধিকার সময়ে অনেক হিন্দু মহম্মদ প্রণীত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে

অনেকে খ্রীষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন। যদি দেশের অধিপতিদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করা বিহিত হয়, তবে আর ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস কোথায়? যদি প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্ম সমাদ আদরণীয়, তবে বিভীষিকায় ভীত হইয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম বলিতে হইবে*। যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা কি বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবেন? এ কথা স্বীকার্য্য বটে যে কোন দেশেরই রীতি নীতি বিশুদ্ধ নাই, প্রত্যেক জাতির কোন না কোন বিষয়ে দোষ লক্ষিত হইবে, কিন্তু স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য স্ব স্ব জাতির কুপ্রথা সংশোধনে যত্নবান হওয়া কোন কুপ্রথা দৃষ্টে বা ক্রোধাধীন হইয়া স্ব-ধর্ম্ম চ্যুত হওয়া নিতান্ত উপহাসাস্পদীভূত মূঢ়ের কর্ম্ম। যে ভারতভূমি সভ্যতার আদিম স্থান, যে ভারত ভূমিতে ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বিরাজ করিতেছেন তথাকার অধিবাসীরা যে বিজাতীয় ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

আরও পিতামাতার দোষে সন্তানগণ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ তাঁহাদিগের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি অতি বলবতী। অগ্রে জাতিভাষা ও ধর্ম্ম তত্ত্ব উপদেশ না দিয়া অর্থের নিমিত্ত অল্প বয়স্ক সুকুমারমতি বালক বৃন্দকে ভিন্ন জাতীয় ভাষা অধ্যয়নে নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাহারা যে ভাষা অনুশীলন করে, তদ্ধর্ম্মের অঙ্কুর কিছু কিছু তাহাদিগের সুকোমল চিত্তে অঙ্কুরিত

* যবন রাজাদিগের ভয়ে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ধর্ম্মের এমনই প্রবল গতি যে, অনায়াসে উহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মে নীত করে। সংসর্গ গুণে বালকগণে অন্য জাতির অশন বসনের অনুকরণে ও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণে তৎপর হইয়া থাকে। তখন আর তাহারা জীবন রক্ষাকারিণী গর্ভধারিণীকে মনে করে না ও অশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রতিপালক পিতাকেও স্মরণ করে না। যখন সন্তানে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন পিতা মাতা স্ব স্ব ভ্রমাত্মক জ্ঞানের প্রতিফল অনুভব করেন। আহা! সেই সময় তাঁহাদিগের অনুতাপ শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অগ্রে সাবধান হইলে ভাবীকালে আর যাতনা পাইতে হয় না। কালাকাল বিচার না করিয়া নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো।
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে॥
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা।
যদা নরো মৃত্যুমুখেহভিবর্ত্ততে।

(শান্তি পর্ব্ব।)

মৃত্যু মনুষ্যকে প্রতীক্ষা করে না; সুতরাং তাহার ধর্ম্ম সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই, মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল কালেই শোভা পায়।

ধর্ম্ম বিষয়েও অধিক তর্ক বিতর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম লইয়া নানা তর্ক উপস্থিত করিলে অন্তঃকরণে নানা

সন্দেহ উপস্থিত হয়, সংশয় উপস্থিত হইলে জাতীয় ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা। তখন লোকে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিপথগামী হয়। অতএব দৃঢ়তা সহকারে আপন আপন অন্তরে ধর্ম্মকে স্থির করিয়া রাখা উচিত। পরকালের ভয় প্রতিনিয়ত অন্তঃকরণে জাগরূক থাকা ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ, এজন্য মৃত্যুর দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। যাহারা মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকে, তাহাদিগকেই পাপপথে বিচরণ করিতে দেখা যায়। আরও শাস্ত্রকারেরা কহেন "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই। তাঁহারা নিরন্তর অসুখে কালযাপন করেন। অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, ভূরি ভূরি কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্বধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা পদে পদে বিপদস্থ হইয়াছেন, এমন কি সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগের নাম উপস্থিত হইলে, অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হয়। একারণ সকল জাতিরই স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সর্ব্বাংশেই শ্রেয়স্কর।

শ্রেয়ানস্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

(ভগবদ্গীতা)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা কহিয়াছিলেন। "সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন যে পর ধর্ম্ম তদপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম তাহাতে প্রাণী

বিয়োগ হইলেও স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু এক জাতির ধর্ম্ম অন্য জাতির প্রতি নিষিদ্ধ, এজন্য তাহা করিলে পাপ

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্ত নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।

(মনু)

আচারই পরম ধর্ম্ম শ্রুতি ও স্মৃতি কহেন। এজন্য আত্মহিতেচ্ছু দ্বিজ যত্নবান হইয়া আচারানুগামী হইবে

পুরাকাল হইতে পরম্পরাগত যেরূপ আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহারই অনুগমন করা অন্যাদাদির বিধেয়। যদি কোন কদাচার লক্ষিত হয়, তাহার সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দেবার্চ্চনা।

হিন্দুদিগের সমুদায় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, নিত্য কর্ম্ম ও পূজা হোমাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার যোগ্য হওয়া যায়। আমাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা উচিত। কর্ম্ম করা উচিত বটে, কিন্তু কর্ম্মে যে সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা করা যায়, তাঁহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান করা কর্ত্তব্য ও কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করা বিধেয়। নিষ্কাম কর্ম্মই অতীব শ্রেয়স্কর, সমুদায় শাস্ত্রে এইরূপ কহিয়া থাকেন, এস্থলে ভগবদ্গীতা হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করা হইতেছে, যথা,

এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বি মাং শৃণু।
বুদ্ধ্যাযুক্তোযয়াপার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ (১)

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায় ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥ (২)

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং॥ (৩)

যামিমাং পুষ্পিতাবাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ (৪)

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফল প্রদাং।
ক্রিয়া বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥ (১)

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌন বিধীয়তে॥ (২)

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ (৩)

"সাংখ্য নামক তত্ত্ব-জ্ঞান অর্জ্জুনের প্রতি কথিত হইল, ইহাতে যদি অপরোক্ষ জ্ঞান না হইয়া থাকে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত কর্ম্ম যোগ কহিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যাহাতে ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করতঃ এই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে"। ১।

"যেমন কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মের বিঘ্ন হইলে ফল হানির সম্ভাবনা, ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত কর্ম্মের বিঘ্ন বৈগুণ্যাদিব তদ্রূপ সম্ভব নাই, ঈশ্বরারাধনা জন্য এই ধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠান করা হইলেও নিষ্ফল হয় না"। ২।

"ভগবদ্ভক্তি দ্বারা অবশ্যই উদ্ধার হইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা এক পরতা, কামী ব্যক্তিদিগের অনন্ত-কামনা জন্য অনেক প্রকার বুদ্ধি হয়, আর তাহাতেও কর্ম্মফল এবং কর্ম্মানুষঙ্গী অশ্ব-মেধাদি যাগের দিগ্বিজয় কর্ম্মের ন্যায় গুণ ফলাদি নানা প্রকারে বহুশাখা বিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ভগবৎ আরাধনা জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈগুণ্য হইলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু কাম্যকর্ম্ম তদ্রূপ নহে"। ৩।

"বিষলতার ন্যায় আপাততঃ রমণীয়া প্রকৃষ্ট স্বর্গাদি ফল-শ্রুতিরূপ বাক্য-নিচয়ের দ্বারা বিবেক-শূন্য লোকের ভগবদ্ভক্তিতে যে নিশ্চয় মুক্ত হইব, এমন বুদ্ধি হয় না, তাহার হেতু এই যে বেদের মধ্যে যে সকল প্রশংসাপর অর্থাৎ চতুর্ম্মাসীয় যজনশীলগণের অক্ষয় স্বর্গ হয়, এবং যজ্ঞ শেষ সোমপান করিয়া আমরা অমর হইব, ইত্যাদি যে বাক্য সেই কাম্য কর্ম্মের প্রশংসাপর বাক্যেতেই তাহারা রত, অতএব ইহার অতিরিক্ত অন্য প্রাপ্তব্য নাই এই মত কহিয়া থাকে"। ৪।

কামাক্রান্তচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিরা স্বর্গই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে ও জন্ম কর্ম্মফলাদিপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রতি সাধনীভূত ক্রিয়া বিশেষের আধিক্য যাহাতে আছে এমত বাক্য সকল বলে"। ৫।

"ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাদিতে আসক্ত এবং বিষলতাবৎ আপাততঃ রমণীয়া বাক্য দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত যে ব্যক্তি সকল তাহাদের সমাধি হয় না অর্থাৎ ঈশ্বরের এক নিষ্ঠারূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না"। ৬।

"সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্ত বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধ প্রতিপাদক হয়েন, হে অর্জ্জুন! তুমি নিষ্কাম হও তাহার উপায় এই যে সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য কর আর অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করণ রূপ যে ক্ষেম তদুভয় পরিত্যাগ কর, যেহেতু সুখ দুঃখাদিতে আসক্ত ও অপ্রাপ্য বস্তুর ইচ্ছা এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে ব্যাকুল চিত্ত, অসাবধান ব্যক্তিদিগের নিষ্কাম হওয়া সম্ভব নহে"। ৭।

যেমন রাজার নিকট কোন ইষ্ট সাধনের অভিপ্রায় থাকিলে, রাজপুরুষদিগের সাহায্য সাপেক্ষ হয় এজন্য তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে হয়। সেইরূপ বিশ্বেশ্বরের নিকট গমন করিতে হইলে প্রথমে অমরগণের আশ্রয় লওয়া উচিত। আরও উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। পিতৃলোক আমাদিগের পরম হিতৈষী ছিলেন, বলিয়া যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা যেমন বিধেয়; দেবগণও আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবার সাধনীভূত শস্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন ও স্বর্গাদি সুখ ভোগের স্থান দান করেন এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার নিমিত্তে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের বন্দনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রের মুখ্যাসিদ্ধিই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাল্য। দেব-দেবীর পূজার নিয়ম ত্রিবিধ। যথা. সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সাত্ত্বিকী পূজাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমাদিগের সাত্ত্বিকী পূজা অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রে সাত্ত্বিকী পূজার এই বিধি দিয়াছেন। যথা,

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ"।

জপ যজ্ঞ ও নিরামিষ দ্বারা যে দেবার্চ্চনা তাহার নাম সাত্ত্বিকী পূজা"।

"রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যঃ সামিষৈস্তথা"

বলিদান নৈবেদ্য ও সামিষ দ্বারা যে অর্চ্চনা তাহার নাম রাজসী পূজা।

"সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপ যজ্ঞৈর্বিনাতুযা,
বিনা মন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা।"

জপ যজ্ঞ ও মন্ত্র রহিত, সুরা মাংসাদি উপহার দ্বারা যে অর্চ্চনা তাহাকে তামসী পূজা কহে, অসভ্য জাতীয় লোকে এই পূজা করিয়া থাকে। রাজসী ও তামসী পূজায় বলিদানের বিধি আছে, কিন্তু ঐ বলিদান মহানিষ্টকর। অনিষ্টকর বলিয়া শিব সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া দুর্গাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা,

জীবানুকম্পাং বিজ্ঞাতুং ততোদুর্গাং সদাশিবঃ
পপ্রচ্ছ পরম প্রীত্যা গূঢ়মেতদ্বচো মুদা॥
সর্ব্বেবিষ্ণুময়া জীবা ত্বদ্ভক্তাশ্চ কথং শিবে।
শ্রুতং ময়া তবোদ্দেশে কুর্য্যুঃ কামনয়া বধং॥
মহান্ সন্দেহ ইতিমে ব্রূহি ভদ্রে সুনিশ্চিতং।
শঙ্করী তদ্বচ শ্রুত্বা শিববক্ত্রবিনির্গতং॥
ভীতাত্যন্তং হি ব্রহ্মর্ষে প্রত্যুবাচ সদাশিবং॥

শিব কৃপা পরতন্ত্র হইয়া প্রীতির সহিত দুর্গাকে এই গূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে "হে ভদ্রে! আমার অন্তঃকরণে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, যেহেতু ত্বদ্ভক্তগণ, তবোদ্দেশে বিষ্ণুময় যে জীব, সেই জীব বধ করিয়া থাকে, অতএব আমাকে এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর"। ব্রহ্মর্ষি শিবের এই বচন শ্রুত হইয়া এবং তাঁহাকে ভীত দেখিয়া পার্ব্বতী এই উত্তর করিয়াছিলেন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যমমাচ্চ্যন মিত্যুক্তা প্রাণিহিংসন তৎপরাঃ।
তৎ পূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ ॥ ১ ॥
মদর্থে শিবকুর্ব্বন্তি তামসা জীব ঘাতনং।
আকল্প কোটি নিরয়ে তেষাং বাসোন সংশয় ॥ ২ ॥
মমনাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতি নাস্তি কুম্ভীপাক মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনং।
কল্পকোটি শতং শম্ভো রৌরবে সবসেৎ ধ্রুবং ॥ ৪ ॥
যে মোহাদ্মানবৈর্দেহিহত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
এক বিংশতি কুলাশ্চ তত্তদ্যোনিষু জায়তে ॥ ৫ ॥
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোণিত কর্দ্দমং।
সপচেন্নরকে তাবদ্যাবল্লোমানি তস্যবৈ ॥ ৬ ॥
হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈবচ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বেতে ধ্রুবং নরকগামিনঃ ॥ ৭ ॥
যমোদ্দেশে পশূনহত্বা সংক্রুদ্ধ পাত্রমুৎসৃজেৎ।
সা মূঢ়ঃ সতু পূযোদে বসেদ্যাদিন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
দেবতান্তর মন্নাম ব্যাজেন স্বেচ্ছয়া তথা।
হত্বা জীবাংশ্চ যে ভক্ষেৎ নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥
যূপে বদ্ধা পশূনহত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্ত কর্দ্দমং।
তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে ॥ ১০ ॥
উপদেষ্টা বধেহন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তাচ বিক্রয়ী।
উৎসর্গ কর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
মধাস্থস্য বধাযাপি প্রাণিনাং ক্রয় বিক্রয়ে।
তথাক্রেতুশ্চ স্থনায়াং কুম্ভীপাকো ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ১২ ॥
স্বয়ং কামাশয়োভুত্বা যেহজ্ঞানেন বিমোহিতঃ।
হন্ত্যন্যান্ বিবিধান জীবান্ কুর্য্যাং মন্নামশঙ্কর ॥ ১৩ ॥

তদ্রাজ্য বংশ সম্পত্তি জ্ঞাতি দারাদি সম্পদাং।
অচিরাদ্বৈভবেন্নাশো মৃতঃ স নরকং ব্রজেৎ॥ ১৪॥

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্য কর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীবঘাতনং॥ ১৫॥

সদ্ব্যাজেন পশূন্ হত্বা যে ভক্ষন্তি সহ বন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্র লোম সংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ॥ ১৬॥

আবয়োরন্যদেবানাং নাম্নাচ পর কর্ম্মণি।
যঃ সংপোষ্যপশূন্ হন্যাৎ সোহন্ধতামিস্রমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥

পশূন্ হত্বা তথাদ্বাং মাং যোহর্চ্চয়েন্মাংস শোণিতৈঃ।
তাবত্তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ১৮॥

নির্ম্মাঙ্গি তস্যতুল্যাং তৎ বহু দ্রব্যেন যৎকৃতঃ।
যস্মিন্ যজ্ঞে প্রভো শম্ভো জীবহত্যা ভবেদ্ধ্রুবং॥ ১৯॥

যজ্ঞমারভ্যচেৎ শক্রঃ কুর্য্যাদ্বৈপশুঘাতনং।
সভদাধোগতিং গচ্ছেদিতরেষাঞ্চ কা কথা॥ ২০॥

আবয়োঃ পূজনং মোহাদ্যোকুর্য্যান্মাংসশোণিতৈঃ।
পতন্তি কুম্ভীপাকেতে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ॥ ২১॥

ফলকামাশ্চ বেদোক্তৈঃ পশোরালভনং মখে।
পুনস্তজ্জং ফলং ভুক্ত্বা যে কুর্ব্বন্তি পতন্ত্যধঃ॥ ২২॥

স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যঃ করোতি নিগমাজ্ঞয়া।
তদ্ভোগান্তে পতত্যুগ্রঃ সজন্মানি ভবার্ণবে॥ ২৩॥

যেহত্রাঃ পশবো লোকে ইহ স্বার্থেষু কোবিদৈঃ।
তে পরত্রতুতান্ হন্যুস্তথা খড়্গেন শঙ্কর॥ ২৪॥

আত্মপুত্র কলত্রাদি সুসম্পত্তি কুলেচ্ছয়া।
যো দুরাত্মা পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়েৎ সতু॥ ২৫॥

জানন্তিনোবেদ পুরাণ তত্ত্বং যে কর্ম্মঠাঃ পণ্ডিতমানযুক্তা।
লোকাধমস্তমাস্তে নরকে পতন্তি কুর্ব্বন্তি মুর্খাঃ পশুঘাতনঞ্চেৎ॥ ২৬॥

যেহজ্ঞানিনো মন্দ ধিয়োহকৃতার্থা ভুবে পশুঘ্নন্তি নধর্ম্মশাস্ত্রং।
জানন্তিনাকং নরকং নমুক্তিং গচ্ছন্তি ঘোরং নরকং নরাস্তে॥ ২৭॥

শুদ্ধা অকাঙ্খা ন বিদন্তি শাক্তা ন ধর্ম্মমার্গং পরমার্থ তত্ত্বং।
পাপং ন পুণ্যং পশুঘাতকা যে পুরোদ বাসো ভবতীহ তেষাং। ২৮
জীবানুকম্পাং নবিদন্তি মূঢ়াঃ ভ্রান্তাশ্চ যেহসৎ পথিনো স্বধর্ম্মং।
স্বার্থা ভবে প্রাণিবধং সুকুর্য্যস্তে যান্তি মর্ত্ত্যাঃ পশুরৌরবাখ্যং। ২৯

ততস্তু খলুজন্তুনাং ঘাতনং নো করিষ্যতি।
শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মবান্ জ্ঞানী প্রাণান্তে নৈব মানবঃ॥ ৩০॥
জীবচ্ছেদাত্মনং ক্ষেমং ত্যক্তা জ্ঞানং তদানরঃ।
জ্ঞাত্বা কানপি নোহন্যাং সঙ্কটাপন্ন এব চেৎ॥ ৩১॥
সম্পত্তৌচ বিপত্তৌচ পরলোকেচ্ছু কঃ পুমান্।
কথঞ্চিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাত্তত্ত্ববিৎ সুধীঃ॥ ৩২॥
প্রাপ্নুবন্তি মঃ পরব্রহ্ম তত্ত্বমিচ্ছেৎ সদাশিব।
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জ্ঞাত্বা নকুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধং॥ ৩৩॥
বধাদ্রক্ষতি যোমর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ।
কিং পুণ্যং তস্য বক্ষ্যেহহং ব্রহ্মাণ্ডং সতু রক্ষতি॥ ৩৪॥
যোরক্ষেৎ ঘাতনাৎ শক্তো জীবমাত্রং দয়াপরঃ।
কৃষ্ণ প্রিয়তমো নিত্যং সর্ব্বরক্ষাং করোতি সঃ॥ ৩৫॥
একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্য রক্ষিতং।
বধাৎ শঙ্কর বৈযেন তস্মাদ্রক্ষেন্নঘাতয়েৎ॥ ৩৬॥

পশুহিংসা বিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা।
উক্তো রজোস্তমোভ্যাংস কেবলং তমসাপিবা॥ ৩৭॥
নরকং স্বর্গ মেবার্থং সংসারায় প্রবর্ত্তিতঃ।
যতস্তৎ কর্ম্মভোগেন গমনাগমনং ভবেৎ॥ ৩৮॥
সত্তোন সাত্বত গ্রন্থে সাবিধির্নৈব শঙ্কর।
প্রবৃত্তিতো নিবৃত্তিস্তু যত্রাপি সাত্বিকী ক্রিয়া॥ ৩৯॥
এবং নানাবিধং কর্ম্ম পশোরালম্ভনাদিকং।
কামাশয়ঃ ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বা জ্ঞানেন মানবঃ॥ ৪০॥
পশ্চাজ্ জ্ঞানাসিনাচ্ছিত্ত্বা ভ্রান্ত্যা সাং তামসীং সদা।
যমভীতি হরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ॥ ৪১॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ড)

" যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করিবে বলিয়া জীবহিংসায় রত হয়, তাহার সেই পূজা অপবিত্র এবং জীব হিংসা জন্য তাহার অধোগতি হয়" ॥ ১ ॥

" যে তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার অর্চ্চনায় জীব হিংসা করে, হে শিব! তাহার কল্পকোটিকাল নিঃসন্দেহ নরকে বাস হয় " ॥ ২ ॥

" যে ব্যক্তি আমার নাম করিয়া অথবা অন্য কোন যজ্ঞে পশু হনন করে, তাহার কখনই নিষ্কৃতি নাই, সে কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে " ॥ ৩ ॥

" দৈব কর্ম্ম ও পিতৃ কর্ম্মের নিমিত্ত অথবা আপনার জন্য যে ব্যক্তি প্রাণি হিংসা করে, হে শম্ভো! কল্প-কোটি শত তাহাকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয়" ॥ ৪ ॥

" হে সদাশিব! মোহ প্রযুক্ত হউক আর ইচ্ছাধীনই হউক যে ব্যক্তি দেহী হত্যা করে, তাহাকে একবিংশতি বার যে জাতীয় জীব হনন করে সেই যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় " ॥ ৫ ॥

" যে কোন যজ্ঞে যে কোন ব্যক্তি পশু হনন করিয়া শোণিত প্রবাহিত করে, সেই ব্যক্তিকে, শরীরের লোম সংখ্যানুসারে তত বৎসর নরকে বাস করিতে হয়" ॥ ৬ ॥

" হন্তা কর্ত্তা, উৎসর্গ কর্ত্তা এবং ধর্ত্তা সকলকেই সম-ভাবে নরক ভোগ করিতে হয় " ॥ ৭ ॥

" যে মূঢ় লোক আমার উদ্দেশে পশু হনন করিয়া সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে সে নিঃসন্দেহ পূযোদ নরকে বাস করে" ॥ ৮ ॥

"দেবতাদিগের মধ্যে সন্ন্যাসচ্ছলে অথবা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যে মনুষ্য জীব হিংসা করিয়া ভক্ষণ করে তাহার নিত্যই নরকে বাস হয়" ॥ ৯ ॥

"যূপে বদ্ধ করত যে মানব জীব হত্যা করিয়া রক্ত কর্দ্দম করে, তাহার যদি স্বর্গ ভোগ হয়, তবে নরকে আর কে গমন করিবে?" ॥ ১০ ॥

"জীব হিংসার উপদেষ্টা, কর্ত্তা, ধর্ত্তা, হন্তা, বিক্রেতা, ও উৎসর্গকর্ত্তা সকলকেই নিরয়গামী হইতে হয়" ॥ ১১ ॥

"বধার্থ প্রাণীর ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্থকে এবং সূনা-দর্শন কর্ত্তাকে কুম্ভীপাক নরক প্রাপ্ত হইতে হয়" ॥ ১২ ॥

"হে শঙ্কর! কামতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ আমার নাম করিয়া যে ব্যক্তি বিবিধ পশু হনন করে, তাহার রাজ্য সম্পত্তি বংশ জ্ঞাতি ও দারাদি সম্পদ প্রভৃতি অচিরাৎ কালের মধ্যে নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্যক্তিকে দেহান্তে নরক ভোগ করিতে হয়" ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

"দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে ও মাঙ্গলিক কর্ম্মে যে ব্যক্তি পশু হিংসা করে, তাহার নরকে বাস হয়" ॥ ১৫ ॥

"ছলতঃ আমার উদ্দেশে পশু বধ করিয়া যে ব্যক্তি সেই মাংস বন্ধুগণ সহ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, গাত্র-লোম সংখ্যা বৎসর অসিপত্রাভিধান-নরকে বাস করে" ॥ ১৬ ॥

"আমাদিগের অথবা অন্য কোন দেবতার কর্ম্মে যে ব্যক্তি পোষিত পশু হনন করে, তার অন্ধতামিস্র নরকে বাস হয়" ॥ ১৭ ॥

"যে ব্যক্তি পশুর মাংস শোণিত দ্বারা আমাদিগের

অৰ্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তির যাবৎ চন্দ্র সূর্য্যকাল নরকে বাস হয়" ॥ ১৮ ॥

"যে যজ্ঞে জীবহিংসা হয়, সেই যজ্ঞের সমগ্র সামগ্রী ভস্ম তুল্য অর্থাৎ পণ্ড হয়" ॥ ১৯ ॥

"অন্যান্য ব্যক্তির ত কথাই নাই, যদি ইন্দ্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞে পশু হনন করেন, তবে তাঁহারও অধোগতি হইবে" ॥ ২০ ॥

"যে ভ্রান্ত ব্যক্তি মাংস শোণিত দ্বারা আমাদিগের পূজা করে, তাহার কুম্ভীপাক নরকে বাস হয়, ও তদনন্তর পুনরায় তাহাকে পশু যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়" ॥ ২০ ॥

"ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ স্বর্গ ভোগেচ্ছায় যজ্ঞে পশু হনন করে, কিন্তু তাহাদিগকে স্বর্গভোগান্তে পুনরায় অবনীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় ইহা বেদে কথিত" ॥২২॥

"অশ্বমেধ যজ্ঞেও ঐরূপ স্বর্গভোগান্তে অবনী, ইহা নিগমে উক্ত হইয়াছে" ॥ ২৩ ॥

"হে শঙ্কর! আপনার হিতবোধে যাহারা পশু হনন করে, পরিণামে ঐ সমস্ত পশু খড়্গ দ্বারা সেই মানব সমুদায়কে সংহার করে" ॥ ২৪ ॥

"যে দুরাত্মা আপন কুল, ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী পুত্রের জন্য প্রাণি বধ করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়" ॥ ২৫ ॥

"যে সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী কর্ম্মঠ ব্যক্তি, বেদ ও পুরাণের তত্ত্ব না জানিয়া পশু হিংসা করে, তাহারা অতি মূর্খ নরাধম, চরমে তাহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়" ॥ ২৬ ॥

" যে সকল অজ্ঞানী অকৃতার্থ মূঢ় ব্যক্তি স্বর্গ নরক ও ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া পশুবধ করে তাহারা ঘোর নরকে পতিত হয়" ॥ ২৭ ॥

" সেই সকল ব্যক্তির নরক হয়, যে শাক্তেরা ধর্ম্মমার্গ, পরমার্থতত্ত্ব ও পাপপুণ্য না জানিয়া পশু হত্যা করে"॥ ২৮ ॥

" যে সকল কুপথগামী ভ্রান্ত ও মূঢ় ব্যক্তি, ধর্ম্ম এবং জীবের প্রতি দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা না জানিয়া প্রাণিহিংসা করে তাহাদিগের রৌরব নরকে বাস হয়। এজন্য শুদ্ধাত্মা ধার্ম্মিক জ্ঞানী মনুষ্যেরা প্রাণান্তেও প্রাণিহিংসা করিবেন না" ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

"যিনি আপনার শুভইচ্ছা করেন, তিনি বিপদে পতিত হইয়াও যেন কোন জীবের হিংসা না করেন" ॥ ৩১ ॥

" যে তত্ত্ববিৎ সুধী ব্যক্তি পরলোকের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি কি বিপদে কি সম্পদে কখনই জীব হত্যা করিবেন না" ॥ ৩২ ॥

" হে সদাশিব ! যিনি ঐহিক ও পারত্রিকের কল্যাণ বাসনা করেন, তিনি যেন কখনই বিষ্ণুময় জীব সমুদায় হনন না করেন" ॥ ৩৪ ॥

" হে সদাশিব তাহার পুণ্যের কথা বলিতে পারি না, যে তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ লোক হিংসা হইতে জীবকে রক্ষা করে তাহার ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করা হয়" ॥ ৩৪ ॥

" হে শম্ভো ! কৃপা পরতন্ত্র হইয়া যে লোক হত্যা হইতে জীব রক্ষা করে, সে ব্যক্তির সকল রক্ষা করা হয়, এবং সেই নর কৃষ্ণের প্রিয়তম হয়" ॥ ৩৫ ॥

" হে শঙ্কর ! একটী প্রাণী রক্ষা করিলে ত্রৈলোক্য

রক্ষা করা হয়, এই হেতু বধ না করিয়া রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ" ॥ ৩৬ ॥

"যদি বল নিগম ও পুরাণে পশু হিংসার বিধি আছে, ঐ বিধি দ্বারা স্বর্গ নরক উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে, উহা কেবল দুর্নিবার সংসারে গমনাগমনকারী, রাজস ও তামস ব্যক্তিগণের জন্য উক্ত হইয়াছে" ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

"হে শঙ্কর! উপরোক্ত পশুবধ বিধি কখনই সাত্বিকী কর্ম্মের জন্য নহে, কেবল কামাশয় ফলাকাঙ্ক্ষী লোকেরাই পশু হিংসা করিয়া থাকে" ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

"জ্ঞান-অসি দ্বারা ঐ সকল ভ্রম চ্ছেদন করিয়া গোবিন্দের পদাশ্রয় করিলে তাহার আর যমভয় থাকে না" ॥ ৪১ ॥

শাস্ত্রে বৈধ হিংসার বিধি আছে, অবিধিও দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকারী বিশেষে অশেষ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, অতএব অসভ্য লোকের অনুষ্ঠান সভ্য লোকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অনেকে কহিয়া থাকেন, বলিদান অনেকের একটী কৌলিক কর্ম্ম, কৌলিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, পূর্ব্ব পুরুষ মহাশয়েরা সকলেই যে বুদ্ধিমান ও অভ্রান্ত ছিলেন এমন নহে, যদি কেহ তামস প্রকৃতি জন্য পশু হনন করিয়া গিয়া থাকেন বলিয়া যে তাঁহার বংশাবলী সেইরূপ কর্ম্ম করিবেক ইহা অবশ্যই যুক্তি বহির্ভূত। বিবেচনা করুন যদি পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে কেহ কোন নিন্দনীয় অপকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অনন্তরজাত নরগণ কি সেই অপকর্ম্ম আবহমান অনুষ্ঠান করিবেক? সংপ্রতি অনেকে

বলিদান উঠাইয়া দিয়াছেন. কিন্তু যাঁহারা তুলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই মাংসাশী দেখা যায়। পাঠক মহাশয়েরা বিচার করুন্ যে তাঁহারা কিরূপ সাত্বিক লোক।

সৌর শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব ও শৈব তন্ত্রে এই পঞ্চবিধ উপাসকের উল্লেখ আছে। ঐ উপাসক সকলে স্ব স্ব ইষ্ট দেবতাকে ব্রহ্ম-বোধে সংগোপনে অর্চনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের লোক সমুদায় কোন নৈমিত্তিক দেব পূজা করিতে হইলে শালগ্রাম শিলায় ঐ দেবের পূজা করিতেন, তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে প্রস্তরাঙ্কিত দেবযন্ত্র ও শিবলিঙ্গের পূজার নিয়ম ছিল। তদনন্তর মানবগণের যত শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল ততই বাহ্যাড়ম্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অর্থাৎ পুতুল পূজা হইতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন পরম্পরায় শুনা গিয়াছে, কালী ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে অপ্রকাশিত ছিল। অধুনা বারোইয়ারি পূজোপলক্ষে কত রকম নূতন নূতন দেব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। পুতুল পূজায় সার কর্ম্ম কিছুই দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে অতি অস্পর্শীয় জাতিরাই প্রতিমা নির্ম্মাণ ও উহার চিত্র কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং যে সমুদয় পদার্থে উহার রঙ্গ প্রতিফলিত করে, তাহা অত্যন্ত অশুচি। যখন পুরোহিত মহাশয়েরা ঐ প্রতিমা স্পর্শ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহারা নিঃসন্দেহ অশুচি হইবেন। যখন শাস্ত্রে মানসিক পূজাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কহিয়াছেন, তখন দেবতাদিগের অনুপম মূর্ত্তি অন্তরেন্দ্রিয়ে একান্ত ধ্যান করাই বিধেয়। সামান্য

পুতুলের সহিত সেই মূর্ত্তির তুলনা করিতে গেলে দেবতা-দিগের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। যে দেবী জগৎজননী তাঁহাকে ব্যভিচারিণীর আকৃতি পুতুলের সহিত উপমা দেওয়া কি মূঢ়তার কর্ম্ম নহে? বিবেচনা করুন যদি কোন ভদ্র লোকের আকৃতির অনুকরণ সামান্য পুতুলে করা হয় এবং ঐ পুতুলে কোন অঙ্গের বৈলক্ষণ্য হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বিরক্ত হইবেন। তবে আর সুরগণের সন্তোষ বিধান কোথায় রহিল।

পুতুল পূজার আধিক্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। যদি উহা হিন্দুদিগের পরম ধর্ম্ম হইত তবে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অবশ্যই প্রচলিত থাকিত: ঐ সকল প্রদেশ হিন্দুদিগের আদিম বাসস্থান, এবং তথায় অনেক বেদবেত্তা লোক আছেন। বাঙ্গালীরা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন বিহীন। পুতুল পূজা শ্রেষ্ঠত্বরূপে গণ্য হইলে ঐ সমুদায় প্রদেশীয় লোকে কখনই ঐ পূজায় বিমুখ থাকিতেন না।

অস্মদ্দেশীয় লোকে পূজোপলক্ষে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহার অধিকাংশই প্রতিমায় ও জঘন্য নৃত্য গীতাদিতে পর্য্যবসিত হয়। দান ভোজনাদি সৎকর্ম্মের সময় বিষম টানাটানি ঘটিয়া উঠে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে সামান্য নর্ত্তকী সহাস্য বদনে ও পুরোহিত মহাশয় দীন নয়নে কর্ম্মীর নিকেতন হইতে নিঃসৃত হইতেছেন। এক এক প্রতিমার সাজই বা কত, দুই তিন দিন পরে ঐ বহু ব্যয় সম্পন্না প্রতিমা জলে নিঃক্ষিপ্তা হইয়া থাকে। কি দুঃখের বিষয়! এতাদৃশ অন্যায্য কর্ম্মে

এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করা কি বুদ্ধিমান জীবের কর্ম্ম? বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জিত হইয়া থাকে, সেই অর্থ না দেবায় না ধর্ম্মায় না আত্মায় কোন সৎকার্য্যে পর্য্যবসিত হয় না। এরূপ বৃথা ব্যয় করা পৌত্তলিক মহাশয়দিগের কেবল অহঙ্কার প্রকাশ মাত্র। বারোইয়ারির ইয়ারেরা পূজোপলক্ষে এরূপ নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সাংসারিক কার্য্যে তখন আর একটী বারও মনোনিবেশ করিতে পারেন না, এমন কি তাঁহা-দিগের আহার নিদ্রার সময়ের অপ্রতুল ঘটিয়া উঠে। ঐ পূজার জন্য কোন স্থানে চাঁদা ও কোন স্থানে ভিক্ষা করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। ইয়ারেরা যদি হিতাহিত বিচার পরতন্ত্র হইয়া ঐ অর্থের ও ঐ পরিশ্রমের শতাংশের একাংশ দেশ হিতঙ্কর কার্য্যে ব্যয় করেন তবে আর বঙ্গভূমির সৌভাগ্যের সীমা থাকে না।

কোন কোন স্থলে মৃণ্ময়ী প্রতিমার বিধি নিরীক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এইক্ষণকার প্রতিমার সহিত উহার সম্পূর্ণ প্রভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন মহাত্মা প্রতিমা পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু দুই এক ব্যক্তি প্রতিমা পূজা করিলে উহা সাধারণ বিধি হইতে পারে না। ঘটপটাদিতে দেবার্চ্চনা করাই শ্রেয়ঃকল্প। এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের অনু-কূল সাত্ত্বিকী পূজা করাই অতীব কর্ত্তব্য। তামসী রাজসী পূজা কেবল মূর্খদিগের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সৎপথাবলম্বী করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। কোন কোন শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার দোষ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবিদেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥
(শাতাতপ)।

ইতর মনুষ্যেরা জলে ঈশ্বর জ্ঞান করে, পণ্ডিতেরা গ্রহাদিতে ঈশ্বর জ্ঞান করেন, মূর্খেরা কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রতিমায় ঈশ্বর জ্ঞান করে, এবং জ্ঞানীরা আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান করেন।

কিংস্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
দর্শন স্পর্শন প্রশ্নপ্রহ্ব পাদার্চ্চনাদিকং॥
(শ্রীভাগবৎ)।

যাহাদিগের তীর্থস্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি, প্রতিমাতে দেব জ্ঞান, তাহাদিগের, যোগেশ্বরদিগের দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার ও পাদার্চ্চন অসম্ভবনীয় হয়।

ব্রহ্মোপাসন।

আত্মানমেবোপাসিত।

(শ্রুতিঃ)।

আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহারই উপাসনা করিবে।

যিনি নিখিলবিশ্বের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নিরুপাধি, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, ষড়্ বিকার* বিহীন ও পরাৎপর, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাত্রয়ে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, যিনি জ্ঞানীগণের নিকটে জলে স্থলে শূন্যে সমভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যিনি অজ্ঞানান্ধ প্রাণীদিগের সমীপে অপ্রকাশিত রহিয়াছেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিদিন প্রভাকর স্বকর বিতরণ পুরঃসর বিশ্ব সংসারকে সমুজ্জলিত করিতেছেন, ও প্রভঞ্জন মন্দ মন্দ সঞ্চরণ দ্বারা প্রাণী নিচয়ের প্রাণ দান করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে কলানিধি স্বগণ সহ সমুদিত হইয়া স্বীয় কৌমুদী বিকীর্ণ পূর্ব্বক তিমিরাবৃত বিভাবরীকে দিবস তুল্য দীপ্তিশালিনী করিতেছেন, যাঁহার নিয়মে শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে আগমন প্রতিগমন করিতেছে, যিনি হংসকে শুক্ল ও শুক পক্ষীকে হরিদ্বর্ণে শোভিত করিয়াছেন, যিনি শিখীকলাপে অনুপম শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি

---

* বিদ্যমানতা, জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ ও অবস্থান্তর।

জীবগণের মঙ্গলাভিপ্রায়ে জগতে অনবরত কল্যাণ-বারি বর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় বসুমতী বহুবিধ ফল-মূল ও শস্যাদি প্রসব করিয়া সচেতন জীব নিকরকে, ভোজ্য প্রদান করিতেছেন, ও যদাজ্ঞায় প্রবালকীট সমুদায় ভাবী জীবগণের বাসস্থানের নিমিত্ত নিরন্তর দ্বীপ নির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে, যিনি, কি মনুষ্য, কি পশু, কি কীট কি পতঙ্গ সকলকেই আত্মরক্ষা ও অপত্যস্নেহবৃত্তি প্রদান করিয়া অপার মহিমা প্রচার করিয়াছেন, যিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, সেই সন্তানের জীবন রক্ষার নিমিত্তে জননীর স্তনে দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন; ও যিনি নরলোকের বুদ্ধিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বাধার করুণাকর পরমেশ্বর অস্মদাদির নিতান্ত উপাস্য। অতএব ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত কোন জীবের নিত্য সুখী হইবার উপায়ান্তরাভাব।

যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

(শ্রুতিঃ)।

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপ না জানিয়া নিবৃত্ত হয়, তিনিই এ জগতের অধীশ্বর, সৃষ্টি স্থিতিলয়ের কারণ, তাঁহারই উপাসনা অত্যাবশ্যক।

ভূতানাম্প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসুনরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

(মনু)।

তাবৎ স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণীগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণী সকলের মধ্যে পশু প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিরা শ্রেষ্ঠ, আর ঐ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ হয়েন। এবং নরদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিরা শ্রেষ্ঠ, কৃত-বুদ্ধিদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান-কর্ত্তারা শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতং ততঃ॥

(মনু)।

সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান আত্মবিদ্যা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

মনু যেরূপ কহেন সকল শাস্ত্রেই এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কহিয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বতো-ভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভে যত্নবান হওয়া মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ঈশ্বরারাধনা না করিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপ তরোত্রকঃ॥

(কুলার্ণব)

নর জন্ম মোক্ষের সোপান স্বরূপ, এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যিনি আত্মত্রাণ না করিলেন, তাঁহা হইতে সংসারে আর শ্রেষ্ঠ পাপবান কে।

প্রাপ্যচাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধাচেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবং।
নবেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥
(কুলার্ণব)।

শোভনেন্দ্রিয় বিশিষ্ট উত্তম মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যিনি আত্মহিত না জানিলেন, তিনি আত্মঘাতী হয়েন।

তমেববিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।
(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি.)।

কেবল আত্ম-জ্ঞানই মৃত্যু অতিক্রমণের বিষয় হয়, তদীয় জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের উপায় নাই।

ইহচেদ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতিবিনষ্টিঃ।
(তলবকার শ্রুতিঃ)।

যে সকল ব্যক্তি ইহ-জন্মে ঈশ্বরের স্বরূপ জানেন তাঁহাদিগেরই সকল সত্য, অর্থাৎ অনায়াসে মোক্ষ হয়; আর যাঁহারা জগৎ কারণ পরমেশ্বরের স্বরূপ না জানেন তাঁহাদের মহান বিনাশ হয়।

আহচিতন্মাত্রং। (বেদান্ত সূত্রং)।

পরমেশ্বর পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ, অতএব যাঁহার চৈতন্য

সত্ত্বায় জগতের চৈতন্য হইতেছে, তাঁহার উপাসনায় আসক্ত না হইলে মহাপরাধ হইবে।

এই আত্মা কেবল মনুষ্যদিগের উপাস্য নহেন। কি সুর, কি অসুর; কি গন্ধর্ব্ব, কি অপ্সর; সকলের উপর ঈশ্বরোপাসনার বিধি আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ। (বেদান্ত সূত্রং)।

নরদিগের উপর যেমন ব্রহ্মোপাসনার বিধি, দেবতাগণের প্রতিও সেইরূপ বিধি, বাদরায়ণ কহিতেছেন।

অমরগণ যে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা বেদে দৃষ্ট হইতেছে।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনন্নেদিষ্টং।
সহ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥

(কেন-শ্রুতিঃ)।

ত্রিদশাধিপতি আত্মার অতি নিকটে গমন করিয়াছিলেন ও অন্যান্য দেবতাপেক্ষা অগ্রে আত্মাকে জানিয়াছিলেন; এজন্য সকল সুর হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ হইলেন।

শাস্ত্রে এই আত্মাকে কিরূপে কহিয়াছেন, ও তাঁহার উপাসনার কিরূপ নিয়ম তাহা লেখা যাইতেছে।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি পাদং নিত্যং বিভুং।
সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)।

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, রূপ রহিত, চক্ষু শ্রোত্র বিহীন, হস্ত পদ শূন্য, জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ, ঈশ্বরকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন।

সপর্য্যগা চ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবির্ম্মনীষী
পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥
(ঈশোপনিষৎ)।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ, তিনি সর্ব্বকালে প্রজা-দিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।

তাঁহা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, এবং সকলের সুহৃৎ।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য
তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।
(ঈশোপনিষৎ।

তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন, তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন।

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী আত্মক্রীড আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

(মুণ্ডক শ্রুতিঃ)।

যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন তিনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, জ্ঞানীলোক ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন ও পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন, ইনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যাভাসসর্ব্বমিদং বিভাতি।
(মুণ্ডক শ্রুতিঃ)।

সমুদায় বিশ্ব ঈশ্বরাভার অনুগামী হইতেছে, তাঁহার আভা তাবৎ সংসারকে দীপ্তিমৎ করিতেছে; সেই ঈশ্বর জ্যোতির জ্যোতিঃ হয়েন।

অপানিপাদোজবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
সবেত্তিবেদ্যং নচতস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দর্শন করেন, তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন ; তিনি যাবৎ বেদ্যবস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি, পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়া বলিয়াছেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥
(কঠোপনিষৎ)।

যাবৎ অনিত্যের মধ্যে নিত্য ও চেতনের মধ্যে চেতন, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় সকলের অভীষ্টদায়ক ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে যাঁহারা জানেন ; তাঁহাদিগেরই নিত্য শান্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়, ইতরের হয় না।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ।
(মুণ্ডকোপনিষৎ)।

অন্যালাপ ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় তাঁহাকেই জানুন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
(কঠশ্রুতিঃ)।

আত্মা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় রহিত অব্যয়, অনাদি, অনন্ত এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও নিত্য হয়েন, তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে মৃত্যুমুখ হইতে

ভূতেষু বিচিন্ত্যঃ ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি

ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
(শ্রুতিঃ)।

সুখ স্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিলে আর সাংসারিক ভয়ে ভীত হইতে হয় না।

দর্শয়তি চাথোহপি স্মর্য্যতে।
(বেদান্ত সূ:)

পরমেশ্বর পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ করুণাময় ইহা বেদ ও স্মৃতি কহেন, তাঁহারই উপাসনা করুন, তাঁহার করুণা-

বারি বর্ষণ দ্বারা ত্রিতাপবিশিষ্ট বিষয় বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।

ব্রহ্মদৃষ্টিকৎকুর্য্যাৎ। (বেদান্ত সূত্রং)।

সকল বস্তুর সার একমাত্র ব্রহ্ম, তাঁহার আরোপ সমস্ত বিশ্বই সম্ভব, বিশ্বের আরোপ তদাধারে সম্ভব হয় না। যেমন অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায়, রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরারোপিত তাবৎ বিশ্ব হইল, তদাধারে বিশ্বের আরোপ হইল না, তাঁহার অপেক্ষা সারাৎসার পরাৎপর বস্তু আর কি আছে, এমতে তাঁহার উপাসনায় অনাসক্ত হইলে লোক সকলকে মহাপরাধী বলা যায়।

অনন্য বিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধি স্মৃতীন্দ্রিয়ং।
ধ্যেয় আত্মাস্থিতয়োহসৌহৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য)।

মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, হৃদয়স্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই চিন্তা কর্ত্তব্য; অতএব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমশঃ স্ববশে আনয়ন করুন, বিষয়ই নরকের প্রতি কারণ।

আত্মানাম স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরত্রয় ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণোহবস্থাত্রয় সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ।

(আত্মানাত্মবিবেক)।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ স্বরূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন, এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক, জাগ-

রিতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মা ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ হয় ।

সংহ্যাভাল্লরহ্যজঃ ।
দর্শয়তি চাথোহ্যপি চস্মর্য্যতে ॥
(বেদান্ত সূত্রং) ।

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সর্ব্বাতীত, আনন্দময় হয়েন ।

অরূপবদেবহিং প্রধানত্বাৎ ।
(বেদান্ত সূত্রং) ।

পরমাত্মা জড়বৎরূপবিশিষ্ট নহেন, যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয় ।

অন্ত্যানন্ত বিলাসাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্ব সংশ্রয়ঃ ।
চিদাকাশোঽবিনাশাত্মা প্রদীপ সর্ব্ববস্তুষু ॥
(যোগবাশিষ্ট) ।

চিদ্ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব বিধায় অনন্ত বস্তু স্বরূপ, সর্ব্বগত, সমুদায় পদার্থের আশ্রয় এবং প্রকাশক, বিনাশ রহিত আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র স্থিত আছেন ।

অসদাভাসমাচ্ছাদ্য ব্রহ্মাস্তীহ প্রবৃংহিতং ।
বৃহচ্চিত্তৈরবপ্রবানন্দাভিধমব্যয়ং ॥
(যোগবাশিষ্ট) ।

অসৎ জগতের প্রকাশক অতি প্রবৃদ্ধ ব্রহ্ম, সত্যাত্ম-দ্বারা মিথ্যা জগতের মিথ্যাত্ব আচ্ছাদন করতঃ সত্যরূপে প্রকাশমান আছেন, তিনি মহচ্চৈতন্য, ভীষণ শরীর, অবিনাশী, নিত্যানন্দ।

নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।
নচ যাতি নচায়াতি নচেহ নচনেহচিৎ॥
(যোগবাশিষ্ঠ)।

চিদ্ব্রহ্মের অস্ত উদয় নাই, ক্রিয়াশূন্যত্ব প্রযুক্ত গমনাগমন নাই, উত্থান স্থিত নহে, অথচ কোন স্থানে নাই এমতও নহে, কোন স্থানে আছেন এমতও নহে; ফলে অজ্ঞানীর নিকট নাস্তি, জ্ঞানীর নিকট অস্তিত্ব রূপে প্রতীত হয়েন।

নাত্মাস্থূলোনচৈবাণুর্নপ্রত্যক্ষোনচেতরঃ।
নচেতনো নচ জড়োনচৈবাসন্নসন্ময়ঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠ)।

আত্মা স্থূল নহে সূক্ষ্মও নহে, প্রত্যক্ষ নহে অপ্রত্যক্ষও নহে, চেতন নহে জড়ও নহে, অসৎ নহে সৎও নহে।

নাহংনান্যোনচৈবৈকো নচানেকোপি রাঘব।
সর্ব্বাতীতং পদং রাম যন্ন কিঞ্চিদিহৈবতৎ॥
(যোগবাশিষ্ঠ)।

আত্মা আমি নহি অন্যও নহে, একও নহে অনেকও নহে, সর্ব্ব পদার্থাতীত যে কোন বস্তু এই জগতে আছে? আত্মা তদ্ভিন্ন নহেন।

ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সত্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ॥
(যোগবাশিষ্ট)।

জ্ঞানীরা ব্যবহারার্থে নাম রহিত ঈশ্বরের ঋত, আত্মা, পরং ব্রহ্ম এবং সত্য ইত্যাদি শব্দেতে নাম কল্পনা করিয়াছেন।

অবিনাশিতুতদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশ মব্যয়স্যাস্য নকশ্চিৎ কর্ত্তু মর্হতি॥
(ভগবদ্গীতা)।

যিনি এই অনিত্য দেহাদিতে তৎসাক্ষী রূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জান, যেহেতু সেই অব্যয় আত্মার বিনাশে কেহই সমর্থ হয়েন না।

ন জায়তে ম্রিয়তেবা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতাবান ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(ভগবদ্গীতা)।

আত্মার জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত ষড়্ভাব বিকারাভাব।

এজন্য শরীর হত হইলেও আত্মা হত হয়েন না যেহেতু তিনি অবিনাশী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নশোষয়তি মারুতঃ।।

(ভগবদ্গীতা)।

অস্ত্র সমুদায় এই আত্মাকে ছেদন, অগ্নি ইহাঁকে দগ্ধ জল ইহাঁকে আর্দ্র ও বায়ু ইহাঁকে শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।।

(ভগবদ্গীতা)।

আত্মা নিরবয়ব প্রযুক্ত অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েন না, অশরীরি প্রযুক্ত জল দ্বারা আর্দ্র ও ক্লেদ বিশিষ্ট হয়েন না, এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হয়েন না, তিনি নিত্য, অবিনাশী এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, স্থির স্বভাব, অচল এবং অনাদি হয়েন, এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য অর্থাৎ মনেরও গম্য নহেন, এবং অবিকার্য্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় ইহা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বাক্যই ইহার প্রমাণ।

উপাসনার নিয়ম

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ

(শ্রুতিঃ)

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষ্যাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক।

তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব।

(শ্রুতিঃ)।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা তাঁহার উপাসনা।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপিবাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।

(শ্রুতি)।

যিনি চক্ষু দ্বারা দৃশ্য, বাক্য দ্বারা বাচ্য হয়েন না, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন না, এবং তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমত যে পরমেশ্বর কেবল তাঁহার কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে অন্বেষণ করুন। তপ কর্ম্মাদি দ্বারা দেহাদির পবিত্রতা মাত্র।

যন্মনসানমনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেবব্রহ্মত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে॥

(শ্রুতিঃ)।

পরমেশ্বর তাবৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয়, অশক্ত লোক-দিগের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের উপায় এক এই যে, বিশ্বরূপ বৃহৎ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নাহংমন্যে সুবেদেতিনোন বেদেতি বেদচ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদচ॥
(তলবকারোপনিষৎ)

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমি ব্রহ্মকে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমা-দিগের মধ্যে জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
(শ্রুতিঃ)।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

নোৎপদ্যতে বিনাজ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানংহি প্রকাশেন বিনাক্বচিৎ॥
(তত্ত্ববোধ)।

বিচার ব্যতিরেকে অন্য সাধন দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, যেমন সূর্য্যাদির কিরণ প্রকাশ ব্যতীত পদার্থে জ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু প্রকাশ পায় না।

আমি কে, এই দৃশ্যমান নাম রূপাত্মক জগৎ কোথা হইতে জন্মাইল, এই জগতের উপাদান কি, এবং ইহার কর্ত্তা কে, এই সকল অনুসন্ধানের নাম বিচার। স্থূল, সূক্ষ্ম, ভূত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা রচিত যে দেহ, তাহা হইতে পৃথক যে বস্তু তাহাই আত্মা। যে চেতন দ্বারা জীবগণ চৈতন্য বিশিষ্ট সেই চৈতন্যই আত্মা, শরীরিদিগের শরীর রথস্বরূপ এক মাত্র আত্মাই ঐ রথের রথী। যিনি নিয়ামক, নিয়ন্তা, নিরবয়ব, সজাতীয়াদি ভেদ রহিত, স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং পবিত্র তিনিই আত্মা। যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সম, শান্ত, অব্যয়, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় শূন্য, নিরাময়, নিষ্প্রতিবিম্ব, কল্পনাহীন, ব্যাপক, নির্গুণ, ক্রিয়াহীন, নিত্য, নিত্যমুক্ত, আকাশাদির ন্যায় নিশ্চল, মায়া কার্য্যরূপ মলা রহিত এবং অসঙ্গ তিনিই আত্মা। আত্মার প্রকাশত্ব দ্বারা তাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহা অগ্ন্যাদির দীপ্তির ন্যায় নহে কারণ ঘোরান্ধকার রজনীতে যে স্থানে অগ্ন্যাদি থাকে, সেই স্থানের বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয়, অপর স্থানের পদার্থ অদৃশ্য থাকে। এই আত্মা শরীরের অধিষ্ঠাতা, ইনিই সর্ব্বাত্মা, ইনিই সর্ব্ব স্বরূপ, ইনিই সর্ব্বাতীত, ইনিই অহঙ্কারের সাক্ষী এবং ইনিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ।*

কি গৃহস্থাশ্রমী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি সংন্যাস সকলের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের বিধি লক্ষিত হয়।

* ঐ আত্মার সংজ্ঞাটি তত্ত্ববোধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ন্যায়ার্জ্জিত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথি প্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে॥
(যাজ্ঞবল্ক্যঃ)।

*

যে গৃহস্থ ন্যায্য কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন, অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন, নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনায় আসক্ত হয়েন, এমত যে গৃহস্থ তিনি নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।
(বেদান্তসূত্রং)।

কর্ম্মে আর সমাধিতে গৃহস্থের অধিকারের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, অতএব শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপাসনায় আসক্তি করা গৃহীদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃস্যাত্তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
(মহানির্ব্বাণ)।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব প্রধান। আমাদিগের ঐ আশ্রম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। যদি সমুদায় মনুষ্য গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর গ্রহণ করে, তবে আর প্রজা বৃদ্ধি না হইয়া সৃষ্টির কার্য্য

নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অন্যান্য আশ্রমের যেরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহার কোন একটীর অঙ্গ-হীন হইলে মহাপরাধ হইয়া উঠে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কোন অনুষ্ঠানের অঙ্গহীন হইলেও তাহাতে প্রত্যবায় হয় না। কেবল ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া জপ করিলে তাঁহার উপাসনা হয় না। তাঁহার প্রতি নিগূঢ় ভক্তি, একান্ত বিশ্বাস ও জগতের হিতসাধন করিলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা হয়। সমস্ত জীব এক রাজার প্রজা, ঐ প্রজাদিগের কাহারও কোন উপকার করিলে, নিঃসন্দেহ পরমপিতার প্রসন্নতা লব্ধ হইয়া থাকে। যখন কোন ব্যক্তি, তৃষ্ণা-র্ত্তকে বারি-দান করেন তখন তিনি পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন, যখন কোন ব্যক্তি, ক্ষুধার্থ জনকে ভোজ্য প্রদান করেন তখনই তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন, যখন কোন মানব, পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন প্রদান করেন তখনই তিনি জগদীশ্বরের প্রীতি লাভ করেন, যখন কোন চিকিৎসক পীড়িতকে ঔষধ প্রদান করেন তখনই তিনি ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন, যখন কোন ধনবান লোক দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন তখনই তাঁহার ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, যখন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান করেন তখনই তাঁহার বিদ্যাভ্যাস জন্য পরিশ্রমের ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, যখন কোন ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করেন তখনই তাঁহার সর্ব্ব নিয়ন্তার নিয়ম প্রতিপালন করা হয়; এই সকল কার্য্য গুলি কেবল গৃহস্থদিগের সম্ভব, অন্যান্য আশ্রমী লোক ঐ সকল সদনুষ্ঠানে বঞ্চিত,

আরও বিবেচনা করুন যেমন জলোত্থিত তরঙ্গ ফেন ও বিম্ব জল ভিন্ন নহে, এবং ইক্ষু রস শর্করা ভিন্ন নহে, ঈশ্বরও তদ্রূপ জগৎ ভিন্ন নহেন; যদি সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তবে আর বানপ্রস্থাদি আশ্রম-ত্রয়ের প্রয়োজন কি? জনকাদি রাজর্ষিগণও গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন।

বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তিরাগিণাং গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণিযঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তি রাগস্য গৃহংতপোবনং॥
(হিতোপদেশ)।

রাগী লোকদের কাননেও দোষ প্রভব হয়, গৃহেতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ সেই তপস্যা, যে ব্যক্তি অকুৎসিৎ অর্থাৎ অনিন্দিত কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয় সেই লোকের গৃহই তপোবন।

দুঃখিতোপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রকুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্ম কারণং॥
(হিতোপদেশ)।

সকল প্রাণীতে তুল্য দ্রষ্টা ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া দুঃখী হইলেও ধর্ম্মাচরণ করেন, কেন না রক্ত বস্ত্র ধারণাদিরূপ চিহ্ন পুণ্যের জনক নহে।

কেহ কেহ কহেন গৃহস্থাশ্রম তত্ত্বজ্ঞানের নিতান্ত পরিপন্থী, যেহেতু মানবগণ সংসারাশ্রমে নানা শোকা-

দিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। এ কথার মীমাংসা এই যে, যদি পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি মন রাখিয়া, আশ্রমোচিত কর্ম্ম সমাধা করা যায় তবে আর সাংসারিক কষ্টে ক্লিষ্ট হইতে হয় না, যেমন স্বপ্নাবস্থায় ও ইন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে সম্ভবাসম্ভব বিষয় সমুদায় সন্দর্শন পূর্ব্বক, হর্ষ বিষাদ সমুপস্থিত হইয়া নিদ্রা ভঙ্গে সমস্ত ব্যাপার অলীকত্ব রূপে প্রতীয়মান হয়, সাংসারিক কার্য্যও তদ্রূপ অলীক বোধ হইবে। যেমন কোন নর্ত্তকী স্বীয় শিরোপরি বারি পাত্রাদি রাখিয়া, হাব ভাব ও কটাক্ষ করত নৃত্য করিয়া থাকে কিন্তু তাহার মন নিয়ত বারি পাত্রের দিকে, এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। যেমন কোন পুংশ্চলী স্ত্রী স্বীয় প্রিয় পাত্রের অন্বেষণে অন্তরেন্দ্রিয়কে নিরন্তর নিযুক্ত করিয়া দেয়, পরিজন ভয়ে গৃহকার্য্যে সতত তৎপরা, অথচ সময়ে সময়ে কার্য্যান্তর ব্যপদেশে আবাস বাটীর বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক অভিসার অবলোকন করিয়া আইসে। যেমন কোন ভূপৃষ্ঠে বস্ত্র পাতিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে ঐ বস্ত্রের সারত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, যতক্ষণ কিঞ্চিৎ প্রবল বায়ু অথবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা স্পর্শিত না হয়, ততক্ষণ উহার অবয়ব থাকে, তাহার ন্যায় চঞ্চল চিত্তকে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া শরীরকে সাংসারিক কার্য্য সাধনে নিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। বশিষ্ঠ মহাশয় রামচন্দ্রের প্রতি এই উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা

বহির্ব্যাপার সংরম্ভ হৃদি সংকল্প বর্জ্জিত।
কর্ত্তাবহির কর্ত্তান্তরেব বিহর রাঘবঃ॥

হৃদয়ে সঙ্কল্প রহিত হইয়া বাহ্যে কর্ত্তা এবং অন্তরে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম! এই সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

মোহই আন্তরিক কষ্টের নিদান, মোহকে খর্ব্ব করিতে অভ্যাস করা আমাদিগের অত্যাবশ্যক, যেমন কোন প্রবাহ বিশিষ্ট সলিলে বহুবিধ তৃণ-কাষ্ঠ আসিয়া একত্রিত হয়, আবার কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে উহাদিগের বিশ্লেষ ঘটনা হয়; যেমন অভ্র সমস্ত একত্রিত থাকে আবার কিয়ৎক্ষণানন্তর প্রবলানিল দ্বারা তাহাদিগের বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যেমন বিভাবরীযোগে বিহঙ্গম নিকর কোন এক বৃক্ষে একত্রিত থাকিয়া নিশি যাপন করে, ও প্রভাত কালে তাহারা পরস্পর দিগ্দিগন্তর প্রস্থান করে। সেইরূপ এই সংসারে পুত্র পৌত্র কলত্রাদি সংযোজিত হইয়া, পরিবার রূপে গণ্য হয়; পরে নিয়তি-ক্রমে ঐ পরিবারদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপরত হইয়া থাকে। যখন সন্তান ছিল না তখন শোক ছিল না, তৎপরে সন্তান হইয়া গতাসু হইলে পুর্ব্বাবস্থা বিবেচনা করিলে, শোক আর চিত্তকে নিতান্ত ব্যাকুল করিতে পারে না। যখন দেখা যাইতেছে শরীর ষড়্‌ভাব বিকার বিশিষ্ট, তখন অবশ্যই তাহার ধ্বংস আছে। এই শরীর সম্পত্তি ও বিপত্তির আধার, তবে বিপদাবস্থায় নিতান্ত বিষণ্ণ হওয়া অত্যন্ত অবিবেকীর কর্ম্ম; অতএব অচিন্ত্য

নির্ম্মানুষ নিবিড়াচ্ছন্ন ভয়ানক অরণ্য অবলোকিত হই-তেছে, কাল ক্রমে উহা আবার মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর হইয়া উঠিবে। ঐ যে প্রচণ্ড প্রবাহ সংযুক্তা, তরঙ্গান্দোলিতা, তরঙ্গিণী দৃষ্ট হইতেছে, যদ্দ্বারা স্থানে স্থানে সুচারু বাণিজ্য ও অত্যুত্তম কৃষি কর্ম্ম সম্পাদিত হই-তেছে, সময়ানুসারে উহা আবার সমতল ভূমি হইয়া বহু জনের বাসোপযোগী হইবে। ঐ যে বহু জনাকীর্ণ সমতল ভূমি নিরীক্ষিত হইতেছে, সময়ের গতিতে উহা আবার বৃহৎ হ্রদ, ভীষণ সরিৎ ও উত্তুঙ্গ অচল দ্বারা পরিব্যাপ্তা হইবে। ঐ যে নির্ম্মল নীল গগনোপরি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমুদিত হইয়া অবনী মণ্ডলে আলোক বিতরণ করিতেছেন, মুহূর্ত্ত পরে আবার অভ্র সমস্ত গভীর গর্জ্জন করতঃ তদীয় রশ্মিজাল আচ্ছাদন পূর্ব্বক পৃথ্বীতলে অজস্র বারিবর্ষণ করিবে; এবং তদানুষঙ্গিক প্রবল ঝঞ্ঝা-বাতও সহযোগী হইবে। ঐ যে সুধাংশু সুধা সদৃশ চন্দ্রমাবিকীর্ণ পূর্ব্বক জীব নিকরের অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, আবার কিয়ৎক্ষণানন্তর ভীষণাকারা ঘোরান্ধ-কার-রূপারাক্ষসী সমাগতা হইয়া তাঁহাকে কবলিত করিবে। অহো কি আশ্চর্য্য! কত শত ধনাঢ্য ব্যক্তির অট্টালিকার চতুষ্পার্শে নিরন্তর ভিক্ষোপজীবিগণের দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত, এইক্ষণে সেই সকল আঢ্য লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যাইতেছে; এবং কতশত দীন হীন মনুষ্য দিবস শেষে শাকান্ন ভোজন করতঃ কষ্টে সৃষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারাই সংপ্রতি

ঔষধি দ্বারা শোকের শান্তি করা বিধেয়। বিবেচনা ক কি ধন, কি মান, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি; কেহই দেহ রক্ষ করিতে সমর্থ নহে। এই অপরিসীম অবনীমণ্ডলে কত-শত প্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের শৌর্য্যে ও ভুজবীর্য্যে ধরাতল কম্পান্বিত হইত; তাঁহাদিগের কলেবর সংপ্রতি কোথায়; এই ধরণীপৃষ্ঠে অগাধধীশক্তি সম্পন্ন কত শত মহাত্মাগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের উপমিতি, অনুমিতি ও পরিমিতি অদ্যাপিও লক্ষিত হইতেছে; তাঁহাদিগের সেই দেহ এক্ষণে কোথায়; এবং এই পৃথিবীতলে কত শত বিদ্বান লোক উদ্ভব হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ আমরা অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ হিতোপদেশ ও নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেছি, তাঁহাদিগের সেই শরীর এক্ষণে কোথায়। এইক্ষণে বলা যাইতেছে আমার এই দেহ, আমার এই গেহ, আমার এই ধন, আমার এই স্ত্রী, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরে সমস্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা মহা-মোহকে পরাস্ত করিতে যত্ন করিলে আর কষ্ট সহিতে হয় না।

শুদ্ধ শরীর বলিয়া নয়, প্রত্যেক বস্তুর অনবরত পরি-বর্ত্তন হইতেছে, ঐ যে সৌধমালা পরিবেষ্টিত, স্বচ্ছ সলি-লাশয় সমন্বিত, সুপন্থা পরিবিস্তৃত স্থানে স্থানে অতিথি শালা, চিকিৎসাগার এবং বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য নগর প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; কাল সহকারে উহা আবার হিংস্রশ্বাপদ নিষেবিত ঘন বনাকীর্ণ হইবে। ঐ যে

দাসদাসী পরিসেবিত, সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি চতুর্ব্বিধান্ন উপহার পূর্ব্বক সুখ স্বচ্ছন্দে সময়াতিপাত করিতেছে। প্রভো! তোমার কার্য্য তুমিই জান, অপরের উহাতে প্রবেশাধিকারের সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা।

হে মানবগণ! কেবল আজ, কাল্‌, করে কালক্ষয় করিতেছ, কখন তোমরা সেই নির্দ্দয় কালের করাল কবলে কবলিত হইবে, তাহা কি একটীবারও মনোমন্দিরে স্থান দান কর না! তোমরা যে জন্ম মৃত্যু ব্যবসায়ে আবহমান নিযুক্ত রহিয়াছ, তোমাদের কি একটীবারও বিশ্রাম করিতে বাসনা হয় না? কি সম্বলে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করিবে। এখনও সাবধান হও, আশু ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ঐ অমূল্য সময়ের সার্থকতা সম্পাদন কর।

দেখ দেখি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইলে, যদি আজীবন সেই উপকারকের সমীপে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত হয়; জনক জননী আমাদিগের অনুপায় অবস্থায় বহুবিধ যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রতিপালন ও হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, যদি তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, এবং চিরবাধিত থাকিয়া তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানে তৎপর হওয়া বিধেয় হয়, তবে যিনি জগতের পিতা, সমুদায় জীবের পাতা এবং পরিত্রাতা, যাঁহার প্রাসাদাৎ আমরা ঋতুভেদে, কালভেদে জগতের স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন পুরঃসর, দর্শনেন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছি; বিহঙ্গম নিচয়ের সুমধুর কূজন রূপ সঙ্গীত শ্রবণ করতঃ,

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্তোষ সম্পাদন করিতেছি, সৌরভা-মোদী কুসুম নিকরের আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছি, স্বভাবজাত অম্ল, মধুরাদি রস মিশ্রিত বস্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়ের তুষ্টি বিধান করিতেছি, যাঁহার অনুগ্রহে কোমল মলয় সমীরণ ও প্রসন্নাম্বু স্রোতস্বতীর নির্ম্মল সলিল দ্বারা, অস্মদাদির ত্বগিন্দ্রিয় শীতলীকৃত হইতেছে; এমন যে করুণাকর পরাৎপর পরমেশ্বর, আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তির আধার তাহার আর সন্দেহ কি? যাবজ্জীবন তন্নিকটে কৃতজ্ঞ না থাকিলে মহাপরাধের আর পরিসীমা থাকে না। বিবেচনা করিয়া দেখ, উদ্ভিদ সমুদায় জীবন ধারণ করিতেছে; কীট পতঙ্গ পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের সে জীবনে কি ফল? যাহার মন ব্রহ্ম মনন দ্বারা জীবন বিশিষ্ট হয়, তাহারই জীবন সার্থক। বরং শরাব হস্তে লইয়া চণ্ডাল গৃহে ভিক্ষা করাও ভাল, তথাপি অজ্ঞানী হইয়া এ জগতে জীবন ধারণ করা ভাল নয়। অতএব তোমরা বিষয় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, জ্ঞানরূপ সূর্য্যের জ্যোতিঃ অবলোকন কর।

যুক্তি দ্বারা ইহাই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, ঈশ্বর জ্ঞানই ঈশ্বর। এই জ্ঞান স্বতঃ সিদ্ধ। যেমন মুক ব্যক্তি রাত্রিকালীন স্বপ্ন যোগে, বিবিধ ঘটনা অবলোকন করে, কিন্তু কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না। যেমন কোন প্রণয়ীকে প্রণয় কি পদার্থ জিজ্ঞাসিলে সে উহার মর্ম্ম, সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না। যেমন সঙ্গীত

বিদ্যার লয় কেহ শিখাইয়া দিতে পারে না ; অন্তঃকরণে সার্ব্বক্ষণিক অনুশীলন দ্বারা উহা লব্ধ হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, কিম্বা বিবিধ শাস্ত্রে, তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারে না, ইহারা জ্ঞানের পথ প্রদর্শক মাত্র, অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বাদ বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনুক্ষণ মনে মনে অনুশীলন করিলে উহা নিঃসন্দেহ লব্ধ হইবে।

এক পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে সকল দেবের উপাসনা করা হয়। যথা

যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

(ভগবদ্গীতা)।

পুষ্করিণী ও কূপাদিস্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব কিন্তু সমুদায় প্রয়োজন এক মহা হ্রদে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত ফলরূপ যে অর্থ, তাহা সমুদায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হয়, যেহেতু এই ক্ষুদ্রানন্দ সকল ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভূত।

পরে ব্রহ্মনি বিজ্ঞাতে সমস্ত নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

(মহানির্ব্বাণ)।

যেমন মলয়ানিল প্রবাহিত হইলে তালবৃন্তের প্রয়োজনাভাব হয়, তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তাঁহার অন্যান্য নিয়মের অনাবশ্যক হইয়া উঠে।

বিদিতেতু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতেহ্যবিক্রিয়ে
কিঙ্করত্বংহি গচ্ছন্তি মন্ত্র মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥

(কুলার্ণব)।

যখন কোন মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হন, তখন তাঁহাদিগের মন্ত্র ও মন্ত্রাধিপদেবতা ঐ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দাসত্ব প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্ম উপাসক ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে কেহ সমর্থ নহে ও তিনি উপাসনায় বিশেষ পটু না হইলেও প্রত্যবায় হয় না। যথা

তস্যহনদেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে আত্মাহ্যেষাংসম্ভবতি।

(বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ)।

ব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করিতে দেবতারাও সক্ষম হন না। অতএব ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পার্থৈনৈবেহনামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণ কৃৎকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

(ভগবদ্গীতা)।

যে ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি প্রকৃষ্ট উপাসনায় পটু না হয়েন, তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নর-

কোৎপত্তি হয় না। যেহেতু হে অর্জ্জুন কল্যাণকারীর কদাপি দুর্গতি জন্মে না, অতএব যথাসাধ্য ব্রহ্মোপাসনায় আসক্তি করা বিধেয়।

কি আশ্চর্য্য! বিশ্বাধিপের সমগ্র সৃষ্ট পদার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, কৃতবুদ্ধি নরেরা শিল্প যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, আমাদিগকে বিস্ময়-রসে আপ্লুত করিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্টতম, ভূরি ভূরি স্বাভাবিক যন্ত্র, অস্মদাদির চতুঃপার্শ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা একটীবারও তাহাতে দৃষ্টিবিক্ষেপ করি না। কি নিয়মে অণুপ্রমাণ বীজ হইতে, প্রকাণ্ড মহীরুহ সমুৎপাদিত হইয়া, জীবগণকে ছায়া ও ফল প্রদান করিতেছে। কি নিয়মে গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষিত হইতেছে। কার কৌশলেই বা অঙ্গ সকল সঞ্চালন, ও বাক্য নিঃসরণ হইয়া থাকে। কি নিয়মে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া, অসার ভাগ মলরূপে নির্গত হয়; ও সারাংশ হইতে শোণিত উৎপন্ন পুরঃসর বিশোধিত হইয়া, শিরা কর্ত্তৃক সর্ব্বাবয়বে সঞ্চারিত হইয়া দেহের ক্ষতি পূরণ করিতেছে, ও তদ্দ্বারা শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছে; আবার সেই রুধির রূপান্তর ধারণ করত, প্রয়োজনানুসারে কোন স্থানে মাংস, কোথায় বা অস্থি, এবং কোন স্থানে মজ্জারূপে পরিণত হইতেছে। এবং কি নিয়মেই বা শ্বাস, প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এই দুই একটী যন্ত্রের বিষয় উল্লিখিত হইল, কিন্তু জগতের প্রত্যেক বিষয়ে বিশ্ব নিয়ন্তার অনুপম কৌশল সমুদায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদি মানবগণ একটী বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান

প্রবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বরাজের অপার মহিমার প্রচুর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতে পারেন।

আমরা ততক্ষণ তাহার প্রতি করুণা বিতরণ করি, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আমাদিগের অভিমত চলে; কিন্তু যখন তাহাকে অনভিমতে চলিতে দেখি, তখন আর তাহার প্রতি আমাদের সেরূপ দয়া সঞ্চারিত হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ সেরূপ নহে, তিনি আবহমান সর্ব্ব জীবে সমান ভাবে দয়া বিতরণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের নিদানীভূত, শত শত সুচারু নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ঐ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে রোগোৎপন্ন ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার আমাদিগের সেই পীড়া শান্তির নিমিত্তে বিবিধ ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকি, যখন সেই রোগ অচিকিৎস্য হইয়া উঠে ও সেই পীড়া, যন্ত্রণারূপ দণ্ড দ্বারা তাড়না করিতে থাকে; তখন মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের সকল কষ্ট দূরীকৃত করে। এবং অবিরত মানসিক কষ্টে দেহ ভঙ্গের সম্ভাবনা, এজন্য মধ্যে মধ্যে সন্তাপনাশিনী নিদ্রা দেবী আসিয়া, আমাদিগকে কোমলাঙ্কে ধারণ করত সান্ত্বনা করিয়া থাকেন, হে বিভো। ধন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার মহিমা।

এমন সংস্কার উপস্থিত হইতে পারে, যে বিচিত্র প্রাসাদোপরি নির্ম্মল বায়ু সেবিত মনোহর স্থান, হয় হস্তী শকট শিবিকাদি যান, উত্তুঙ্গ অট্টালিকোপরি দুগ্ধা-ফেণনিভ বিলাসশয্যা, ও রূপ লাবণ্য সম্পন্না তরুণী ইত্যাদি

প্রত্যক্ষীভূত বিবিধ সুখকর বস্তুর জন্য প্রয়াস না পাইয়া, ঈশ্বরারাধনায় কষ্ট সাধ্য ধ্যান প্রাণায়ামাদির বিশেষ প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রাসাদাদি ঐ সমস্ত ক্ষণবিধ্বংসী বস্তুর পরিণাম বিবেচনা করিতে গেলে, উহারা অসুখের নিদান হইয়া উঠে। অদূরদর্শী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ সকল বস্তুর আত্যন্তিকী সেবা করে। যেমন কোন উচ্চস্থান-চ্যুত ব্যক্তির আঘাত প্রাপ্ত বেদনাযুক্ত শরীরোপরি উষ্ণ প্রলেপাদি দিতে গেলে, সে ঐ সময়ের মধ্যে সুখানুভব করে; সাংসারিক সুখও তদ্রূপ। প্রহার, কষ্টেরই হেতু; কোন সুস্থকায় ব্যক্তিকে সামান্য মুষ্ট্যাঘাত করিলে সেই ব্যক্তি ব্যথিত হয়। কিন্তু যাহার বাতাক্রান্ত শরীর সে ব্যক্তি মুষ্ট্যাঘাত প্রার্থনা করে। উল্লিখিত ভোজ্যাদি বস্তু সমুদায় বাসনাব্যাধির ঔষধ মাত্র। যাহার রোগ নাই তাহার ঔষধেরও প্রয়োজন নাই। মন! সাবধান হও, তুমি যেন প্রবৃত্তির অধীন হইয়া বিষয়-নরকে পতিত হইও না। অহোরহ নিবৃত্তির সঙ্গ লাভে যত্নবান হও।

জীব-নিচয়ের জীবন গিরি-নদীর স্রোতের ন্যায় শীঘ্র গামী। জলফেণা যেরূপ আশু জলে বিলীন হয়, শরীরী-দিগের শরীর তদ্রূপ অচিরকাল মধ্যে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়। অতএব কালাকাল বিচার না করিয়া, সত্বর ব্রহ্ম পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। মানবগণ বাল্য কালাবধি বাক্যে কহেন যে, দেহ ক্ষণ-বিধ্বংসী, পরমাত্মাই সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের এই বৃথা বিহঙ্গমের বাক্যোচ্চারণের ন্যায়, যেমন পতত্রীদিগকে বাক্য পড়ান যায়, পুনঃ পুনঃ উহারা

তাহারাই উচ্চারণ করে, ভাবার্থ বুঝিতে পারে না; সেই রূপ তাঁহারাও ঐ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ এমন মনে করেন, বাল্যকাল কেবল ক্রীড়ার সময়, যৌবন কালে ধর্ম্ম পথের অনুবর্ত্তন করা যাইবে। যখন যুবাকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের প্রমাথী ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল সবলীকৃত হইয়া উঠে, সুতরাং কার্য্যাকার্য্য বিচার শূন্য হইয়া নিয়ত অসন্মার্গে বিচরণ করে, সম্মুখে যে সর্ব্বনিয়ন্তা রহিয়াছেন, একবারও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তখন কেবল এক একবার মনে করে বৃদ্ধাবস্থায় নিকর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ব চিন্তা করিব; কিন্তু যখন জরা আসিয়া দেহপুরে প্রবেশ করে, তখন সে পরিবারদিগের নিতান্ত অধীন হইয়া পড়ে, লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়, সর্ব্বদাই আহারের জন্য ব্যস্ত, গমনাগমন শক্তি থাকে না। মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান একেবারে যায় না, তখন মধ্যেমধ্যে স্মরণ করে, হায়! বৃথা কার্য্যে সময়াতিবাহিত করিয়াছি, এইক্ষণে তাহার আর কোন উপায় হইতে পারে না। এইরূপ অনুতাপে তাহারা তাপিত হয়। যাঁহারা কহেন পরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবেক, তাঁহাদিগের বড় সহজ ভ্রম নয়। যেমন কোন লোক স্নান করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে উত্তাল তরঙ্গ দৃষ্টে মনে মনে করে, এই তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে অবগাহন করিব, এইরূপ বলিতে বলিতে আবার তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়; সে ব্যক্তিও ঐরূপ মনে মনে অপেক্ষা করিতে থাকে, এইরূপ ঢেউ গণিতে গণিতে বেলা অবসান হইয়া উঠিল, তবু তাহার স্নান করা হইল না। জীবগণের ইন্দ্রিয় তরঙ্গও সেইরূপ

জ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইতে দেয় না। আরও দেখুন, করিব, হইবে, এইরূপ ভাবী আশা করা যায়, কিন্তু সেই ভাবী কালটী উপস্থিত না হইতে হইতে, পথে যদি মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, অমনি সমস্ত আশাকে জলাঞ্জলি দিয়া, নিঃসম্বলে মৃত্যু পথের পান্থ হইতে হয়। ধন্য আশা! তুমি কি কুহক জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ, প্রায় সকল মনুষ্যকেই ইহাতে আবদ্ধ হইতে দৃষ্ট হয়, তোমার পায় কোটি কোটি নমস্কার। "বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥" (মোহমুদ্গর)।

যদি ব্রহ্ম লাভ করিবে তবে জগতের প্রত্যেক পদার্থের কারণান্বেষণে তৎপর হও, সাধুগণের সঙ্গী হও; অসৎ পথ হইতে মন মাতঙ্গকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অঙ্কুশ দ্বারা বিমুখ করিয়া সৎপথে নীত কর; যেহেতু শারীরিক ক্লেশ কাতরতা ও তীর্থবাস এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় না, কেবল মনকে জয় করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায়; যথাক্রমে রিপুগণকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন কর; বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলন ও তদুক্ত কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; জীবের প্রতি ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর ও তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কর; যথা সাধ্য পরোপকারে রত হও; সত্যনিষ্ঠ হও; বৃথা বাক্যোচ্চারণ না করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গে সময়াতিবাহিত কর; সাধন চতুষ্টয়ে* সচেষ্ট হও; অহং বুদ্ধি ত্যাগ কর; পর দোষানুসন্ধানে,

---

* "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহা মুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি মুমুক্ষুত্ব।"

বিরত হইয়া আপন দোষ অনুসন্ধানে তৎপর হও ; অসূয়া ঈর্ষ্যা ও দ্বেষকে অন্তরে স্থান দান করিও না , দুস্তর্ক ও মূর্খগণের সহিত বাদ বিতণ্ডা ত্যাগ কর ; ন্যায়মার্গে বিচরণ কর , সন্তোষ লাভ কর অপ্রাপ্ত ধনের আশা করিও না , অসন্তোষ-জনক বিষয়ে ক্ষমাবান হও , হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণকে স্বাধীনাবস্থায় বনে বিচরণ করিতে দেও ; জগদীশ্বর তোমাকে যে চরণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারা গমনাগমন কর , ক্ষণভঙ্গুর দেহের শোভা সম্পাদন না করিয়া, উহাকে স্বাভাবিক নিয়মের অনুগত কর , করুণাকর তোমাকে যে যুগল কর দিয়াছেন ঐ কর পরপীড়ন হইতে বিরত করিয়া, যোড়করে ঈশ্বর ধ্যানে নিযোগ কর ; তুমি যে রসনা প্রাপ্ত হইয়াছ তদ্দ্বারা বিষয় বিষ পরিত্যাগ করিয়া, তত্ত্বরস পানে নিযুক্ত কর ; যেস্থানে ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইবে শ্রবণেন্দ্রিয়কে তথায় রাখিয়া দেও, সে যেন অন্য বিষয় শ্রবণ করে না , তোমার নাসিকা অবিরাম অজপাজপ করিতেছে, উহাকে ব্রহ্মজপে দীক্ষিত কর; নেত্র দ্বারা কৃত্রিম শোভা না দেখিয়া, স্বাভাবিক শোভা অবলোকন কর ; সেই সর্ব্বব্যাপীকে স্বাভাবিক নেত্রে দৃষ্ট হয় না, জ্ঞানকে সহায় কর সেই জ্ঞান তোমাকে দেখাইবেন ; এখনও সচেতন হও, তত্ত্ব রত্নের পরিবর্ত্তে বিষয় কাচ গ্রহণ করিও না , ব্রহ্মানন্দ যেন অলীক আমোদের সহিত বিনিময় করিও না , স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি ও তোমার দেহের অস্থায়িত্ব জান , কোন বিষয়ের অহঙ্কার করিও না , যখন সাংসারিক কার্য্য [illegible] অবসর পাইবে, তখন নির্জ্জনে উপবেশন

পূর্ব্বক এই চিন্তা করিবে, যে কখন্ মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, অতএব বৃথা কালক্ষয় করা উচিত নয়, একান্ত মনে ও সর্ব্ব প্রযত্নে ঈশ্বর পরায়ণ হও, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ হইলে ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি পদ তুচ্ছ জ্ঞান হইবে। হে অনাথ নাথ পরমাত্মন! প্রভো! আমার উপায় কি, আমি নিতান্ত শরণাগত; কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা কর; অজ্ঞানতা নিবন্ধন সৎপথ জানিতে না পারিয়া অবিরত উৎপথগামী হইতেছি, জ্ঞানাক্ষি প্রদান পূর্ব্বক অকিঞ্চনকে সৎপথে নীত কর; হে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অস্মৎ হৃদ্ভূমিতে তত্ত্ববীজ বিতরণ পূর্ব্বক এ অধমকে চরিতার্থ কর।

সমাপ্ত।